শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ

প্রথম খণ্ড

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

শ্রীচারুচন্দ্র শ্রীমাণী বি, ই প্রণীত

নীহার এণ্ড কোং

আষাঢ—১৩৪১

প্রকাশক—শ্রীললিতমোহন শ্রীমাণী
৯ নং উল্টাডাঙ্গা মেন রোড,
কলিকাতা।

এক টাকা

প্রিণ্টার—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী
পুরাণ প্রেস
২১ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

পরমারাধ্যা পরমপূজনীয়া শ্রীযুক্তা মাতৃদেবী

শ্রীচরণকমলেষু।

মা

তোমার পদারবিন্দে আমার যাবতীয় তীর্থ বিরাজমান; তুমি আমার নিকট "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মূর্ত্তিমতী সারাৎসার তীর্থ। এই গ্রন্থোক্ত বহুতীর্থ তুমি দর্শন করিয়া ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়াছ। আমি তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া মহাপ্রভুর তীর্থ-পর্য্যটন কাহিনী বিবৃত করিতে সমর্থ হইয়াছি। তুমি স্বধর্ম্মনিরতা ও পুণ্যশীলা, তোমার সংস্পর্শে ও তোমার আশীর্ব্বাদে এই গ্রন্থের নিয়তি সুপ্রসন্ন হইবে আশায়, তোমার নামে পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম।

দশহরা—
২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ সাল।

তোমার স্নেহের
চারু।

"যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় হে ভারত,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান যে সময়ে হয়
তখনই করি আমি আমাকে সৃজন।
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত-বিনাশ
করিবারে. করিবারে ধর্ম্ম-সংস্থাপন
যুগে যুগে করি আমি জনম গ্রহণ ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ

অবতরণিকা

"নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্ত হেতবে
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।
নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দ রূপিণে
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

"মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥"

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবং তং করুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতি গূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা॥"

"অগত্যেক গতিং নত্বা হীনার্থাধিক সাধকম্।
শ্রীচৈতন্যঃ লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরম্॥"

গতিহীনগণের একমাত্র গতি, নিঃসম্বলগণের উপায় স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র লিখিতেছি।

এই পুস্তক, একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত। সভ্যদেশের অধিবাসী-বর্গ সকলে একবাক্যে দেশ-ভ্রমণের আবশ্যকতা ও উপকারিতা স্বীকার করেন। অবসর মত দেশ-পর্য্যটন করা কর্ত্তব্য, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এ পরামর্শ অবহেলা করাও

অনুচিত। বিশেষতঃ যাঁহারা সহরে বা নগরে বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে দেশ-ভ্রমণ অতীব প্রয়োজনীয়। জীবন সংগ্রামের গভীর আবর্ত্ত ও কঠোর সামাজিক আচার ব্যবহারের বিভীষিকার মধ্যে কালাতিপাত করিয়া এবং স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে বঞ্চিত হইয়া, হতভাগ্য নগরবাসী গৃহস্থগণকে বড়ই উৎসাহহীন, বিমর্ষ ও ব্যাকুল হইয়া পড়িতে হয়। সেই বিভীষিকা ও ব্যাকুলতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া শান্তি পাইবার আশায়, তাহাদিগকে কপটতাপূর্ণ, কোলাহলময় নগর পরিত্যাগ করতঃ জনশূন্য স্থানে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতে হয়।

ধনীদিগের বিলাসভূমি নগরের সৌন্দর্য্য সীমাবদ্ধ, কৃত্রিম, বৈচিত্র্যহীন ও বিরক্তিজনক। সুতরাং এখানে সামান্য কারণেই মন চঞ্চল হয়, হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয়, শরীর অবসন্ন হয়; কিন্তু প্রকৃতির বিশাল, আবর্জ্জনাহীন, শান্তিপূর্ণ, অনুপম লীলাভবনে যে সৌন্দর্য্য বিকসিত আছে, তাহা মহিমাময়, অপরিচ্ছিন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। চতুর্দ্দিকে গম্ভীর অথচ হাস্যময়, আড়ম্বরহীন অথচ মনোমোহন দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে চঞ্চলচিত্ত শান্ত হয়, শরীর পুলকিত হয়, হৃদয়ে এক অভিনব স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়।

প্রকৃতি মাতা তাঁহার সুবিশাল প্রমোদ কানন এবং বিপুল ভাণ্ডার আপামরজনসাধারণের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। তাঁহার নিকট ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সাধু, তস্কর সকলেই সমান। সকলেই অবলীলাক্রমে অসঙ্কুচিতচিত্তে মাতৃক্রোড়ে

আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। প্রকৃতিমাতাও গর্ভধারিণীরন্যায় সংসার-দুঃখ অসহিষ্ণু, ভগ্নোদ্যম, মুহ্যমান, হতভাগ্য সন্তানগণকে শান্তিদানে কৃপণতা করেন না। বনমধ্যে বৃক্ষতলেই হউক, গিরিগহ্বরেই হউক, নির্ঝরের সন্নিধানেই হউক, আর প্রান্তর মধ্যেই হউক, যদৃচ্ছাক্রমে বিশ্রামসুখভোগ করুন, কেহ আপত্তি করিবে না। প্রস্রবণ হইতে সুনির্ম্মল, সুশীতল, ও সুমিষ্ট জলপান করিয়া পিপাসার শান্তি করুন, প্রকৃতির বিপুল ভাণ্ডারের নানাবিধ উপাদেয় ফলসমূহ নির্ভয়ে দ্বিধাশূন্যচিত্তে গ্রহণ করিয়া জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করুন, কেহ আপনাকে নিষেধ করিবে না, কেহ আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে না, কেহ আপনাকে প্রতিরোধ করিবে না। এই স্থানে কোন সামাজিক কৃত্রিমতা নাই, কোন বিবাদ বিসম্বাদ নাই, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা নাই। বিশ্বনিয়ন্তার এই রাজ্যাংশে যে আশ্রয় গ্রহণ করে, অন্ততঃ তৎকালে সে-ই মুক্ত, সে-ই স্বাধীন, সে-ই ধর্ম্ম-পরায়ণ।

ধর্ম্মভাব হিন্দুর অস্থিমজ্জায় জড়িত, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি শোণিত-ধারার ন্যায় পুরুষানুক্রমে হিন্দুর শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত। শোণিত শরীর হইতে বহির্গত হইয়াগেলে, যেমন দেহের সৌষ্ঠবও সুষমা নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ ধর্ম্মকে হিন্দুর জীবন হইতে অপসারিত করিলে, হিন্দু-জীবনের লালিত্য, সম্পদ, মাধুর্য্য সকলই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; জীবন নিরর্থক হয়। হিন্দু ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতেই মাতৃস্তন্যের

সহিত ধর্ম্মরূপ পীযূষধারা পান করিতে আরম্ভ করিয়া আজীবন উহাদ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। হিন্দুর আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে ধর্ম্ম ; শয়নে উপবেশনে, নিদ্রায় জাগরণে, উত্থানে পতনে ধর্ম্ম। ধর্ম্মছাড়া হিন্দুর আর অন্য গতি নাই। সুতরাং দেশ-ভ্রমণ হিন্দুর ধর্ম্মের অন্তর্গত। হিন্দুর দেশ-ভ্রমণের অপর নাম তীর্থ-ভ্রমণ।

হরিৎপত্র বিশিষ্ট বনস্পতিনিচয়ের মধ্য দিয়া অনবরত কুল্ কুল্ শব্দে নাচিয়া নাচিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া, চঞ্চলগতিতে নিম্নাভিমুখগামিনী তরঙ্গিণীর স্বচ্ছ বক্ষোপরি প্রতিফলিত জ্যোৎস্নারাজি নয়ন পথে পতিত হইলে এবং নির্ঝরের অস্ফুট কলতান, বিহঙ্গমের কূজন, প্রস্ফুটিত বন-কুসুম সৌরভ-বাহী সুখস্পর্শ সমীরণের শন্ শন্ শব্দ, বৃক্ষপত্রের অবিরাম মর্ম্মরধ্বনি, শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিলে সংসারের যাবতীয় ব্যাপার স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া, মহিমাময় বিরাটপুরুষের করুণার কথায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়।

নির্জ্জন বিটপীতলে রজনী যাপন, প্রভাতকালে বিহঙ্গমের বৈতালিক গানে নিদ্রাভঙ্গ, বনজাত ফলমূলে উদর পূরণ, অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া নির্ঝরের জলপান অভ্যাস করিলে বিষয়াসক্তি দূরীভূত হইয়া যায়। বিষয়ে অনাসক্ত ব্যক্তির চিত্ত স্বতঃই ঈশ্বরাভিমুখে ধাবিত হয়। কিশলয়সমন্বিত পাদপ-নিচয় পরিশোভিত গিরিশিখর, চিরকলনাদিনী যদৃচ্ছাগামিনী নির্ঝরিণী, শস্যশ্যামল রমণীয় দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র,

অরণ্যপ্রদেশের স্নিগ্ধগম্ভীর অনির্ব্বচনীয় শোভা, মন্থরগতি ক্ষীণ-কায়া গিরিনদীর নির্ম্মল প্রবাহ প্রভৃতি হৃদয়মোহকারী দৃশ্যরাজি অবলোকন করিতে করিতে অন্তঃকরণে এক অভূতপূর্ব্ব, স্বর্গীয়, শান্তিময় ভাবাবেশ হয় ; তখন জানিতে কৌতূহল হয়, প্রকৃতি-দেবীর এই অতুলনীয় কমনীয় মূর্ত্তির সৃষ্টিকর্ত্তা কে ? কবি লিখিয়াছেন,

"বল গো শোভনে অয়ি প্রকৃতি সুন্দরী !
কে রচিল তোমার এ কান্তি সুখকরী ?
কোথা সে রচয়িতা সর্ব্বগুণাধার ?
কোথা গেলে পাব আমি দরশন তাঁর ?
তাঁর কৃপা সিন্ধুনীরে হয়েছি মগন,
মিলিবে কি ক'রে সেই অমূল্য রতন ?"

সেই পরমপিতা বিশ্বরচয়িতার অপার করুণা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলে, ভীষণ পাষণ্ড নাস্তিকেরও কঠিন অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইয়া ধীরে ধীরে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিরসের সংমিশ্রণে প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তখন মঙ্গলময় পরম কারুণিক বিশ্বনাথের চরণোদ্দেশে মস্তক স্বতঃই অবনত হইয়া আসে। এবং মর্ম্মস্থলে যে অপরূপ সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হয়, যে স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা অতীব বিচিত্র, ও হৃদয় উন্মাদকারী ; যে পবিত্র আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হয়, তাহা সর্ব্বত্যাগী উদাসীনগণেরও বাঞ্ছনীয়। অকিঞ্চিৎকর সংসারসুখের উপাদানসমূহ সেই

আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করিতে পারে না ; সেই স্পন্দন প্রশমিত করিতে পারে না। প্রত্যুত সংসারসুখে বিতৃষ্ণ হইয়া, পরমার্থ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে প্রেরণা আইসে। দেবতার গুণকীর্ত্তন ব্যতীত এবং দেবারাধনা ব্যতীত কিছুতেই হৃদয় প্রকৃতিস্থ হয় না। দেবালয়ের শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি ব্যতীত কোনও সঙ্গীত, মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া মর্ম্মবাণীর সহিত একতান হইতে পারে না ; সেই অপার্থিব আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করতঃ পরমানন্দ দান করিতে পারে না।

সেই সময় সুকৃতিবলে দেবপ্রতিমার সম্মুখীন হইতে পারিলে, নয়নের অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হইয়া গিয়া, মানস নয়নে দেবতার অন্তর্নিহিত স্বরূপ দেখিবার সৌভাগ্য ও অধিকার জন্মে। অনতিকালমধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ বা স্ব স্ব ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয়। সেই কমনীয়রূপ মানসনয়নের গোচর হইবামাত্র সংসারবন্ধন শিথিল হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বাসনা, সংসারচিন্তা, উদ্বেগ, অসূয়া, হিংসা প্রভৃতি দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তিগুলির কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যায়।

তীর্থস্থানে দেবদর্শন মনুষ্যত্ব ও পরমার্থ লাভের প্রধান সহায়। ঘরে বসিয়া পরমার্থচিন্তার বহু ব্যাঘাত আছে। সংসার চিন্তা হইতে অব্যাহতি লইয়া, নির্জ্জনস্থানে গমন করতঃ, পরমার্থ চিন্তার সুবিধা করিয়া লওয়াই তীর্থযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য। তীর্থস্থানে সাধু সন্ন্যাসী দিগের দর্শন সহজলভ্য। তাঁহাদের

সহিত সদালাপে, তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণে ভগবদ্ভক্তি আপনা হইতে উদয় হয়। দেবস্থানে পারমার্থিক চিন্তার যেরূপ সুন্দর সুবিধা হয় তেমন আর কোথাও হয় না। সেই জন্য হিন্দুগণ সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, অন্তিমে যোগ্যব্যক্তির উপর সংসারভার অর্পণ করতঃ, আত্মীয়স্বজন ও বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থ-পর্য্যটনের সৌভাগ্য লাভ করিবার আশীর্ব্বাদ, দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

দেশ-ভ্রমণের অনেক পুস্তক থাকা সত্ত্বেও আমার এই পুস্তক লিখিবার উদ্দেশ্য, তীর্থ-পর্য্যটন উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীর একাংশ আলোচনা করা।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, আর্য্যাবর্ত্তে কোথাও কোথাও বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়, কিন্তু দ্রাবিড়ে, যেখানে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী প্রভৃতি নদী আছে, যাঁহারা ঐ সকল নদীর জল পান করেন, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্ত হন। দক্ষিণা-পথে ভক্তসংখ্যা যেরূপ অধিক, তীর্থসংখ্যা ও তদ্রূপ। যে নয়টী নদী বিষ্ণু পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গোদাবরী, রেবা (নর্ম্মদা), গৌতমী গঙ্গা, কৃষ্ণা, কাবেরী, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী এই সাতটী দক্ষিণদেশস্থা। জলশুদ্ধির মন্ত্রে গোদাবরী, নর্ম্মদা ও কাবেরীর নাম উল্লেখ আছে।

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান ঋক্ষপর্ব্বতঃ
বিন্ধ্যশ্চ পরিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ"

দক্ষিণ প্রদেশকে বেষ্টন করিয়া আছে। মহর্ষি মাণ্ডকর্ণি পঞ্চ

অপ্সরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া এই দক্ষিণদেশের পঞ্চাপ্সর নামক সরোবরে অবস্থান করিতেন। এই দক্ষিণাপথের দণ্ডকারণ্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থে চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন, এই প্রদেশের অনেক স্থান তাঁহার পদধূলিতে তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। এই অরণ্যের ভিতর বিখ্যাত পঞ্চবটী বন। এই বনে রামানুজ লক্ষণ সূর্পনখার নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন। দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণে পরম রমণীয় পম্পা সরোবর এবং ঋষ্যমুখ পর্ব্বত। এই স্থানে রঘুনাথ জনকনন্দিনীর উদ্ধারের জন্য সুগ্রীব ও হনুমানের সহিত মিলিত হন।

শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুগণের ধারণা এই যে, দক্ষিণাপথের মলয়পর্ব্বতোপরি মহর্ষি অগস্ত্য এখনও ঈশ্বর আরাধনায় জীবনযাপন করিতেছেন। আধুনিক মনীষিগণ স্থির করিয়াছেন যে, মহর্ষি অগস্ত্যই দক্ষিণভারতে আর্য্যসভ্যতার প্রবেশপথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

মহাকবি কালিদাস তাঁহার অমৃতময়ী লেখনীমুখে দক্ষিণ সমুদ্রের শোভা বর্ণনা করিয়াছেন। গোদাবরী প্রভৃতি নদীর তীরস্থ কাননশোভা অনির্ব্বচনীয় ও মনোমুগ্ধকর। এই দক্ষিণা পথেই কেরলদেশ বা পরশুরাম ক্ষেত্র; ভগবান পরশুরাম, কেরলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যভূমি ত্রিচূড়ে বাস করিয়া শিবালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রদেশে শিবাবতার ভগবান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত করিয়া হিন্দু

ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই প্রদেশেই শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া বিষ্ণুপূজার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন।

দক্ষিণ প্রদেশে সর্ব্বত্রই শিবপূজা প্রচলিত, সুতরাং শিব-মন্দিরের আধিক্য দৃষ্ট হয়। ভগবান আশুতোষ, কুম্ভকোণম্ এ 'কুম্ভেশ্বর,' মাদুরায় 'সুন্দরেশ্বর,' তাঞ্জোরে 'বৃদ্ধেশ্বর,' তিরুভেলারে 'অচলেশ্বর,' তিনভেলীতে 'বংশেশ্বর,' এবং গোকর্ণে 'মহাবালেশ্বর,' রূপে অবস্থান করিতেছেন। এই দক্ষিণদেশে দ্বাদশটী অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে, 'মল্লিকার্জ্জুন' নামক মহাদেব কৃষ্ণানদীতীরে শ্রীশৈলে, 'ওঁকারেশ্বর' নামক মহাদেব নর্ম্মদা নদীতীরে মান্ধাতায়, 'ত্র্যম্বকেশ্বর' নামক মহাদেব গোদাবরী নদী তীরে ত্র্যম্বকে এবং 'রামেশ্বর' নামক মহাদেব সেতুবন্ধ রামেশ্বরে অধিষ্ঠিত আছেন। এই দক্ষিণাপথে ভগবান ভবানীপতি কৃত্তিবাস পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তিতে বিরাজমান। কাঞ্চীপুরে ক্ষিতিমূর্ত্তি, কলহস্তীতে বায়ুমূর্ত্তি, চিদাম্বরম্ এ ব্যোমমূর্ত্তি, শ্রীরঙ্গম্‌নগরে অপমূর্ত্তি, এবং তিরুবন্নমলয়ে তেজোমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এই দক্ষিণদেশে হরপার্ব্বতী আত্মজ দেবসেনাপতি ষড়ানন, স্কন্দক্ষেত্রে সুব্রহ্মণ্যস্বামী বা কুমারস্বামীরূপে বিরাজ করিতেছেন।

ভগবান রেবতীরমণ বলদেব এই দক্ষিণদেশের ৩২টী তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; সেই সকল তীর্থ এখনও বর্ত্তমান আছে। এই প্রদেশে চতুরানন ব্রহ্মার মন্দির আছে এবং

পূজাও হইয়া থাকে। এই প্রদেশে ভগবান শ্রীপতি ও উমা-পতি, উভয়ের সম্মিলিতমূর্ত্তিতে শঙ্করনারায়ণ ও হরিহররূপে বিরাজিত আছেন।

শ্রীনন্দনন্দন বনমালী শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিভুজ বালগোপাল মূর্ত্তিতে উড়ুপীনগরে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক স্থাপিত মন্দির উজ্জ্বল করিতেছেন। ভগবান কমলাপতি, অনন্তশয্যায় শয়ান শ্রীরঙ্গনাথ মূর্ত্তিতে শ্রীরঙ্গধামের এবং অনন্তপদ্মনাভরূপে ত্রিবঙ্কুররাজ্যের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। ভক্তবৎসল নারায়ণ, এই দক্ষিণদেশের পয়স্বিনীনদীতীরে আদিকেশব মূর্ত্তিতে, ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে শ্রীজনার্দ্দনরূপে, পান্ধার পুরে বিঠোবা মূর্ত্তিতে, কাঞ্চীপুরে শ্রীবরদা রাজরূপে, এবং তিরুমালায় ব্যঙ্কটেশ্বররূপে অধিষ্ঠান করিয়া ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন।

জগজ্জননী হৈমবতী, এই দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকুলে বোম্বাই সহরে মুম্বাদেবীরূপে; দক্ষিণ প্রান্তভাগে কুমারী মূর্ত্তিতে বিরাজ করিয়া অধম সন্তানগণের দুর্গতিনাশ করিতেছেন। গোদাবরী সাগরসঙ্গমে গণেশজননী, কমলে-কামিনীরূপে শ্রীমন্ত সদাগরকে দর্শন দিয়াছিলেন।

তীর্থ-পর্য্যটন এবং তীর্থকথা আলোচনা করার প্রবৃত্তি হিন্দুর স্বভাব সিদ্ধ। সাধারণ মানবের তীর্থভ্রমণ কাহিনী পাঠ করিলে যে জ্ঞান ও আনন্দলাভ হয় মহাপ্রভুর তীর্থযাত্রা বিবরণ পাঠ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞান ও আনন্দ লাভ ত হইবেই,

অধিকন্তু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসন্তানগণের নিকট ঐ বিবরণ বিশেষ-রূপে আদরণীয় হওয়া সম্ভব। মহাপ্রভু তীর্থযাত্রার ব্যপদেশে কিরূপে তীর্থযাত্রা করিতে হয়, কিরূপে দেবদর্শন করিতে হয় জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পদ্ধতি অনুসরণ করিলে, তাঁহার শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া, শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করতঃ তীর্থযাত্রা করিলে, তীর্থ দর্শন ও দেবদর্শন সার্থক হইবে এরূপ আশাকরা অসঙ্গত নয়।

তীর্থ বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছায় আমি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বিবৃত শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ বিবরণ অনুসরণ করিয়া এবং Imperial Gazetteer of India এবং অন্যান্য পুস্তক হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ রচনা করিয়াছি। সুধীগণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইব এরূপ সৌভাগ্য কিম্বা বিদ্যাবুদ্ধিও আমার নাই। কিন্তু যদি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কাহারও সামান্য মাত্র সুবিধা বা উপকার হয়, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বিবেচনা করিব। পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক অপরাধ ও ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া এই পুস্তকের ভ্রমপ্রমাদগুলি আমার গোচর করিলে আমি চিরকৃতজ্ঞ ও পরম অনুগৃহীত হইব।

৯ নং উল্টাডাঙ্গা মেন রোড,
কলিকাতা।
শ্রীচারুচন্দ্র শ্রীমাণী।
২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ সাল।

সূচীপত্র

শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তীর্থ-পর্য্যটন

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৩২ শকের (১৫১০ খৃষ্টাব্দের) বৈশাখ মাসের প্রথমে দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন। তিনি তাঁহার আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ভক্তগণকে নিকটে আনাইয়া, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া হস্ত ধারণপূর্ব্বক বিনয়-নম্র-বচনে বলিলেন, "তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম, প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু তোমাদিগকে ছাড়িতে পারিনা। তোমরা আমার প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছ। তোমাদের কৃপায় আমার জগন্নাথ দর্শন হইয়াছে। অধুনা আমি তোমাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে তোমরা সকলে আমাকে দক্ষিণ দেশে যাইতে অনুমতি প্রদান কর। অগ্রজ বিশ্বরূপের অনুসন্ধান করিবার জন্য আমি কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একাকী দক্ষিণ দেশে গমন করিব। যতদিন পর্য্যন্ত আমি তীর্থ পর্য্যটন সমাপন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন না করি ততদিন তোমরা নীলাচলে অবস্থান কর।" এই কথা শুনিয়া ভক্তমণ্ডলী অতীব দুঃখিত

হইলেন। তাহাদের মুখ শুখাইয়া গেল, মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। কেহ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না; সকলে বিষণ্ণবদনে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে নিত্যানন্দপ্রভু বলিলেন, "ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? তুমি একাকী যাইবে ইহা কেহই সহ্য করিতে পারিবে না। তোমার যাহাকে ইচ্ছা এমন দু একজন লোক তোমার সঙ্গে চলুক। আমি দক্ষিণ প্রদেশের তীর্থ সকল পর্য্যটন করিয়াছি; তীর্থপথ বিশেষরূপই অবগত আছি। প্রভু! যদি তুমি অনুমতি কর তাহা হইলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" প্রভু বলিলেন, "তুমি সুত্রধার, আমি নর্ত্তক। তুমি আমাকে যেমন নাচাও আমি তেমনি নাচি। সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমি শ্রীবৃন্দাবনধামাভিমুখে চলিলাম, তুমি আমাকে ভুলাইয়া অদ্বৈত-ভবনে লইয়া যাইলে। নীলাচল পথে, তুমি আমার সন্ন্যাস-আশ্রমের চিহ্ন দণ্ডগাছটী ভাঙ্গিয়া দিলে। তোমাদের অকৃত্রিম স্নেহে আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম নিষ্ফল হইতেছে। জগদানন্দ আমাকে বিষয়ীর ন্যায় বিষয় ভোগ করাইতে চায়; তার ভয়ে আমি তাহার বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারি না; যা বলে তাই করি। আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতে শীতকালে তিনবার স্নান করি, ভূতলে শয়ন করি বলিয়া মুকুন্দ কোন প্রতিবাদ না করিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে বিষণ্ণবদনে কালাতিপাত করে। তাহার দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়। আমি সন্ন্যাসী; দামোদর ব্রহ্মচারী লোকমত গ্রাহ্য করে না। আমাকে

বিন্দুমাত্র ন্যায়পথভ্রষ্ট, সন্ন্যাসধর্ম্মচ্যুত হইতে দেখিলে দামোদর আমাকে শাসন করে। তোমাদের ভালবাসা আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ভ্রাতৃগণ! তোমরা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নীলাচলে অবস্থান কর, আমি একাকী তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসি।”

নিত্যানন্দপ্রভু, জগদানন্দপণ্ডিত, মুকুন্দ ও দামোদর এই চারিজন তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য কত অনুনয় বিনয়, সাধ্য-সাধনা করিলেন কিন্তু প্রভু কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তখন অনেক বাদানুবাদের পর, অনন্যোপায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ-প্রভুর অনুরোধে কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণ-কুমারকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন। সকলের সঙ্গে প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে গমন করিলেন; এবং তাঁহার নিকট দক্ষিণাপথে তীর্থ-যাত্রার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। প্রভুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহোদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রভুর চরণযুগল ধারণ কারিয়া গলদশ্রুনয়নে গদগদবচনে বলিতে লাগিলেন, “পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে তোমার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলাম; এখন বিধাতা আমার উপর বিরূপ হইয়া তোমার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিলেন। মাথায় বজ্রাঘাত হইয়া যদি পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহা অনায়াসে সহ্য করিতে পারি কিন্তু তোমার বিচ্ছেদজ্বালা একেবারে অসহ্য। যখন তুমি সঙ্কল্প করিয়াছ তখন তুমি যাইবেই যাইবে; কেহ তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। তবে আমার বিনীত নিবেদন এই যে দয়া করিয়া আরও দিন

কয়েক এইস্থানে অবস্থান কর, আমরা মনের সাধ মিটাইয়া প্রাণভরিয়া তোমার চরণকমল সন্দর্শন করি।" শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া সেইস্থানে তিন চারিদিন অতিবাহিত করিলেন। প্রভু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট তীর্থযাত্রা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; নিরুপায় ভট্টাচার্য্য আর থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে সাহস করিলেন না; বিদায় দিতে সম্মত হইলেন।

সকলে মিলিয়া প্রভুর সহিত জগন্নাথ মন্দিরে আগমন করিলেন। নীলাচলনাথ দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পূজারী প্রভুকে মালাপ্রসাদ আনিয়া দিল। আজ্ঞামালা পাইয়া প্রভু ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও অন্যান্য নিজগণের সহিত জগন্নাথ দেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া ও ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সহর্ষে দক্ষিণাপথ তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন।

সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর সহিত সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে তিনি প্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন, "আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিও। গোদাবরী নদী তীরে বিদ্যানগরে উৎকল রাজ-প্রতিনিধি রাজা রামানন্দ রায় বাস করেন। তিনি তোমার উপযুক্ত সহচর; তাঁহার ন্যায় রসিক ভক্ত পৃথিবীতে আর নাই। আমি তাঁহার উচ্চঅঙ্গের ধর্ম্মভাব বুঝিতে না পারিয়া, অজ্ঞানতা বশতঃ সময়ে সময়ে তাঁহাকে পরিহাস করিয়াছিলাম। তোমার কৃপায় আমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে; তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করিও, প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিবে।” শ্রীচৈতন্যদেব রাজা রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন অঙ্গীকার করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিদায় দিবার জন্য আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ঘরে বসিয়া কৃষ্ণ আরাধনা করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি তোমার প্রসাদে তীর্থ ভ্রমণ সমাপন করিয়া নিরাপদে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি।” এই বলিয়া মহাপ্রভু দ্রুত পাদবিক্ষেপে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মূর্চ্ছা অপনোদন করিয়া, তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া, জনৈক ভক্ত সমভিব্যাহারে তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। ইত্যবসরে গোপীনাথ বস্ত্র প্রসাদ লইয়া আগমন করিলেন।

গোপীনাথ ও নিত্যানন্দাদি চারিজনের সহিত মহাপ্রভু আলালনাথে উপস্থিত হইলেন। পুরীর চারি ক্রোশ দক্ষিণে আলালনাথের মন্দির। প্রভু আলালনাথকে প্রণাম ও বন্দনা করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেস্থান জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। লোকারণ্যের ভিতর জ্ঞানহারা গৌরহরি হরিবোল হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতেছেন; তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ বর্ণ, পরিধানে অরুণ বসন, পুলক, অশ্রু, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন। যে আসে তাহার আর বাটী

ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হয় না। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে প্রেম তরঙ্গে ভাসমান হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন কাল অতীত হইয়া গেল কিন্তু জনতার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না দেখিয়া নিত্যানন্দ গোসাঞি বলপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে স্নানাহারার্থ লইয়া গেলেন। গোপীনাথ দুই প্রভুকে পরিতোষে আহার করাইলেন। প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সকলে মিলিয়া গ্রহণ করিল।

এদিকে জনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সকলে ঘন-ঘন হরিধ্বনি করিতে লাগিল। তখন মহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দ্বার উন্মোচন করিয়া বাহিরে আসিলেন। সকলে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। রাত্রে কেহ নিদ্রা গেল না; কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে রজনী অতিবাহিত হইল। প্রভু প্রত্যূষে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন। অনেকে গৌর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল; কিন্তু গৌরহরি সেদিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। ভক্তগণের বিরহে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, কিন্তু তিনি শোকাবেগ সংবরণ করিয়া প্রেমাবেশে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মত্তসিংহের ন্যায় সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণদাস পাত্র-বস্ত্র লইয়া তাঁহার অনুগমন করিল। ভক্তগণ সেদিন উপবাসী থাকিয়া পরদিন দুঃখিতান্তঃকরণে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

"কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! পাহিমাম্॥
রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রক্ষমাম্।
কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! পাহিমাম্॥"

এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

আলালনাথ হইতে নিমাইচাঁদ কূর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। কূর্ম্মবিগ্রহ দেখিয়া প্রণাম করিয়া স্তুতি করিলেন। কখনও হাসিতে হাসিতে, কখনও কাঁদিতে কাঁদিতে নৃত্যগীত করিতেছেন দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন, সকলে মোহিত হইয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। কূর্ম্মদেবের সেবকেরা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। কূর্ম্মনামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজালয়ে লইয়া গেলেন। তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিয়া পরিবারস্থ সকলে সেই পাদোদক পান করিলেন। পরে তাঁহাকে পরম পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া তাঁহার প্রসাদাবশেষ সপরিবারে গ্রহণ করিলেন। প্রভু সেই স্থানেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন করিয়া প্রয়াণ করিলেন। কূর্ম্ম তাঁহার অনুসরণ করিয়া অনেক দূর গমন করিলেন। পরিশেষে

মহাপ্রভু কূর্ম্মকে গৃহে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইবার উপদেশ দিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠরোগগ্রস্থ সদাশয় ব্রাহ্মণ গৌর-হরির প্রস্থানের পর, কূর্ম্ম-গৃহে প্রভু অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনার্থ কূর্ম্মের গৃহে আগমন করিলেন। প্রভু চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় গৌরহরি অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর স্পর্শে বাসুদেবের সকল দুঃখ দূর হইল, তাহার দুরারোগ্য ব্যাধি অন্তর্হিত হইল। বাসুদেব নিরাময় হইয়া মনোহর কলেবর প্রাপ্ত হইলেন। প্রভুর কৃপা দেখিয়া বাসুদেব বিস্মিত হইয়া প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন।

"মোরে দেখি, মোর গন্ধে পলায় পামর
হেন মোরে স্পর্শ তুমি, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥"

প্রভু তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তুমি নিরন্তর কৃষ্ণ নাম কর; কৃষ্ণনাম লইতে উপদেশ দিয়া জীবের উদ্ধার সাধন কর। অচিরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তোমায় দয়া করিবেন; তোমার কখনও অভিমান জন্মিবে না।" এই বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কূর্ম্ম ও বাসুদেব দুইজনে পরস্পরের গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে কিছুদিন পরে 'জিয়ড়' নৃসিংহ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। নৃসিংহমূর্ত্তি দেখিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া

"শ্রীনৃসিংহ জয়, নৃসিংহ জয়, জয় নৃসিংহ
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মমুখ পদ্মভৃঙ্গ ॥"

বলিয়া স্তুতি করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যগীত শেষ হইলে নৃসিংহসেবক মালাপ্রসাদ আনিয়া দিল। এখানেও এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া রজনী যাপন করিলেন। প্রেমাবেশে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিতে চলিতে, সকলকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে করিতে, গোদাবরী নদী তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

গোদাবরীতীর ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ সমূহে সমাচ্ছন্ন। সেই অপূর্ব্ব শোভাশালী বন ও নদী দেখিয়া যমুনা তীরস্থ বৃন্দাবন বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইল। বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নাচিতে নাচিতে গান করিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইলে গোদাবরীর অপর পারে গিয়া স্নান করিলেন। স্নানের ঘাট হইতে কিছুদূরে যাইয়া উপবেশন করিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাজা রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া বহু সংখ্যক বৈদিক ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে স্নানার্থ সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্নান তর্পণাদি শেষ করিলেন। এই

স্থানের নাম বিদ্যানগর। প্রভু তাঁহাকে দেখিয়াই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নির্দ্দেশমত তাঁহাকে রাজা রামানন্দ রায় বলিয়া চিনিতে পারিলেন, এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন কিন্তু ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন।

রাজা রামানন্দ স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে অনতিদূরে সুবলিত প্রকাণ্ডদেহ এবং কমললোচন এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দশদিক আলো করিয়া বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসী দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু জানেন তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রাজা রামানন্দ রায়?" রায়জী উত্তর করিলেন, "আমিই সেই অধম শূদ্র।" তখন গৌরহরির ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; দ্রুত পাদবিক্ষেপে রাজার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিলেন। উভয়েই প্রেমোন্মত্ত ও আত্মবিস্মৃত। উভয়ের শরীরে স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। আলিঙ্গন-বদ্ধাবস্থায় চৈতন্য হারাইয়া উভয়ে ভূতলে পতিত হইলেন। গৌরহরি বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া রাজা রামানন্দ রায়ের সহচর ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত হইয়া মনে মনে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন, "ব্যাপার কি? ব্রহ্ম সম

তেজোময় এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী একজন বিষয়ী শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন কেন? আর কেনইবা মহারাজ মহা পণ্ডিত ও গাম্ভীর্য্যশালী হইয়াও সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিবামাত্র এরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন?" কিছুতেই ইহার মীমাংসা করিতে পারিলেন না। লোক সমাগম দেখিয়া উভয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, এবং সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তোমার গুণ বর্ণনা করিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমার এখানে আগমন। অনায়াসে তোমার সাক্ষাৎ লাভ হইল বড়ই ভাল হইল।" রাজা উত্তর করিলেন, "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে ভৃত্য জ্ঞান করিয়া বড়ই স্নেহ করেন। আমি তাঁহার কৃপায় তোমার চরণ দর্শন করিলাম; আমার মানবজন্ম সফল হইল। তুমি ঈশ্বর, সাক্ষাৎ নারায়ণ; আমি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম। তুমি ঘৃণা না করিয়া স্পর্শ করিয়া আমার উদ্ধার সাধন করিলে। পরমদয়ালু তুমি পতিত পাবন।" প্রভু বলিলেন, "তুমি ভাগবতোত্তম; আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। তোমার স্পর্শে পবিত্র হইলে আমার কৃষ্ণ প্রেম লাভ হইবে বলিয়া সার্ব্বভৌম দয়া করিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন।"

এইরূপে উভয়ে পরস্পর পরস্পরের স্তুতি করিতে-ছেন, এমন সময়ে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রণাম করিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গৌরচন্দ্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া রামানন্দকে বলিলেন, "তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে আমার বড় অভিলাষ আছে, যেন আবার তোমার দর্শন পাই।" রায় বলিলেন, "যদি এই নরাধমকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছ, তবে দিন কয়েক এখানে থাকিয়া আমার এই চঞ্চল, অপবিত্র মনকে শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া কৃতার্থ কর।" রাজা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন; গৌরহরি সেই ব্রাহ্মণের বাটী গিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনাদি সমাপন করিলেন।

সন্ধ্যা হইল প্রভু স্নান করিয়া রাজার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় রাজা রামানন্দ রায় একমাত্র পরিচারক সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। দুই জনে কথোপকথন আরম্ভ হইল।

প্রভু কহে পড় শ্লোক, সাধ্যের নির্ণয়
রায়কহে **সধর্ম্মাচরণে** বিষ্ণুভক্তি হয়।
প্রভুকহে এহো বাহ্য আগে কহ আর
রায়কহে **কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ** সর্ব্ব সাধ্যসার।
প্রভুকহে এহো বাহ্য আগে কহ আর
রায়কহে **স্বধর্ম্ম ত্যাগ** এই সাধ্যসার।

প্রভুকহে এহো বাহ্য আগে কহ আর
রায়কহে **জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি** সাধ্যসার।
প্রভুকহে এহো বাহ্য আগে কহ আর
রায়কহে **জ্ঞানশূন্য ভক্তি** সাধ্যসার।
প্রভুকহে এহো হয় আগে কহ আর
রায়কহে **প্রেমভক্তি** সর্ব্ব সাধ্য সার।
প্রভুকহে এহো হয় আগে কহ আর
রায়কহে **দাস্য প্রেম** সর্ব্ব সাধ্যসার।
প্রভুকহে এহো হয় আগে কহ আর
রায়কহে **সখ্য প্রেম** সর্ব্ব সাধ্যসার।
প্রভুকহে এহো উত্তম আগে কহ আর
রায়কহে **বাৎসল্য প্রেম** সর্ব্ব সাধ্যসার।
প্রভুকহে এহো উত্তম আগে কহ আর
রায়কহে **কান্ত ভাব** সর্ব্ব সাধ্যসার।
প্রভুকহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।
রায়কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে।
ইহার মধ্যে **রাধার প্রেম** সাধ্য শিরোমণি
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি।

রাজা রামানন্দ রায় রাধাকৃষ্ণ প্রেম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। শুনিয়া শ্রীচৈতন্য রাজাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, প্রেমাবেগে

উভয়ে গলাগলি করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিভাবরী প্রভাতা হইল। বিদায় কালে রাম রায় প্রভুর চরণ ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতে লাগিলেন, “যদি আমাকে কৃপা করিতে এখানে আগমন করিয়াছ, তবে কিছু দিন থাকিয়া আমার দুষ্টমনকে পরিশুদ্ধ করিয়া দাও।” প্রভু কহিলেন, “তোমার গুণ শুনিয়া আমি আসিয়াছিলাম, রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম। দু দশ দিনের কথা কি বলিতেছ, যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমার সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না। নীলাচলে দুইজনে একত্রে থাকিয়া কৃষ্ণকথায় জীবন অতিবাহিত করিব।” উভয়ে নিজ নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যাকালে রাজা রামানন্দ রায় আবার আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। নিভৃতে বসিয়া আনন্দিতচিত্তে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রাজা প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

প্রভুকহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?
রায়কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।
কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি:যার হয় খ্যাতি।
সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।
দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?
কৃষ্ণভক্তি-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর।

মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি ?
কৃষ্ণপ্রেম সাধে সেই মুক্ত শিরোমণি।
গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম ?
রাধাকৃষ্ণের প্রেম কেলি যে গীতের মর্ম্ম।
শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ?
কৃষ্ণনাম-গুণলীলা প্রধান স্মরণ।
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যান সবার প্রধান।
সর্ব্বত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস ?
শ্রীবৃন্দাবন-ভূমি যাঁহা নিত্য লীলা রাস।
শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-কেলি কর্ণ রসায়ন।
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম।
মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার স্থিতি ?
স্থাবর দেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি।
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে।
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্।

এইরূপে কৃষ্ণ কথায়, নৃত্যগীত, রোদনে রাত্রি শেষ হইল। প্রাতঃকালে উভয়ে নিজ নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

একদিন রাজা রামানন্দ প্রভুপদ ধরিয়া নিবেদন করিলেন, "এই কয়দিনে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব কত তত্ত্বই আমার চিত্তে প্রকাশ করিলে। আমি দেখিতে পাই যেন তুমি বংশীবদন শ্যামসুন্দর রূপে, ভাবময় কমল-নয়নে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছ।" গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন, "রাধাকৃষ্ণে তোমার কিনা প্রগাঢ় প্রেম, সেইজন্য এইরূপ দেখিতেছ।" রায় বলিলেন, "প্রভু, তুমি ভারি ভুরি ছাড়িয়া দাও, আমি সব বুঝিয়াছি। শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া গূঢ়রূপে প্রেম-রস আস্বাদন করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। স্ব ইচ্ছায় আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য এখানে আসিয়াছ, এখন ছলনা করিতেছ কেন?" প্রভু রামানন্দের কথায় হাসিয়া তাঁহাকে একাধারে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও বিরাট ভাব মিশ্রিত অপরূপ রূপ দেখাইলেন। রূপ দেখিয়া রাজা রামানন্দ রায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

এইরূপে প্রভু রামানন্দ সঙ্গে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে, নিগূঢ় ব্রজের রস লীলা বিচারে, পরমানন্দে দশদিন কাটাইলেন। অবশেষে বিদায়ের দিন উপস্থিত হইল। বিদায়কালে প্রভু বলিলেন, "তুমি বিষয়ভোগ ছাড়িয়া নীলাচলে চল। আমিও তীর্থ পর্য্যটন সমাপন করিয়া শীঘ্রই সেখানে তোমার সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণকথা রঙ্গে সুখে কাল কাটাইব।"

এই বলিয়া প্রভু রামানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব রাজা রামানন্দ রায়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে নিজালয়ে পাঠাইয়া দিয়া শয়ন করিলেন। প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, নিকটস্থ হনুমানজীর মন্দিরে গমন করিয়া মহাবীর পবনাত্মজকে প্রণাম করিয়া প্রব্রজ্যায় বহির্গত হইলেন।

বিদ্যানগরে নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিত। প্রভুর সহিত যাহার যাহার সাক্ষাৎ হইল, সকলে নিজ নিজ ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর অনুমোদিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। রাজা রামানন্দ প্রভুর বিরহে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তদ্গতচিত্তে প্রভুর ধ্যান করিতে করিতে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

প্রভু রামানন্দ রায়ের নিকট কৃষ্ণলীলামৃতরস আস্বাদন করিয়াছিলেন; যাঁহারা প্রভুকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই রস আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হন নাই। সকলেই কৃষ্ণ উপাসক হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

প্রভু—"রাম রাঘব! রাম রাঘব! রাম রাঘব পাহিমাম।
কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব রক্ষমাম্॥"

এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রয়াণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তীর্থ-পর্য্যটন

বিদ্যানগর হইতে প্রস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব গৌতমী-গঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে আসিলেন; সেস্থানে দাসরাম মহাদেব দর্শন করিলেন। আহোবল নগরে গমন করিয়া শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রণতি ও স্তুতি করিলেন। সিদ্ধবট যাইয়া সীতাপতি রঘুনাথমূর্ত্তি দেখিয়া প্রণতি ও স্তুতি করিলেন। সিদ্ধবটে এক বিপ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই বিপ্র নিরন্তর কেবল রামনাম করিতেন। রামনাম ভিন্ন অন্য নাম মুখে আনিতেন না। সেইদিন তথায় ভিক্ষা করিয়া, সেই ব্রাহ্মণকে কৃপা করিয়া, গৌরহরি প্রভাতে সেইস্থান ত্যাগ করিয়া স্কন্দক্ষেত্রতীর্থের দিকে অগ্রসর হইলেন। স্কন্দক্ষেত্রে কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি এবং ত্রিমঠে ত্রিবিক্রম বামন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, সিদ্ধবটে সেই পরিচিত বিপ্রের আলয়ে পুনরায় গমন করিয়া দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ এক্ষণে আজন্মঅভ্যস্ত রামনাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম লইতেছেন। মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ব্বে তুমি অবিরত রামনাম লইতে, এখন কেন কৃষ্ণনাম লইতেছ?" বিপ্র উত্তর করিল, "ইহা তোমার দর্শনের ফল। আমার বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণের অভ্যাস ঘুচিয়া গিয়া তোমার অনুকরণে কৃষ্ণনাম লওয়া অভ্যাস হইয়াছে।" এই

বলিয়া বিপ্র প্রভুকে প্রণাম করিল; প্রভুও তাহাকে কৃপা করিয়া বৃদ্ধকাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বৃদ্ধকাশীতে আগমন করিয়া শিব দর্শন, প্রণাম ও স্তবাদি শেষ করিয়া, তন্নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে গিয়া একটী ব্রাহ্মণ বাটীতে আতিথ্যগ্রহণ ও বিশ্রাম করিলেন। প্রভু একজন পরম বৈষ্ণব, ইহা জানিতে পারিয়া জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য ও তাহার শিষ্যগণ, প্রভুকে অপদস্ত করিবার জন্য একটী পাত্রে অপবিত্র অন্ন লইয়া আসিয়া, প্রভুর সম্মুখে বিষ্ণু-প্রসাদ বলিয়া রক্ষা করিল। অকস্মাৎ এক বৃহদাকার বিহঙ্গম আসিয়া সেই অন্নপূর্ণ পাত্রটী চঞ্চুপুটে লইয়া উড্ডীয়মান হইল। সেই অপবিত্র অন্নগুলি শিষ্যদিগের মস্তকে পতিত হইল; এবং সেই থালা খানি তির্য্যকভাবে বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় পতিত হওয়ায় বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তক কাটিয়া গেল; আচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শিষ্যগণ হাহাকার করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যচরণে স্মরণ লইল। প্রভু সকলকে আচার্য্য-দেবের কর্ণে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পরামর্শ দিলেন। নামের এমনি মহিমা যে, শিষ্যগণ আচার্য্যের কর্ণে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিবামাত্র বৌদ্ধাচার্য্য চেতনা প্রাপ্ত হইলেন এবং গাত্রোত্থান করিয়া 'হরি' 'হরি' বলিতে লাগিলেন। বৌদ্ধাচার্য্য, প্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া বিনয়পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিতেছেন দেখিয়া উপস্থিত জনসাধারণ বিস্মিত হইল।

সেইস্থান হইতে মহাপ্রভু ত্রিপদী ত্রিমল্লে আসিয়া চতুর্ভুজ

বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করেন। তথা হইতে বেঙ্কটারে পরিভ্রমণ করিয়া, ত্রিপদী আসিয়া শ্রীরাম রঘুনাথ দর্শন, প্রণাম ও স্তবন করিয়া, দয়াময় প্রভু পানানরসিংহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রেমাবেশে শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন, প্রণতি ও স্তুতি করিয়া সমাগত যাবতীয় লোককে চমৎকৃত করিলেন। তারপর প্রভু

শিবকাঞ্চীতে—শিব
বিষ্ণু কাঞ্চীতে—লক্ষ্মীনারায়ণ
ত্রিমল্ল
ত্রিকালহস্তিতে—মহাদেব
পক্ষতীর্থে—শিব
বৃদ্ধকোলতীর্থে—শ্বেতবরাহ
পিতাম্বরে—শিব
শিয়ালীতে—ভৈরবী দেবী
কাবেরী-তীরে—গোসমাজশিব
বেদাবনে—অমৃতলিঙ্গ শিব
দেবস্থানে—বিষ্ণু ; শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তীর্থ
কুম্ভকর্ণ কপালের সরোবর
শিবক্ষেত্রে—শিব
পাপনাসনে—বিষ্ণু

প্রভৃতি নানা তীর্থে নানারূপ দেবতা দর্শন, প্রণাম ও বন্দনা করিয়া অবশেষে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন।

কাবেরী নদীতীরে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির। কাবেরী নদীতে

স্নান করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিলেন। প্রণাম ও বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার ভাবাবেশে নৃত্য দর্শন করিয়া এবং হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আপামর জনসাধারণ চমৎকৃত হইল।

বেঙ্কটভট্ট নামে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত এক ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। প্রভুর মধ্যাহ্নভোজনাদি শেষ হইলে বেঙ্কট নিবেদন করিলেন, "প্রভু, চাতুর্ম্মাস্য* উপস্থিত হইয়াছে। আপনি কৃপা করিয়া এই চারিমাস আমার ভবনে অবস্থান করিয়া, কৃষ্ণকথা কহিয়া আমাকে নিস্তার করুন।" প্রভু বেঙ্কটের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া চারিমাস তথায় অতিবাহিত করিলেন।

এই চারিমাস, প্রভু প্রত্যহ কাবেরীনদীতে স্নান করিয়া, শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন ও তাঁহার সম্মুখে নর্ত্তনকীর্ত্তন করিয়া পরম সুখে কৃষ্ণকথা কহিয়া কাটাইলেন। তাঁহার সেই দেবদুর্ল্লভ সুকুমার তনু ও অলৌকিক প্রেমচেষ্টার কথা শুনিয়া, দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল এবং তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া সংসার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে লাগিল। দলে দলে

---

* রথযাত্রার পর শুক্লাদ্বাদশী হইতে জগদ্ধাত্রী পূজার পর শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত এই চারিমাসকে চাতুর্ম্মাস্য বলে। এই সময়ে বর্ষাকাল বলিয়া, যতদিন না বর্ষা শেষ হয় ততদিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী পরিব্রাজকেরা তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত না হইয়া একস্থানে কালাতিপাত করেন।

কৃষ্ণভক্ত হইয়া, কৃষ্ণনাম বিনা অন্যনাম মুখে আনিত না। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেকে একদিন করিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইল। কিন্তু যখন চাতুর্ম্মাস্য শেষ হইল, অনেকের তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবার সৌভাগ্য হইল না।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বসিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা আনন্দে ও অভিনিবেশ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন। তাঁহার পাঠ অশুদ্ধ হইত বলিয়া কেহ বা তাঁহাকে নিন্দা করিত, কেহ বা তাঁহাকে উপহাস করিত। ব্রাহ্মণ কাহারও বাক্যে কর্ণপাত করিতেন না। একদিন শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার পাঠ শুনিলেন। পড়িতে পড়িতে ব্রাহ্মণের শরীরে পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইতেছে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় গীতা পাঠে আপনার এত আনন্দ, এত সুখ কিসে হয়?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "মহাশয়, আমি মূর্খ, আমি শব্দার্থ পর্য্যন্ত জানি না; আমি গুরুর আজ্ঞায় গীতা পাঠ করি; শুদ্ধাশুদ্ধ আমার জ্ঞান নাই। কিন্তু আমি যতক্ষণ গীতা পাঠ করি ততক্ষণই দেখিতে পাই যে, নব জলধরশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে বসিয়া, হস্তে অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে হিত উপদেশ দিতেছেন। তাহা দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়, আমি গীতাপাঠ ছাড়িতে পারি না।" "তোমারই গীতা পাঠে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তুমিই গীতার সারমর্ম্ম হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে

পারিয়াছ। তুমি ধন্য।" এই বলিয়া প্রভু ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন।

বেঙ্কট ভট্টের সহিত প্রভুর বন্ধুত্ব হইল। সেই সখ্য ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দুইজনে হাস্য পরিহাস ও কৃষ্ণকথায় কালযাপন করিয়া চারিমাস অতিবাহিত করিলেন। এই রূপে চাতুর্ম্মাস্য অবসান হইলে শ্রীশচীনন্দন প্রণাম করিয়া, শ্রীরঙ্গনাথের নিকট বিদায় লইয়া তীর্থভ্রমণে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন। বেঙ্কট ভট্ট তাঁহার অনুসরণ করিল। প্রভু অনেক বুঝাইয়া বেঙ্কটকে প্রতিনিবৃত্ত করাইয়া, বাটী পাঠাইয়া দিলেন।

তাহার পর গৌরহরি ঋষভ পর্ব্বতে আসিয়া নারায়ণ দর্শন, প্রণাম, অর্চ্চনা ও বন্দনা করিলেন। গৌরহরি জানিতে পারিলেন যে, মাধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম শিষ্য পরমানন্দপুরী, নিকটে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিতেছেন। মহাপ্রভু পুরীগোঁসাঞি এর নিকট গমন করিয়া চরণ বন্দনা করিলেন; পুরীগোঁসাঞি তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। দুইজনে সেই বিপ্রগৃহে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে তিনদিন অতিবাহিত করিবার পর, পুরীগোঁসাঞি বলিলেন যে, তিনি এখান হইতে পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দর্শন করিয়া গঙ্গাস্নানের জন্য গৌড় দেশে গমন করিবেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে পুনর্ব্বার নীলাচলে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "আমিও শীঘ্র সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শন করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। আমার একান্ত অভিলাষ যে আপনার নিকট থাকি। দয়া করিয়া

নীলাচলে আসিবেন।” পরমানন্দপুরী নীলাচলভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং মহাপ্রভু শ্রীশৈলে গমন করিয়া শিবদুর্গা দর্শন করিলেন।

শ্রীশৈল হইতে কামকোষ্ঠী ; কামকোষ্ঠী হইতে দক্ষিণমথুরা আগমন করিলেন। দক্ষিণমথুরা কৃতমালা বা ভেগাই নদী তীরে অবস্থিত। এক রামভক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে মহাপ্রভু কৃতমালায় স্নান করিয়া মধ্যাহ্নে তাহার গৃহে আগমন করিলেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে ; সেবার কোনও আয়োজন করা হয় নাই দেখিয়া প্রভু তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ রামভাবে বিভোর ছিলেন, উত্তর করিলেন, “আমি বনে বাস করি, এখানে রন্ধনের সামগ্রী পাওয়া যায় না, লক্ষ্মণ দূরদেশ হইতে বন্য ফলমূল আহরণ করিতে গিয়াছেন, লইয়া আসিলে সীতাদেবী রন্ধন করিবেন।” মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের উপসনার পদ্ধতি দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে বিপ্র রন্ধন করিয়া, প্রভুর সেবা লইয়া নিজে উপবাসী রহিলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি উপবাস করিতেছ কেন ? আর কেনই বা হা হুতাস করিতেছ ?” ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, “জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণীকে রাক্ষস স্পর্শ করিয়াছে, ইহা আমাকে শুনিতে হইল। এই দুঃখে আমার দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু প্রাণ বহির্গত হইতেছে না। এ শরীর ধারণ করিবার আর আমার ইচ্ছা নাই।” মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,

"চিদানন্দমূর্ত্তি, ঈশ্বরপ্রেয়সী সীতাদেবীকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করা দূরে থাকুক দর্শন করা যায় না। রাবণের আগমন মাত্র সীতাদেবী অন্তর্হিতা হন। রাবণ মায়াসীতা হরণ করিয়াছিল, ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম; তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর।" ব্রাহ্মণ প্রভুর কথায় বিশ্বাস করিয়া, আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আহার করিলেন।

প্রভু কৃতমালায় স্নান করিয়া, দুর্ব্বেসন যাইয়া রঘুনাথমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম বন্দনা করিয়া, ধনুতীর্থে স্নান করিয়া, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শিবদর্শন করিয়া, বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্নে বিপ্র সভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ শুনিতে গেলেন। সে দিন পতিব্রতাউপাখ্যানে রাবণ কর্ত্তৃক মায়াসীতার হরণবিষয় ব্যাখ্যা হইতেছিল। তিনি শুনিলেন যে, জগন্মাতা সতীকুলশিরোমণি, জনকনন্দিনী, শ্রীরামগৃহিণী সীতা, রাবণকে দেখিবামাত্র অগ্নির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। অগ্নিদেব সীতাকে পার্ব্বতীর নিকট রক্ষা করিয়া, রাবণকে মায়াসীতা দ্বারা বঞ্চনা করেন। পরে যখন রঘুনাথ রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিবার জন্য আনয়ন করেন, অগ্নিদেব তখন মায়াসীতা অন্তর্হিত করিয়া সত্যসীতা আনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করেন। প্রভু এই ব্যাখ্যা শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন। সেই দক্ষিণমথুরা নিবাসী রামভক্ত ব্রাহ্মণের কথা স্মরণপথে উদিত হইলে প্রভু তাঁহার জন্য কূর্ম্মপুরাণের ঐ পুরাতন পত্রখানি প্রার্থনা করিয়া লইলেন।

একখানি নূতন পত্র লেখাইয়া সেই পুস্তক মধ্যে রাখাইলেন এবং দক্ষিণমথুরায় ফিরিয়া গিয়া ব্রাহ্মণকে সেই পত্রখানি প্রদান করিলেন। পত্রখানি পাইয়া, বিপ্র গৌরহরির পদযুগল ধারণ করিয়া আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন; সন্ন্যাসীর বেশে আমাকে দর্শন দিয়া আমাকে মহাদুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিলে।" গৌরহরি সেইস্থানে রাত্রি যাপন করিলেন।

তদনন্তর শ্রীগৌরচন্দ্র তাম্রপর্ণী নদীর কূলে কূলে পাণ্ড্যদেশ ভ্রমণ করিলেন। তথা হইতে

নয়ত্রিপদী
চিয়ড়তালা তীর্থে—শ্রীরাম-লক্ষ্মণ
তিলকাঞ্চীতে—শিব
গজেন্দ্র মোক্ষণে—বিষ্ণুমূর্ত্তি
পানাগড়ি তীর্থে—সীতাপতি
চামতাপুরে—শ্রীরাম-লক্ষ্মণ
শ্রীবৈকুণ্ঠে—বিষ্ণু
মলয় পর্ব্বতে—অগস্ত্য
কন্যা কুমারীতে—পার্ব্বতীর কুমারী মূর্ত্তি
আমলকীতলায়—শ্রীরামমূর্ত্তি

দেখিয়া গৌরহরি মল্লারদেশে আগমন করিলেন। এখানে ভট্টমারী নামে এক সম্প্রদায় আছে। তমালকার্ত্তিক দেখিয়া, বাতাপানীতে রঘুনাথ দর্শন করিয়া সেখানে রজনী অতি-

বাহিত করিলেন। এখানে ভট্টমারীরা মহাপ্রভুর সহচর কৃষ্ণদাসকে কামিনী-কাঞ্চনের লোভ দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিনাশ করিলে কৃষ্ণদাস ভট্টমারীদের গৃহে গমন করে। মহাপ্রভু জানিতে পারিয়া, ভট্টমারীদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, অনেক কষ্টে কৃষ্ণদাসকে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার সাধন করিয়া সেই দিনই পয়স্বিনী নদীতীরে চলিয়া যান।

সেই নদীতে স্নান করিয়া, আদিকেশব মন্দিরে কেশব দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে নতি-স্তুতি, নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেমভাব দেখিয়া জনসাধারণ চমৎকৃত হইল এবং প্রভুকে সমাদর করিয়া দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। ভক্তগণের সহিত অনেক কৃষ্ণকথা হইল। পরে তিনি জানিতে পারিলেন যে এখানে 'ব্রহ্মসংহিতা' নামক এক পুঁথি আছে। পুঁথি দেখিতে পাইয়া তিনি অপার আনন্দলাভ করিলেন। বহু যত্ন করিয়া ঐ পুঁথি লেখাইয়া লইলেন। ব্রহ্মসংহিতা একখানি সিদ্ধান্তশাস্ত্র। শ্রীগোবিন্দের মহিমা বুঝিবার এমন দ্বিতীয় গ্রন্থ আর নাই। ইহা যাবতীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অল্পকথায় কোনও শাস্ত্র এরূপ হৃদয়গ্রাহী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। তদনন্তর

ত্রিবঙ্কু রাজ্যে—অনন্ত পদ্মনাভ ও শ্রীজনার্দ্দন
পয়োষ্ণীতে—শঙ্করনারায়ণ
শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত—সিংহারী মঠ

তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে—মৎস্যতীর্থ

ইত্যাদি দর্শন করিলেন।

ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ উদিপী নগরে আসিয়া, উডুপকৃষ্ণ দেখিয়া মহাসুখী হইলেন; এবং প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। উডুপকৃষ্ণ সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী আছে। কোন বণিকের অর্ণবপোত সমুদ্রমধ্যে জলমগ্ন হয়। সেই নৌকায় গোপীচন্দন-মৃত্তিকার মধ্যে পরম রমণীয় গোপালকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রোথিত ছিল। মধ্বাচার্য্যকে স্বপ্নাদেশ হওয়ায়, তিনি উহাকে আনিয়া উদিপী নগরে স্থাপন করিলেন। তত্ত্ববাদীগণ অদ্যাপি তাঁহার সেবা করিতেছেন। মধ্বাচার্য্যের অনুবর্ত্তীগণকে তত্ত্ববাদী বলে। তত্ত্ববাদীগণ প্রভুকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী জ্ঞান করিয়া প্রথমে সম্ভাষণ করেন নাই। পরে তাঁহার প্রেমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব জ্ঞান করিয়া অতি সমাদরে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। গৌরচন্দ্র দেখিলেন, তত্ত্ববাদীগণ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া বিশেষরূপ গর্ব্ব অনুভব করিতেছে। ইহা অবগত হইয়া তাহাদিগের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তত্ত্ববাদীদিগের আচার্য্যকে শাস্ত্রে বুৎপন্ন দেখিয়া, প্রভু অতি দীনভাবে প্রশ্ন করিলেন,

“সাধ্যসাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥”

আচার্য্য উত্তর করিলেন, “বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মফল-

অর্পণ কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন। পঞ্চবিধ মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমনই শ্রেষ্ঠ সাধ্য, শাস্ত্র এই উপদেশ দিতেছে।” প্রভু বলিলেন, “শাস্ত্রের বিধান এই যে, হরিনাম শ্রবণ, কীর্ত্তনই কৃষ্ণপ্রেম-সেবারূপ ফলের পরমসাধন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, পূজা, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম নিবেদন এই নবলক্ষণাভক্তিই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার উপায়। কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ইত্যাদি করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রেম হয়। কৃষ্ণপ্রেমই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠসাধ্য ; পরম পুরুষার্থ। ভক্তগণ কর্ম্ম ও মুক্তি এই দুই বস্তুই পরিত্যাগ করেন। আর, তুমি আমাকে সন্ন্যাসী দেখিয়া, প্রবঞ্চনা করিয়া তাহাকেই সাধ্য-সাধন লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে।” তত্ত্বাচার্য্য প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মনে মনে লজ্জিত হইয়া নিবেদন করিলেন, “আপনি যাহা বলিলেন, বৈষ্ণবের পক্ষে তাহা সুনিশ্চিত সত্য ; তথাপি মধ্বাচার্য্য যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্‌সম্প্রদায়ভুক্ত সকলে তাহাই আচরণ করে।” প্রভু বলিলেন, “কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই ভক্তিধনে বঞ্চিত ; তোমাদের সম্প্রদায়েও আমি সেই লক্ষণ দেখিতেছি। তবে তোমাদের সম্প্রদায়ে একটি বিশেষ গুণ পরিলক্ষিত হইতেছে যে, সত্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তোমরা ঈশ্বর প্রণিধান করিতেছ।”

তাহার পর গৌরহরি ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকুপ, বিশালা গিরিবর্ত্ম, পঞ্চাপ্সরা তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। গোকর্ণ শিব, দ্বৈপায়নী, সুর্পারক তীর্থ দর্শন করিলেন। কোলাপুরে লক্ষ্মী, ক্ষীর ভগবতী,

লাঙ্গগণেশ, চোরাভগবতী দর্শন করিয়া, তথা হইতে গৌরচন্দ্র ভীমা নদীতীরে পাণ্ডুপুরে বিঠ্‌ঠলঠাকুর দেখিয়া পরম আনন্দ পাইলেন। প্রেমাবিষ্ট প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন। এক বিপ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে প্রভু তথায় ভিক্ষা করিতে গিয়া একটী শুভ সংবাদ পাইলেন যে, শ্রীমন্‌মাধবপুরীর শিষ্য, শ্রীরঙ্গপুরী সেই গ্রামে এক বিপ্রে গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। এই সমাচার অবগত হইয়া প্রভু অনতিবিলম্বে শ্রীরঙ্গপুরীর চরণদর্শনার্থ সেই বিপ্রগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। শ্রীরঙ্গপুরী, গৌরের প্রেম, অশ্রু, পুলক, কম্প, ঘর্ম্ম প্রভৃতি সাত্বিক ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে ধারণ করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ উঠ, উঠ; তোমাকে দেখিয়া আমি হৃদয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, আমার ইষ্টদেবের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে। তাহা না হইলে এরূপ প্রেম, এরূপ সাত্বিকভাব অন্যের পক্ষে অসম্ভব।" প্রভুকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া, গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, গলাগলি করিয়া উভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে, প্রভু ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধের বিষয় পুরীগোঁসাঞিকে অবগত করাইলেন। এইরূপে দুইজনে পাঁচ সাত দিন কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। শ্রীরঙ্গপুরী কৌতুক করিয়া প্রভুর জন্মস্থান জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, শ্রীনবদ্বীপধাম তাঁহার জন্মস্থান। এই কথা

শুনিয়া শ্রীরঙ্গপুরী বলিলেন, “পূর্ব্বে আমি শ্রীমাধবপুরীর সহিত নদীয়া নগরীতে গিয়া জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি হইয়া ভিক্ষা করিয়াছিলাম। জগন্নাথের পতিব্রতা স্নেহময়ী ব্রাহ্মণী রন্ধনকার্য্যে অতি নিপুণা ছিলেন। তিনি মূর্ত্তিমতী জগদ্ধাত্রী; অতি বাৎসল্যসহকারে পুত্রের ন্যায় আমাদিগকে আদর করিয়া মোচারঘণ্ট ইত্যাদি আহার করাইয়াছিলেন; তাহার আস্বাদ এখনও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। তাঁহার এক উপযুক্ত পুত্র অতি অল্পবয়সে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম শঙ্করারণ্য। তিনি এই তীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন।” শ্রীরঙ্গপুরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভু বলিলেন, “শঙ্করারণ্য আমার পূর্ব্বাশ্রমের সহোদর ভ্রাতা এবং জগন্নাথ মিশ্র পূর্ব্বাশ্রমের পিতা।”

এইরূপে সম্ভাষণাদির পর শ্রীরঙ্গপুরী দ্বারকা চলিয়া গেলেন। শ্রীগৌরচন্দ্র আরও তিন চার দিন ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিয়া পাণ্ডুপুর পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণবেণ্বা নদীতীরে আগমন করিলেন। তথায় নানা তীর্থ, নানা দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে প্রভু এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার ব্রাহ্মণগণ পরম বৈষ্ণব। একদিন তাঁহারা ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’ নামক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, এমন সময় গৌরহরি তথায় আগমন করিলেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত পাঠ শ্রবণ করিয়া তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। ত্রিভুবনে কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের সমান উপাদেয় পুস্তক আর নাই। যিনি

ভক্তিসহকারে নিরন্তর ঐ পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, কৃষ্ণলীলার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে এবং শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-জ্ঞান লাভ করিবার সাহায্য করিতে এমন পুস্তক আর নাই।

'ব্রহ্ম সংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এই দুইটী পুঁথি যত্নের সহিত সংগ্রহ করিলেন। এই দুইটী গ্রন্থ পাইয়া, তিনি এরূপ পরমানন্দ লাভ করিলেন, যেন মহামূল্য রত্ন লাভ করিয়াছেন।

তারপর তাপী নদীতে স্নান করিয়া মাহিষ্মতীপুরে আসিলেন। নর্ম্মদার তীরে নানা তীর্থ দর্শন করিলেন। ধনুতীর্থ দর্শন করিয়া নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নান করিলেন। তথা হইতে ঋষ্যমুখ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দণ্ডকারণ্যে আসিলেন। তথায় অতিবৃদ্ধ, অতিস্থূল, অতিউচ্চ এক সপ্ততাল বৃক্ষ বিরাজিত ছিল। প্রভু ঐ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিবামাত্র সপ্ততালবৃক্ষ সশরীরে বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। জনসাধারণ ঐ বৃক্ষ অন্তর্হিত হইল দেখিয়া চমৎকৃত হইল এবং সন্ন্যাসীকে রামের অবতার বলিয়া স্থির করিল। প্রভু পম্পা সরোবরে গমন করিয়া স্নান করিলেন। তদনন্তর পঞ্চবটীতে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। নাসিকে ত্র্যম্বক মহাদেব দর্শন করিয়া, ব্রহ্মগিরি হইয়া গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান কুশাবর্ত্তে আগমন করিলেন। সপ্তগোদাবরী ও অন্যান্য বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া বিদ্যানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রামানন্দ রায় প্রভুর আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র সানন্দে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত

করিলেন। প্রভু তাহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া, গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে সুস্থির হইয়া, একত্রে উপবেশন করতঃ নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। প্রভু রামানন্দ রায়ের নিকট তীর্থযাত্রার বিবরণ বিবৃত করিলেন। 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এই দুই গ্রন্থ রামানন্দ রায়কে উপহার দিয়া বলিলেন, "তুমি আমার তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে যে সকল সিদ্ধান্ত আমাকে শুনাইয়াছিলে, এই দুইখানি গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।" রায় পুস্তক পাইয়া সুখী হইলেন এবং প্রভুর সহিত পাঠ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিলেন।

প্রভু আসিয়াছেন, এই কথা গ্রামে গ্রামে প্রচার হইতে না হইতে, দলে দলে লোক তাঁহার দর্শন লাভের আশায়, সেই স্থানে আগমন করিতে লাগিল দেখিয়া, রামানন্দ রায় সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মধ্যাহ্নকালে প্রভুও ভিক্ষা করিবার জন্য উঠিয়া গেলেন। রাত্রিকালে আবার উভয়ে মিলিত হইয়া, কৃষ্ণকথায় রজনী অতিবাহিত করিলেন। পাঁচ সাতদিন পরমানন্দে কাটিয়া গেল, তাহার পর যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে প্রভু নীলাচলাভিমুখে গমন করিলেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া, হরিধ্বনি করিয়া সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। এই সব দেখিয়া গৌরহরি বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

আলালনাথে পৌঁছিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে সংবাদ দিবার জন্য কৃষ্ণদাসকে নীলাচলে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাসপ্রমুখাৎ

প্রভুর আগমনসংবাদ প্রাপ্তি মাত্র নিত্যানন্দরায়, জগদানন্দ, দামোদরপণ্ডিত, মুকুন্দ, গোপীনাথআচার্য্য সকলে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। প্রেমে আকুল হইয়া, আলালনাথ অভিমুখে ধাবমান হইলে, পথে প্রভুর সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইল। সকলে প্রেমাবেশে প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এদিকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সংবাদ পাইয়া, সমুদ্রতীরে আসিয়া, প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। প্রভু তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সার্ব্বভৌম প্রেম ও আনন্দে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু সকলের সহিত আসিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন।

দেবদর্শন মাত্র তাহার প্রেমতরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়া পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ প্রভৃতি সাত্বিকভাবসকল শরীরে শোভা পাইতে লাগিল। প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতেছেন, এমন সময়ে পাণ্ডা সকল মালাপ্রসাদ লইয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। মালাপ্রসাদ পাইবার পর প্রভু সুস্থির হইলেন। কাশীমিশ্র আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলে, প্রভু তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

জগন্নাথের পড়িছা আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলে প্রভু সকলকে লইয়া সার্ব্বভৌম-গৃহে গমন করিলেন। মধ্যাহ্নে প্রভু নিজজন সমভিব্যাহারে সার্ব্বভৌম-গৃহে আহার করিলেন। আহারাদি শেষ হইয়া গেলে প্রভু শয়ন করিলেন

এবং সার্ব্বভৌম স্বয়ং প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রে সার্ব্বভৌমের সেবায় প্রীত হইয়া, তাহার আলয়ে ভক্ত ও অনুচরগণের সহিত সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনকাহিনী বিবৃত করিলেন।

তীর্থকথা সমাপন করিয়া, প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন, "আমি অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি কিন্তু তোমার ন্যায় পরম বৈষ্ণব আমার নয়নগোচর হয় নাই। কেবল রাজা রামানন্দ রায় তোমার মত আমাকে প্রচুর আনন্দ প্রদান করিয়াছে।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমি সেই কারণেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তোমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। তুমি সাক্ষাৎ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছ শুনিয়া আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম।"

প্রভুর উপরোক্ত তীর্থযাত্রাকথা, কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুসরণ করিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। ফলশ্রুতি সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন :—

"প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে যেই জন
চৈতন্য চরণে পায় গাঢ় প্রেম ধন।
শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলা শ্রবণ
অবিলম্বে মিলে তার চৈতন্য চরণ ॥"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তীর্থ পর্য্যটনের ফল।

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৩২ শকে (ইং ১৫১০ খৃঃ) বৈশাখ মাসে দক্ষিণ ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি প্রায় দুই বৎসর দক্ষিণাপথের তীর্থেতীর্থে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তীর্থ-পর্য্যটনকালে তীর্থযাত্রার কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর প্রভু ভক্তদিগের নিকট তীর্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বিদ্যানগরে উপস্থিত হইলে রাজা রামানন্দ রায় আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রভু রাজা রামানন্দকে তীর্থ কথা বলিয়াছিলেন। অনন্তর নীলাচলে আগমন করিয়া প্রভু সেইদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আলয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া নিজ পরিজনগণের নিকট তীর্থ-পর্য্যটন কাহিনী বিবৃত করেন। সেই সময়ে সেইস্থানে অন্যান্য লোকের ভিতর নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ, গোপীনাথ আচার্য্য, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবং কাশী মিশ্র উপস্থিত ছিলেন। অনতিকালমধ্যে স্বরূপ দামোদর এবং রাজা রামানন্দ রায় নীলাচলে আগমন করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হন। কিছুদিন পরে সপ্তগ্রামের ভূম্যধিকারী গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্র রঘুনাথ দাস অতুল

ঐশ্বর্য্য ও পরমা সুন্দরী পত্নী পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিয়া চৈতন্যচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

"মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব্বত্যজি কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥"

চৈঃ চঃ আদিলীলা ১০ম পঃ।

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যখন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহার প্রধান সহায় ছিলেন বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী প্রভু।

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এ-সব প্রসাদে লিখি চৈতন্য লীলাগুণ।
জানি বা না জানি করি আপন শোধন॥"

চৈঃ চঃ আদিলীলা ৯ম পঃ।

শ্রীবৃন্দাবনদাস গোস্বামী তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল' (চৈতন্য-ভাগবত) গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের আদি লীলা সবিস্তারে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতে গ্রন্থের কলেবর এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর শেষ লীলা বর্ণন না করিয়া গ্রন্থ শেষ করিলেন। বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবনদাস গোস্বামী

রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' পাঠ শ্রবণ করিতেন কিন্তু ঐ গ্রন্থে মহাপ্রভুর শেষ লীলার বর্ণনা না থাকায় ভক্তগণ প্রভুর শেষ লীলার রস আস্বাদন হইতে বঞ্চিত ছিলেন।

"আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষলীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁ সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পেয়ে চিন্তিত অন্তরে।
মদন গোপালে গেলাম আজ্ঞা মাগিবারে॥
সেই লিখি মদন গোপাল যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়॥"

চৈঃ চঃ আদি-লীলা ৮ম পঃ।

মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পরে, বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের অনুরোধে কৃষ্ণদাস গোস্বামী যখন শ্রীবৃন্দাবনধামে বসিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতে আরম্ভ করেন তখন তিনি 'জরাতুর বৃদ্ধ'। তিনি বলিতেছেন,

"আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়।"

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২য় পঃ।

স্বরূপ দামোদর নীলাচলে আসিবার অল্পদিনের মধ্যে

মহাপ্রভুর প্রিয় সহচর বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তিনি মহাপ্রভুর শেষলীলা নয়নগোচর করিয়া এবং প্রভুর দক্ষিণ তীর্থ-পর্য্যটন ও অন্যান্য বিষয় যাহা তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই সেই সকল বৃত্তান্ত অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া সমস্ত বিবরণ সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন কিন্তু লিপিবদ্ধ করেন নাই। রঘুনাথ দাস নীলাচলে আসিলে স্বরূপ দামোদর সেই সকল সূত্র তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রত্যহ অভ্যাস করিতে করিতে সূত্রগুলি রঘুনাথ দাসের কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। স্বরূপ দামোদরের অন্তর্দ্ধানের পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে আগমন করিয়া গোবর্দ্ধনে শ্রীরূপসনাতন গোস্বামীর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধনে কয় বৎসর কাটাইয়া, রাধাকুণ্ডে যাইয়া বাস করেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই অতিবাহিত করেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঐস্থানে আসিয়া রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সহিত মিলিত হন। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সহিত মহাপ্রভুর অন্তলীলা কাহিনী আস্বাদন করিতেন। ইত্যবসরে কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা ও শেষ লীলা লিখিত হইতে লাগিল।

"ছোট বড় ভক্তগণ বন্দো সবার শ্রীচরণ
সবে মোর করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞির মত রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥

চৈতন্যের লীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল
ভক্তগণ দিল এই ভেটে॥"

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২য় পঃ।

মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ পর্য্যটনের বিবরণ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, "প্রভু তীর্থ-পর্য্যটনকালে সহস্র সহস্র তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি কখনও দক্ষিণাভিমুখে কখনও বা পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। আবার ফিরিয়া কখনও দক্ষিণাভিমুখে কখনও বা পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। আমি তীর্থ-পর্য্যটনের পৌর্ব্বাপর্য্য ঠিক রাখিতে পারি নাই। তাহাদের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছি এবং সকল তীর্থের কথাও বলিতে পারি নাই।" সকল তীর্থের নাম উল্লেখ করা বা তাহাদের অনুক্রম ঠিক রাখা কবিরাজ গোস্বামীর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমতঃ শ্রীগৌরাঙ্গদেব অনুক্রম ঠিক রাখিয়া নিজ পরিজনগণের নিকট তীর্থ বিবরণ দিতে পারেন নাই। বর্ণনা কালে যে তীর্থের কথা যখন তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল, তাহাই বিবৃত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ স্বরূপ গোস্বামীও যেমন যেমন শ্রবণ করিয়াছিলেন সেইরূপ সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং স্বরূপ গোস্বামীর পক্ষে তীর্থের পৌর্ব্বাপর্য্য ঠিক রাখা সম্ভবপর নয়। তৃতীয়তঃ কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর লীলাকথা রচনা করিবার সময়

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট হইতে যে যে সূত্র প্রাপ্ত হইতেছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। এরূপ স্থলে তীর্থের অনুক্রম ঠিক না থাকাই স্বাভাবিক। গোস্বামী মহোদয়ের পক্ষে তীর্থের ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। যাহা হউক তিনি যে কয়টী তীর্থের নাম তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। সেই সকল তীর্থ এখনও বর্ত্তমান আছে। মহাপ্রভু যে যে তীর্থে পদার্পণ করিয়াছিলেন সেই সকল তীর্থ প্রভুর পাদস্পর্শে অধিকতর পবিত্র হইয়াছিল; তীর্থ মাহাত্ম্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

"দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ,
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন।
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল,
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল॥"

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ৮ম পঃ।

হিন্দু তীর্থকামীর পক্ষে সেই সেই তীর্থ-রেণু অঙ্গে মাখিতে পারিলে তাহার মানবজন্ম সার্থক হইবে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

প্রভু কেবলমাত্র কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে সমস্ত দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণদেশে যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি এক কপর্দ্দকও সঙ্গে লন নাই; কোনও ধনীলোকের আশ্রয় বা আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই। এমন কি তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিবার জন্য তাঁহার নিজের "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবে

শিখাইবে” এই রীতি ভিন্ন অন্য কোনও রীতি অবলম্বন করেন নাই। কোনও সংবাদপত্রে তাঁহার কার্য্যাবলী প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি তিনি নানা অসুবিধা সত্ত্বেও আপামর জনসাধারণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

“প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দর্শনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে॥”

যে যে গ্রাম দিয়া প্রভু গমন করিতেন, সেই সেই স্থানের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে তাঁহার আগমন সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার দর্শন আশায় সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর সন্নিধানে উপস্থিত হইত। তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিতেন। যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইতেন তাহাকেই একবার ‘হরি’ বলিতে অনুরোধ করিতেন। সে অমনি বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ‘হরি হরি’ বলিত; সতৃষ্ণ নয়নে সেই দেবদুর্ল্লভ রূপ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিত। কিছুদূর তাঁহার অনুগমন করিলে প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার শরীরে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়া বিদায় দিতেন। তখন সে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া যাইত। সেইজন নিজগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, অনন্যকর্ম্মা হইয়া অনুক্ষণ হরিনাম করিত। সে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কখনও নাচে, কখনও কাঁদে, কখনও হাসে। যাহাকে সম্মুখে দেখে তাহাকেই বলে “একবার কৃষ্ণ বল ভাই, একবার হরিবল ভাই”। তাহার এই অনুরোধ অবজ্ঞা করা দূরের কথা,

প্রত্যাখ্যান করিবারও কাহার সামর্থ্য ছিল না। তিনি স্বর্গীয় বলে বলীয়ান। মহাপ্রভুর সঞ্চারিত শক্তি সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সকলকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। এইরূপে পরম্পরায় সকলে বৈষ্ণব হইয়া গেল; হরিনামের বন্যা ক্রমেক্রমে সমস্ত দক্ষিণদেশ প্লাবিত করিয়া দিল। সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাত্য আবালবৃদ্ধবনিতা বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। সেই ঐশীশক্তি, সেই অনন্য সাধারণ অলৌকিক তেজ প্রতিরোধ করিবার কাহারও সামর্থ্য ছিল না। সকলেই কণামাত্র ভক্তি পাইবার জন্য আগ্রহান্বিত, উৎসুক, উদ্‌গ্রীব; বিন্দুমাত্র প্রেম-ভক্তি পাইয়াই কৃতার্থমন্য হইলেন, চরিতার্থ হইলেন। এরূপ অপরূপ রূপ, এরূপ ভাবাবেশ, এরূপ ভগবদ্ভক্তি, এরূপ কৃষ্ণ-প্রেম-পাগল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী তাহারা জীবনে কখনও নয়নগোচর করেন নাই; তাহাদের জীবন সার্থক হইয়া গেল। প্রেমাবেশে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নাচিতে লাগিল। অবিরাম মুখেমুখে কৃষ্ণনাম প্রবাহিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল।

"যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি॥
কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন॥
সবে 'কৃষ্ণ হরি' বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে॥"

প্রভু যখন কোনও দেবালয়ে আগমন করিতেন প্রথমে তিনি দেবতাকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন; তৎপরে ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেন, স্তোত্র পাঠ করিতেন। কখনও বা হরিগুণগান, কখনও বা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেন। যত লোক সেস্থানে উপস্থিত থাকিত, সকলেই সেই হরিনাম শ্রবণ করিয়া, পরিশেষে সংকীর্ত্তন ব্যাপারে যোগদান করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিত। মহাপ্রভুর হৃদয়োন্মাদ-কারী মর্ম্মস্পর্শী কণ্ঠস্বর কর্ণ-গোচর হইবামাত্র লোকে আর স্থির থাকিতে পারিত না। দলেদলে গ্রামবাসী, জনপদবাসী জনসাধারণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে সেই সংকীর্ত্তনস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইত। প্রভুর তপ্তকাঞ্চনসদৃশ বর্ণ, আয়ত নয়ন, প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ সুগঠিত দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, পরিধানে অরুণ বসন, তাহার উপর শরীরে পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ-প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণগুলি অবলোকন করিয়া লোকে চমৎকৃত ও বিমোহিত হইত। তাহারা আত্মহারা হইয়া সংসারের কথা ভুলিয়া যাইত। যে আসিত, তাহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা থাকিত না, শক্তিও থাকিত না। তাহারাও প্রভুর সহিত নৃত্যানন্দে মাতিয়া যাইত। কেহ নাচিত, কেহ গাহিত। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে সংসারের জ্বালা ভুলিয়া যাইত। মন্দিরপ্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য; সেদিকে কাহারও দৃক্‌পাত নাই। সকলেই আপনমনে মহাপ্রভুর অনুকরণ করিয়া নৃত্য

গীতে উন্মত্ত। যতক্ষণ না প্রভুকে কৌশল করিয়া স্থানান্তরিত করা হইত ততক্ষণ নৃত্যগীতের অবসান হইত না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জনস্রোতের বিরাম নাই। সন্ধ্যার পর কেহ চলিয়া যাইত, কেহ বা সেইস্থানে প্রভুর সন্নিধানে কৃষ্ণকথা শুনিবার আশায় রজনী যাপন করিত; যাঁহাদের প্রভুর সহিত বাক্যালাপ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হইত, প্রভুর কৃপায় তাঁহারা মহাভাগবত হইয়া যাইতেন। সেই সব আচার্য্য পরবর্ত্তীকালে প্রভুর অনুমোদিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগতের মহৎ উপকার সাধন এবং আপামর সাধারণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

"প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈল কতক্ষণ।
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যতজন॥
চতুর্দ্দিকের লোক সব বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি॥
কাঞ্চন সদৃশ দেহ অরুণবসন।
পুলকাশ্রু কম্পস্বেদ তাহাতে ভূষণ॥
দেখিয়া লোকের মনে হইল চমৎকার।
যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর॥
কেহ নাচে কেহ গায় শ্রীকৃষ্ণ গোপাল।
প্রেমে ভাসিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা বাল॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে।
এইরূপ নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে॥"

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ৭ম পঃ।

তীর্থ-পর্য্যটন সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব যে গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিতেন, গৃহস্বামী পরম যত্ন ও সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রভুকে গৃহে লইয়া যাইতেন। গৃহে পদার্পণ করিবার পর গৃহস্বামী স্বয়ং প্রভুর পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিতেন এবং সপরিবারে সেই পদধৌত জল একান্ত ভক্তিসহকারে পান করিয়া জন্ম সার্থক করিতেন। পরম পরিতোষ পূর্ব্বক প্রভুকে ভোজন করাইয়া, তাঁহার বিশ্রামলাভের বন্দোবস্ত করতঃ গৃহস্বামী সপরিবারে প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন বণ্টন করিয়া লইয়া আহার করিয়া কৃতকৃত্য হইতেন।

কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে রজনী অতিবাহিত হইতে না হইতে গৃহস্বামীর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত। বিষয়ভোগ এবং সংসার তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইত; তিনি সংসার-সুখে উদাসীন ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেন। সংসারের মায়াজাল তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারিত না। সুতরাং প্রাতঃকালে প্রভু তাহার নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলে গৃহস্বামী প্রভুর সহিত গমন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেন। প্রভু তাহাকে এইরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেন এবং উপদেশ দানে সান্ত্বনা করিয়া সেই সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন। প্রভু বলিতেন, "তোমার গৃহত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি গৃহে অবস্থান করিয়া একাগ্রচিত্তে নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিবে এবং যাহার যাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে সকলকেই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ

করিবে। গুরুর ন্যায় উপদেশ দানে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়া এই দেশের সকলের উদ্ধারসাধন করিতে সচেষ্ট হইবে। তাহা হইলে বিষয়তরঙ্গ তোমায় অভিভূত করিতে পারিবে না।”

যে যে স্থানে প্রভু ভিক্ষা করিয়াছিলেন সকল স্থানেই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রভুও সকলকেই এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সেই সময় দক্ষিণদেশের লোক নানাধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। কেহ বা জ্ঞানবাদী, কেহ বা কর্ম্মবাদী, কেহ বা ভীষণ নাস্তিক। বৈষ্ণবদিগের ভিতরও কেহ বা স্মার্ত্ত বৈষ্ণব, কেহ বা রামানুজ সম্প্রদায় ভুক্ত শ্রীবৈষ্ণব, কেহ বা মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় ভুক্ত তত্ত্ববাদী বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু নিজের অলৌকিক সৌন্দর্য্য, অগাধ পাণ্ডিত্য, অদ্ভুত বিচারশক্তি, অকপট আচরণ এবং অলোকসামান্য কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা সমস্ত জনসাধারণকে অভিভূত ও মোহিত করিয়া, কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা করিয়া কৃষ্ণ উপাসক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

ন্যায়, মীমাংসা, মায়াবাদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ, নিজ নিজ অধীত প্রিয় শাস্ত্রের প্রাধান্য স্থাপনের আশায় ব্যগ্র হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু নিজের অনন্য-সাধারণ প্রতিভার দ্বারা সকলের মত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, তাহাদের শাস্ত্রের ভ্রম দেখাইয়া দিয়া, তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত

কৃষ্ণ উপাসনাই সত্য ধর্ম্ম প্রমাণিত করিয়া সকলকে কৃষ্ণ উপাসক করিয়াছিলেন।

"সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥"

এক বৌদ্ধাচার্য্য বিচারে মহাপ্রভুকে পরাজয় করিবার অভিলাষে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সগর্ব্বে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুকে নয়টী প্রশ্ন করিয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধাচার্য্যের এই কয়টী প্রশ্নের সমাধান করা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু প্রভু তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও বিচারশক্তির প্রভাবে সেই সকল জটীল প্রশ্নের সমাধান করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ড খণ্ড করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রের অসারতা প্রতিপাদন করিলেন। বৌদ্ধাচার্য্য লজ্জায় অধোবদন হইলেন। পরিশেষে শ্রীগৌরচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

স্পর্শমণির প্রভাবে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয় কিন্তু গৌরমণির সংস্পর্শে আসিয়া নরাকারে বিষম পাষণ্ড ও পশু, মনুষ্যত্ব লাভ করিল; মানুষ দেবত্ব লাভ করিল; মলিনতা, সঙ্কীর্ণতা, কপটতা অন্তর্হিত হইল; তাহার স্থান অধিকার করিল উদারতা, কোমলতা, সরলতা, প্রেম, ভক্তি। মানবহৃদয়ের নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি বিনষ্ট হইয়া উচ্চবৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইল। মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল, চরিত্রের উন্নতি হইল।

তাঁহার শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল নিজের আচরণ। তিনি কাহাকেও উপদেশ না দিয়া, কেবল তাঁহার ধর্ম্মজীবনের দৃষ্টান্ত সম্মুখে স্থাপন করিয়া লোককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, সাধারণ জনগণ তাহারই অনুকরণ করে। মহানুভব ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ, যেরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন, প্রাকৃত লোকে তাহারই অনুগামী হইয়া থাকে। মহাপ্রভু ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। সুতরাং "আমার কার্য্যের অনুকরণ করিও না, আমার কথার অনুবর্ত্তী হও" এই গতানুগতিক উপদেশ কখনও উচ্চারণ করেন নাই। তিনি বিশেষভাবে অবগত ছিলেন যে, ঐরূপ শিক্ষাদানের কোনও মূল্য নাই। তিনি নিজে যাহা করেন নাই কিম্বা যে নীতি পালন করিতে অপারক, সেইরূপ উপদেশ কখনও দেন নাই।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার 'শ্রীঅমিয়নিমাইচরিতে' লিখিয়াছেন "প্রভুর প্রচার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিলেন ; ভ্রমণ করিয়া তাহার অনুমোদিত যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, জীবকে বুঝাইলেন কিরূপে? বক্তৃতা করিয়া কি তর্ক করিয়া নয়, তবে আপনি আচরিয়া।" তাঁহার কার্য্যে কিছুমাত্র কপটতা ছিল না। তাহার অকৈতব ব্যবহার, অলৌকিক ভগবদ্ভক্তি, অনন্যসাধারণ প্রেমময় দেবদুর্লভ রূপরাশি যে দেখিল সেই মজিয়া গেল। বিশাল বিপুল ঐশীশক্তি জনগণকে কুপথ হইতে টানিয়া আনিয়া ভক্তিপথে লইয়া গেল।

যে শক্তি তিনি নবদ্বীপধামে প্রকট করেন নাই দক্ষিণদেশের তীর্থ-পর্য্যটনকালে তাঁহার সেই অমানুষিক শক্তি প্রকাশ করিয়া সকলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।

তাঁহার দক্ষিণদেশের তীর্থভ্রমণ এক অদ্ভুত ব্যাপার। ইহার পূর্ব্বে এরূপ ব্যাপার জগতের কোনও স্থানে কখনও সংঘটিত হয় নাই। অভূতপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গ এইরূপ ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া, ক্রমশঃ প্রবল বেগ ধারণ করিয়া জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, বিদ্যানির্ব্বিশেষ জনসাধারণকে ব্যাকুল করিতে পারে নাই।

ভ্রমণে চৈতন্যদেবের অনুমোদিত ধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। যাহারা তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহার ভাবাবেশ ও কৃষ্ণপ্রেম অবলোকন করিল এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার সুযোগ পাইল তাহারা চৈতন্যদেবের ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। বক্তৃতা সংকীর্ত্তন বা উপদেশে যত কাজ না হইল তাঁহার ধর্ম্মজীবনের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্তে শতগুণ ফল ফলিল

চৈতন্য চরিত এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ আনন্দে ভাষায় যার একবিন্দু॥
প্রভুর তীর্থ-যাত্রার কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্য চরণে পায় গাঢ় প্রেমধন॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তীর্থস্থানের তালিকা

শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণাপথ ভ্রমণ বৃত্তান্তে 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' যে সকল স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। বাংলা তালিকায় স্থানের নাম, তীর্থস্থানে কোন বিগ্রহ বা শিবলিঙ্গ আছেন, ও জেলার নাম লিখিত হইল। ইংরাজী তালিকাটী Imperial Gazeteer of India হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথমস্তম্ভে নাম, দ্বিতীয়স্তম্ভে জেলা, তৃতীয়স্তম্ভে অক্ষরেখা, চতুর্থস্তম্ভে দ্রাঘিমা এবং পঞ্চমস্তম্ভে গেজেটিয়ারের কোন খণ্ডে কত পৃষ্ঠায় ঐস্থানের বিবরণ আছে, তাহা লিখিত হইয়াছে। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার সাহায্য লইয়া মানচিত্রে স্থানগুলি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যেমন যেমন স্থানের নাম লিখিত আছে, ঠিক সেই অনুক্রমে স্থান গুলিকে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। স্থান গুলির পৌর্ব্বাপর্য্য ঠিক নাই, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীয়মান হইবে। অনুক্রম সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন।

"সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফিরি॥
অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥"

	নাম	বর্ণনা	জেলা	দেবতা
১	নীলাচল	সহর	পুরী	জগন্নাথ
২	আলালনাথ	গ্রাম	পুরী	নারায়ণ
৩	কুর্ম্মস্থান	গ্রাম	গঞ্জাম	কূর্ম্মমূর্ত্তি
৪	জিয়ড়	গ্রাম	বিশাখপত্তন	নৃসিংহ
৫	গোদাবরী	নদী	...	...
৬	বিদ্যানগর	নগর	গোদাবরী	...
৭	গৌতমীগঙ্গা	নদী	...	...
৮	মল্লিকার্জ্জুন	("তীর্থপরিচয়	দেখুন")	মহাদেব
৯	আহোবল	গ্রাম	কর্ণুল	নৃসিংহ
১০	সিদ্ধবট	নগর	কাড্ডাপা	সীতাপতি
১১	স্কন্দক্ষেত্র	সহর	বিশাখপত্তন	কার্ত্তিকেয়
		নগর	চিঙ্গেলপুট	„
		গ্রাম	উত্তর আর্কট	„
১২	ত্রিমঠ	("তীর্থ পরিচয়	দেখুন")	ত্রিবিক্রম
১৩	বৃদ্ধকাশী	নগর	দক্ষিণ আর্কট	শিব
১৪	ত্রিপদী ত্রিমল্ল	নগর	„	চতুর্ভুজ বিষ্ণু
১৫	বেঙ্কটারে	নগর	নেলোর	মহাদেব

Name	District	LAT N	LONG E	I. G. I.
Puri	Puri	19° 48′	85° 49′	xx 408
Alalnath	Puri	...	...	...
Srikurmam	Ganjam	18° 16′	84° 1′	xxiii 98
Simhachalam	Vizagapattam	17° 46′	83° 15′	xxii 375
Godavari	River of Southern India		...	xii 297
Rajamundry	Godavari	17° 1′	81° 46′	xxi 64
Goutami Godavari		River Godavari		xii 297
Madhyarjunam	Tanjore	11° 0′	79° 27′	xxii 397
Ahobilum	Kurnool	15° 8′	78° 45′	v 127
Sidhout	Cuddapah	14° 30′	79° 0′	xxii 357
Vizagapattam	Vizagapattam	17° 42′	83° 18′	xxiv 337
Cheyur	Chingleput	12° 21′	80° 0′	x 195
Tiruttani	North Arcot	13° 11′	79° 37′	xxiii 397
Conjeeveram	Chingleput	12° 50′	79° 42′	x 377
Vriddhachalam	South Arcot	11° 32′	79° 20	xxiv 342
Tiruvannamalai	South Arcot	12° 14′	79° 4′	xxiii 401
Venkatagiri	Nellore	13° 58′	79° 35′	xxiv 308

	নাম	বর্ণনা	জেলা	দেবতা
১৬	ত্রিপদী	নগর	তাঞ্জোর	মহাদেব
	ত্রিপদী	নগর	উত্তর আর্কট	শ্রীরাম
১৭	পানা	নগর	গণ্টুর	নরসিংহ
		গ্রাম	অনন্তপুর	”
১৮	কাঞ্চী	সহর	চিঙ্গেলপুট	শিব, বিষ্ণু
১৯	ত্রিমল্ল	নগর	উত্তর আর্কট	বিষ্ণু
২০	ত্রিকালহস্তি	নগর	”	মহাদেব
২১	পক্ষতীর্থ	নগর	চিঙ্গেলপুট	শিব
২২	বৃদ্ধকোল তীর্থ	গ্রাম	”	শ্বেতবরাহ
		গ্রাম	দক্ষিণ আর্কট	”
২৩	পীতাম্বর	নগর	দক্ষিণ আর্কট	শিব
২৪	শিয়ালী	নগর	তাঞ্জোর	ভৈরবী
২৫	কাবেরী	নদী	...	...
২৬	গোসমাজ	নগর	তাঞ্জোর	শিব
২৭	বেদাবন	নগর	”	অমৃতলিঙ্গ
২৮	দেবস্থান	নগর	উত্তর আর্কট	বিষ্ণু
২৯	কুম্ভকর্ণকপাল	সরোবর	তাঞ্জোর	...
৩০	শিবক্ষেত্র	নগর	তিনেভেলী	শিব
		সহর	তাঞ্জোর	”

Name	District	LAT N	LONG E	I. G. I.
Tiruvadi	Tanjore	10° 53′	79° 6′	xxiii 397
Tirupati	North Arcot	13° 38′	79° 24′	xxiii 394
Mangalgiri	Guntur	16° 26′	80° 34′	xvii 175
Pennahobilam	Anantapur	14° 51′	77° 19′	xx 103
Conjeeveram	Chingleput	12° 50′	79° 42′	x 377
Tirumala	North Arcot	13° 41′	79° 21′	xxiii 393
Kalahasti	North Arcot	13° 45′	79° 42′	xiv 296
Tirukkalik-Kur	Chingleput	12° 36′	80° 3′	xxiii 392
Seven Pagodas	Chingleput	12° 37′	80° 12′	xxii 182
Srimushnam	South Arcot	11° 23′	79° 24′	xxiii 99
Chidambaram	South Arcot	11° 25′	79° 42′	x 218
Shiyali	Tanjore	11° 14′	79° 44′	xxii 295
Cauvery	River in Southern India		...	ix 303
Mayavaram	Tanjore	11° 6′	79° 39′	xvii 238
Vedaranniyan	Tanjore	10° 32′	79° 38′	xxiv 302
Tirumala	North Arcot	13° 41′	79° 21	xxiii 393
Mahamagham	A tank in Kumbhkonam City			xvi 21
Tinnevelly	Tinnevelly	8° 44′	77° 41′	xxiii 379
Tanjore	Tanjore	10° 47′	79° 8′	xxiii 242

	নাম	বর্ণনা	জেলা	দেবতা
৩১	পাপনাশন	নগর	তিনেভেলী	শিব
	,,	নগর	তাঞ্জোর	বিষ্ণু
৩২	শ্রীরঙ্গক্ষেত্র	নগর	ত্রিচিনোপলী	রঙ্গনাথ
৩৩	ঋষভ পর্ব্বত	পর্ব্বত	মাদুরা	নারায়ণ
৩৪	শ্রীশৈল	নগর	কর্ণুল	শিবদুর্গা
৩৫	কামকোষ্ঠী	সহর	তাঞ্জোর	মহাদেব
৩৬	দক্ষিণ মথুরা	সহর	মাদুরা	শিব
৩৭	কৃতমালা	নদী	মাদুরা	...
৩৮	দুর্ব্বেসন	গ্রাম	মাদুরা	রঘুনাথ
	রামনাদ	নগর	,,	...
৩৯	মহেন্দ্রশৈল	পর্ব্বত	,,	পরশুরাম
৪০	সেতুবন্ধ	গ্রাম	,,	শিব
৪১	ধনুতীর্থ	সমুদ্র	,,	...
৪২	রামেশ্বর	নগর	,,	শিব
৪৩	তাম্রপর্ণী	নদী	তিনেভেলী	...
৪৪	নয়ত্রিপদী	নগর	তিনেভেলী	বিষ্ণু
৪৫	চিয়ড় তলা	নগর	ত্রিবঙ্কুর	শ্রীরাম লক্ষ্মণ
৪৬	তিলকাঞ্চী	নগর	তিনেভেলী	শিব

Name	District	LAT N	LONG E	I. G. I.
Papanasam	Tinnevelly	8° 43′	77° 22′	xix 406
Papanasam	Tanjore	...	...	...
Srirangam	Trichinopolly	10° 52′	78° 42′	xxiii 107
Palnihill	Madura	10° 15′	77° 20′	xix 371
Srisailum	Kurnool	16° 5′	78° 33′	xiii 110
Kumbhkonam	Tanjore	10° 58′	79° 22′	xvi 20
Madura	Madura	9° 55′	78° 7′	xvi 404
Vaigai	River in Madura District		...	xxiv 293
Darvashayan	Madura	...	...	R. M. G.
Ramnad	Madura	9° 22′	78° 51′	xxi 179
Mahendragiri	Travancore Peak in Western ghats.			xxiv 3
Mandapam	Madura	Station in S. I. Ry.		...
Dhanuskoti	Madura	Terminus of S. I. Ry.		...
Rameswaram	Madura	9° 17′	79° 19′	xxi 173
Tambrapurni	River in Tinnevelly District		...	xxiii 215
Alvar Tirunagari	Tinnevelly	8° 37′	77° 57′	v 254
Shertala	Travancore	8° 10°	77° 29′	R. M. G.
Tenkasi	Tinnevelly	8° 58′	77° 19′	xiii 280

	নাম	বর্ণনা	জেলা	দেবতা
৪৭	গজেন্দ্রমোক্ষণ	গ্রাম	ত্রিবঙ্কুর	বিষ্ণু
৪৮	পানাগড়িতীর্থ	গ্রাম	তিনেভেলী	সীতাপতি
৪৯	চামতাপুর	গ্রাম	ত্রিবঙ্কুর	শ্রীরাম লক্ষ্মণ
৫০	শ্রীবৈকুণ্ঠ	নগর	তিনেভেলী	বিষ্ণু
৫১	মলয় পর্ব্বত	পর্ব্বত	ত্রিবঙ্কুর	অগস্ত্য ঋষি
৫২	কন্যাকুমারী	অন্তরীপ	"	পার্ব্বতী
৫৩	আমলকীতলা	গ্রাম	তিনেভেলী	শ্রীরাম
৫৪	মল্লার দেশ	(পৌরাণিক নাম কেবল)		...
৫৫	তমাল কার্ত্তিক	নগর	তিনেভেলী	কার্ত্তিক
		গ্রাম	তিনেভেলী	...
		নগর	সাণ্ডার রাজ্য	"
৫৬	বাতাপানী	...	ত্রিবঙ্কুর	রঘুনাথ
৫৭	পয়স্বিনী	নদী	দক্ষিণ কানারা	আদিকেশব
		নদী	ত্রিবঙ্কুর	"
৫৮	তিরুভল্লম্	গ্রাম	ত্রিবঙ্কুর	অনন্ত পদ্মনাভ
	ত্রিবেন্দ্রম	সহর	"	"
	ত্রিপ্পাপুর	গ্রাম	"	"
৫৯	ভরক্কলাই	গ্রাম	"	শ্রীজনার্দ্দন

Name	District	LAT N	LONG E	I. G. I.
Suchindrum	Travancore	8° 9′	77° 27	xxiii 115
Panagudi	Tinnevelly	...	...	T. G.
Chenganur	Travancore	...	...	R. M. G.
Srivaikuntam	Tinnevelly	8° 38′	77° 55′	xiii 111
Agastyakutam	Travancore	8° 37′	77° 15′	v 71
C. Comorin	Travancore	8° 5′	77° 33′	x 376
Amalitala	Tinnevelly	...	...	N. L. D.
Malabar	...	11° 0′	76° 0′	xvii 53
Vadakku-Vel	Tinnevelly	8° 27′	77° 37	xxiv 291
Kalagumalai	,,	9° 8′	77° 42′	xiv 321
Sandur	Sandur State	15° 0′	76° 30′	xxii 44
Bhutapandi	Travancore	...	...	R. M. G.
Chandragiri	River in South Canara		...	x 168
Paralayer	River in Travancore		...	...
Tiruvallam	Travancore	8° 21′	77° 5′	xxiii 309
Trivendrum	Travancore	8° 29′	76° 57′	xxiv 50
Trippapur	Travancore	8. 33′	76° 58′	xxiv 49
Varkkallai	Travancore	8° 42′	76° 33′	xxiv 300

	নাম	বর্ণনা	জেলা	দেবতা
৬০	পয়োষ্ণী	নদী	বেরার	শঙ্কর নারায়ণ
		নদী	মালাবার	”
৬১	সিংহারী মঠ	নগর	মহীশূর	শঙ্করাচার্য্য
৬২	মৎস্য তীর্থ	সরোবর	...	...
৬৩	তুঙ্গভদ্রা	নদী	...	...
৬৪	উদিপি	নগর	দক্ষিণ কানারা	উড়ুপ কৃষ্ণ
৬৫	ফল্গুতীর্থ	সরোবর	অনন্তপুর	নারায়ণ
৬৬	ত্রিতকূপ	নগর	কোচিন রাজ্য	...
৬৭	বিশালা	গিরিবর্ত্ম	মহীশূর	...
৬৮	পঞ্চাপ্সরা তীর্থ	সরোবর	অনন্তপুর	...
৬৯	গোকর্ণ	নগর	উত্তর কানারা	শিব
৭০	দ্বৈপায়নী	দ্বীপ	বোম্বাই	পার্ব্বতী
৭১	সূর্পারক তীর্থ	নগর	থানা	...
৭২	কোলাপুর	সহর	কোলাপুর রাজ্য	লক্ষ্মী
৭৩	পাণ্ডুপুর	নগর	শোলাপুর	বিঠল
৭৪	ভীমরথী	নদী	...	...
৭৫	কৃষ্ণ বেম্বা	নদী	...	...

Name	District	LAT N	LONG E	I. G. I.
Purna	River of Berar	...	...	xx 412
Ponnani	River in Malabar	...	...	xx 865
Sringeri	Mysore	13° 25′	75° 19′	xxiii 105
Matsyatirtha	Lake			N. L. D 129
Tungabhadra	The chief tributary of the Kistna			xxiv 60
Udipi	South Kanara	13° 21′	74° 45′	xxiv 111
Anantapur	Anantapur	14° 41′	77° 37′	v 349
Trichur	Cochin State	10° 31′	76° 13′	xxiv 48
Bisale	Mysore Pass in Western ghat			xii 219
Anantapur	Anantapur	14° 41′	77° 37′	v 349
Gokaran	North Kanara	14° 32′	74° 19′	xiii 307
Bombay	Bombay	18° 57′	72° 55′	viii 394
Sopara	Thana	19° 25′	72° 48′	xxiii 87
Kolhapur	Kolhapur State	16° 35′	74° 15′	xv 386
Pandharpur	Sholapur	17° 41′	75° 26′	xix 390
Bhima	Tributary of the Kistna river			viii 107
Kistna	River of southern India			iii 361

	নাম	বর্ণনা	জেলা	দেবতা
৭৬	তাপী	নদী	...	...
৭৭	মাহিষ্মতীপুর	নগর	ইন্দোর রাজ্য	...
৭৮	নর্ম্মদা	নদী	...	...
৭৯	নর্ম্মদার তীরস্থ তীর্থ :—		...	...
	মান্ধাতা	গ্রাম	নিমার	শিব
	ভেড়াঘাট	গ্রাম	জব্বলপুর	গৌরীশঙ্কর
৮০	ধনুতীর্থ	সাগরসঙ্গম	ব্রোচ্	...
৮১	নির্ব্বিন্ধ্যা	নদী	...	...
৮২	ঋষ্যমুখ পর্ব্বত	পর্ব্বত	...	...
৮৩	দণ্ডকারণ্য	অরণ্য	...	...
৮৪	পম্পা সরোবর	সরোবর	...	...
৮৫	পঞ্চবটী	নগর	নাসিক	...
৮৬	নাসিক	নগর	„	শিব
৮৭	ত্র্যম্বক	নগর	„	„
৮৮	ব্রহ্মগিরি	পর্ব্বত	„	...
৮৯	কুশাবর্ত্ত	সরোবর	„	...
৯০	সপ্ত গোদাবরী	নদী	„	...

Name	District	LAT N	LONG E	I. G. I
Tapti	River of Western India		...	xxiii 246
Maheswar	Indore State	22° 11′	75° 36′	xvii 8
Narbada	River of Western India		...	xviii 375
Shrines of the Narbada :—		...	...	...
Mandhata	Nimar	22° 15′	76° 9′	xxii 152
Bheraghat	Jubbulpur	23° 10′	79° 57′	viii 100
Broach	Broach	21° 42′	72° 59′	ix 28
Kalisindh	Tributary of the Chambal river			N.L.D 141
Kudramukh	Peak in Western ghats		...	xiv 262
Dandak	Forest in modern Khandesh			...
Pampa	Lake	...	...	N.L.D 144
Panchabati	Nasik	20° 0′	73° 47′	xviii 410
Nasik	Nasik	20° 0′	73° 47′	xviii 410
Trimbak	Nasik	19° 54′	73° 33′	xxiv 49
Brahmagiri	Nasik	Source of Godavari		N.L.D. 40
Kushabarta	Tank near	Do.	Do	N.L.D.111
Seven Godavari	Confluence of seven rivers ...			

স্কন্দক্ষেত্র, শিবক্ষেত্র, গোসমাজ প্রভৃতি কয়েক স্থানে বাংলা নামের সহিত ইংরাজী নামের বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। তীর্থস্থান পরিচয় অধ্যায়ে যথাসাধ্য তাহার কারণ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। স্কন্দক্ষেত্র শিবক্ষেত্র ইত্যাদি বলিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যে সকল তীর্থ উল্লিখিত হইয়াছে সেইগুলি যে যেস্থানে কার্ত্তিকেয় বা শিব বিরাজমান সেই সকল স্থানের নাম গেজেটিয়ার হইতে উদ্ধৃত করিয়া, ইংরাজি তালিকায় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ঠিক কোন কোন স্থানে মহাপ্রভু গিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই।

Reference.

I. G. I.—Imperial Gazetteer of India.

N. L. D.—The Geographical dictionary of Ancient and mediaeval India by Nanda Lal Dey

T. G.—Tinnevelly Gazetteer

LAT N—Latitude North

LONG E—Longitude East

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তীর্থস্থান পরিচয়।

(১) নীলাচল।

বিবরণ ঃ—নীলাচল (Puri) উড়িষ্যা প্রদেশে পুরীজেলার প্রধান সহর। নীলাচলের অপর নাম পুরী, পুরুসোত্তম ও শ্রীক্ষেত্র। এইস্থান জগন্নাথ দেবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। ইহা ব্যতীত আরও অনেক দেবালয় ও তীর্থ আছে। যথা—১। লোকনাথের মন্দির। ২। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। ৩। মার্কণ্ডেয় হ্রদ। ৪। চক্রতীর্থ। ৫। শ্বেত গঙ্গা। ৬। যমেশ্বর ৭। কপাল মোচন। ৮। স্বর্গদ্বার ইত্যাদি।

কপাল সংহিতায় লিখিত আছে—

সর্ব্বেষাং চৈব ক্ষেত্রাণাং রাজা শ্রীপুরুসোত্তমম্
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ।

এখানে অনেক মহোৎসব হইয়া থাকে। বারমাসই একটা না একটা উৎসব হয়। তন্মধ্যে জৈ্যষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় স্নান যাত্রা এবং আষাঢ় মাসে শুক্ল দ্বিতীয়ায় জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা সমধিক প্রসিদ্ধ। যে ভূখণ্ডের উপর শ্রীমন্দির নির্ম্মিত তাহাকে নীলাচল বলে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে চারিটী প্রবেশ দ্বার আছে।

১। পূর্ব্বদিক-প্রধান দরজা—সিংহদ্বার
২। উত্তর দিক—হস্তীদ্বার
৩। পশ্চিমদিক—খাঞ্জাদ্বার
৪। দক্ষিণদিক—অশ্বদ্বার

মহাপ্রসাদ আনন্দ বাজারে বিক্রয় হয়। মহাপ্রসাদ কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। গঙ্গাজল, চণ্ডাল স্পর্শে যেমন অপবিত্র হয় না তদ্রূপ মহা-প্রসাদও নিকৃষ্ট জাতির স্পর্শে অপবিত্র হয় না। এই মহাপ্রসাদ খাইবার সময় জাতিভেদ থাকে না।

"পুরী একসময় বৌদ্ধগণের প্রধান সঙ্ঘাশ্রম ছিল, এবং তাহারা হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। বিগ্রহ মূর্ত্তির সৌসাদৃশ্য ও মহাপ্রসাদের ব্যবহার দেখিলে জগন্নাথ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ রীতির ছায়া সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। পুরী বাসী বৌদ্ধগণ দ্বারা বুদ্ধদেবের পঞ্জরাস্থি পুরীতে আনীত হইয়া দারুমূর্ত্তিতে রক্ষিত হইয়াছিল, এবং হিন্দুরাজগণ ঐ বৌদ্ধগণকে পুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া হস্তপদাদি শূন্য বুদ্ধমূর্ত্তিকেই জগন্নাথ বিগ্রহে পরিণত করিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন।

"খ্যাত নামা রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন শ্রীক্ষেত্র হিন্দুতীর্থ নহে, বৌদ্ধতীর্থ। বৌদ্ধদের ত্রিরত্নের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ তিন মণ্ডল ছিল। শ্রীক্ষেত্রের ত্রিমূর্ত্তি, সেই ত্রিমণ্ডলের আকৃতি মাত্র। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুত্থানের পর যখন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ নিরীশ্বর অবস্থাপ্রাপ্ত, মূর্ত্তিপূজক বৌদ্ধধর্ম্ম অধঃপতিত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে রূপান্তরিত হয়, তখন বুদ্ধমণ্ডল জগন্নাথে, ধর্ম্মমণ্ডল সুভদ্রাতে, সঙ্ঘ মণ্ডল বলদেবে এবং শ্রীক্ষেত্র বিষ্ণু ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। এখনও জগন্নাথ বুদ্ধাবতার বলিয়া পরিচিত।" 'আমার জীবন', নবীন চন্দ্র সেন।

পথ ঃ—বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে (B. N. R)

ব্রাঞ্চ লাইন খুরদা রোড্—পুরী। ষ্টেশন—পুরী।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা ঃ—দেবোৎপত্তি বিষয় প্রবাদ

(১) ত্রেতাযুগে অবন্তীপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুমূর্ত্তির অন্বেষণার্থ

চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন। উহাদের মধ্যে একজন উড়িষ্যাদেশে বসু নামক কোনও ব্যাধের আলয়ে আসিয়া অবগত হইলেন যে, নীলাচলে বিষ্ণু কমলার সহিত নীলমাধব মূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ব্যাধের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ব্যাধ নিত্য প্রাতে একাকী গুপ্তপথ দিয়া নীলাচলে যাইত। ব্রাহ্মণ, পত্নীর সাহায্যে কৌশল করিয়া, নীল মাধবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ব্যাধ তাহা জানিতে পারিয়া, ব্রাহ্মণকে বন্দী করিয়া গৃহে রাখিল। অবশেষে ব্যাধ-কন্যা স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিলে, ব্রাহ্মণ অবিলম্বে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণের নিকট সকল সমাচার অবগত হইয়া নীলমাধব মূর্ত্তি সন্দর্শনাভিলাষী হইলেন। অতঃপর বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবার প্রত্যাদেশ হয়। যথাসময়ে রাজাও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কালে ব্রহ্মাকে পৌরহিত্যে বরণ করিবার মানসে তাঁহার তপস্যা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কালে পৌরহিত্য করিতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিলেন। ইতিমধ্যে মানব পরিমাণে নয়যুগ অতিবাহিত হওয়ায় তৎকৃত দেবালয় বালুকায় আবৃত হইয়া যায়। খনন করিয়া দেবালয় ও রাজবাড়ী বাহির হইলে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধব মূর্ত্তি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। একদিন স্বপ্নে জানিতে পারিলেন, একটী ব্রহ্মদারু সাগরতীরে আসিয়াছে। উহা হইতে দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত বসু ব্যাধের সাহায্যে কাষ্ঠ মন্দির সমীপে আনীত হইল। বিশ্বকর্ম্মা বৃদ্ধ সূত্রধরের বেশে তথায় আগমন করিলেন এবং একুশ দিনের মধ্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু যদি

কেহ গোপনে তাঁহার কার্য্য দর্শন করে তাহা হইলে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন এই সর্ত্তে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইলেন। পঞ্চম দিবস পরে রাণী গোপনে দারুমূর্ত্তি দর্শন করিলেন বলিয়া সূত্রধর অন্তর্হিত হইল ও বিগ্রহ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। এই জন্য বিগ্রহ হস্তপদাদি বিহীন।

(২) কোন ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে নিহত করে, পরে সে তাঁহার পঞ্জরাস্থি লইয়া স্বগৃহে রক্ষা করে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া এক ব্রাহ্মণকে সেই পঞ্জরাস্থি আনিতে প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণ অনেক চেষ্টা করিয়া সেই ব্যাধের সন্ধান পান এবং তাহার গৃহে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিবার পর ব্যাধ-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ, পত্নীর সাহায্যে পঞ্জরাস্থি সংগ্রহ করিয়া গুপ্তভাবে সেইস্থান হইতে পলায়ন করেন এবং রাজ সমীপে আগমন করিয়া পঞ্জরাস্থি অর্পণ করিলেন। রাজা নিম্ব কাষ্ঠের মর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ বিগ্রহের নাভিদেশে কৌটা করিয়া ঐ পঞ্জরাস্থি রক্ষা করিলেন এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ব্যাধ-কন্যাকে বিবাহ করায় সেই ব্রাহ্মণ সমাজচ্যুত হন এবং তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ দ্বৈতপতি পাণ্ডা নামে পরিচিত হন।

(২) আলালনাথ।

বিবরণ ঃ—আলালনাথ (Alalnath) উড়িষ্যায় পুরীজেলার একটী গ্রাম। সমুদ্রতীর দিয়া দক্ষিণ দেশ যাইতে পুরী হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে আলালনাথ গ্রাম। 'আলালনাথ' চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ। বন মধ্যে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার মন্দির।

পথ ঃ—পুরী হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ।

(৩) কূর্ম্মস্থান।

বিবরণঃ—কূর্ম্মস্থান, (Srikurmam) মান্দ্রাজের গঞ্জাম জেলায় একটী গ্রাম। কূর্ম্মস্থান একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানে বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্ম্মদেবের মন্দির আছে। ইহা পূর্ব্বে একটী শৈব তীর্থ ছিল। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক রামানুজাচার্য্য ইহাকে বৈষ্ণব তীর্থে পরিবর্ত্তিত করেন। প্রত্যেক বৎসর দোল পূর্ণিমায় মহা সমারোহে উৎসব হইয়া থাকে।

পথঃ—বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে (B. N. R.)

কলিকাতা—ওয়ালটীয়ার লাইন। ষ্টেশন—চিকাকোল-রোড্। কূর্ম্মস্থান চিকাকোল রোড্ ষ্টেশন্ হইতে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত।

পৌরাণিক আখ্যায়িকাঃ—কূর্ম্ম, ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের দ্বিতীয় অবতার। এই অবতারে ভগবান মন্দার পর্ব্বত পৃষ্ঠে করতঃ সমুদ্র মন্থনে সহায়তা করেন।

(৪) জিয়ড়।

বিবরণঃ—জিয়ড় (Simhachalam) মান্দ্রাজের বিশাখপত্তন জেলায় একটী পার্ব্বত্য গ্রাম। ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে ভগবান নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ভগবান নৃসিংহদেবের অধিষ্ঠান স্থান বলিয়াই পর্ব্বতের নাম সিংহাচলম্। পর্ব্বতটী দেখিলে মনে হয় যেন একটী প্রকাণ্ড সিংহ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। সিংহাচলের পূর্ব্ব দক্ষিণ অংশে মাধোধারা নামে একটী ঝরণা আছে। মাধোধারার পার্শ্ব দিয়া সিংহাচলে উঠিবার নিমিত্ত পাষাণ সোপান আছে।

ক্ষেত্র মাহাত্ম্য মতে ইহাই বরাহ নৃসিংহ-ক্ষেত্র। এই নৃসিংহমূর্ত্তি ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান মন্দিরাদি উৎকল রাজ লাঙ্গুল গজপতি নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অক্ষয় তৃতীয়াতে নৃসিংহ দেবের জন্মোৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পথ ঃ—বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে (B. N. R.)

হাওড়া—ওয়ালটীয়ার লাইন। ষ্টেশন—সিংহাচলম্।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা ঃ—বরাহ নৃসিংহ স্বামীর আবির্ভাব।

পুরাকালে বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় বিজয় ব্রহ্মশাপে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যরূপে ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ দেবতাদিগের উপর অত্যাচার করিলে ভগবান বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দংষ্ট্রাঘাতে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। কনিষ্ঠের মৃত্যু সংবাদে হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুদ্বেষী হইয়া, ঘোরতর তপস্যা করিয়া অভিলসিত বর প্রাপ্ত হন। প্রহ্লাদ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। প্রহ্লাদ বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন বলিয়া হিরণ্যকশিপু তাহার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। প্রহ্লাদ বলিতেন, 'এই ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোনও স্থান নাই যেখানে হরি বিদ্যমান নাই।' তাহার সম্মুখস্থ স্তম্ভের ভিতর হরি বিদ্যমান আছেন শুনিয়া হিরণ্য-কশিপু যেমন স্তম্ভের উপর আঘাত করিলেন, অমনি স্তম্ভ দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল। নৃসিংহমূর্ত্তি বহির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করিলেন এবং হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। অনন্তর ভগবান শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লক্ষ্মীর সহিত সিংহাচলে আসিয়া অবস্থান করিলেন।

(৫) গোদাবরী।

বিবরণ ঃ—গোদাবরী (Godavari River) পুণ্যতোয়া নদী। ভগীরথ যেমন গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন, মহাতপা গৌতম ঋষিও তেমনই গোদাবরী আনয়ন করিয়া ছিলেন। এইজন্য গোদাবরীর অপর একটী নাম গৌতমী গঙ্গা। গাং স্বর্গং দদাতি অর্থাৎ স্বর্গ দান করে যে সেই 'গোদা'। তাহাদের মধ্যে বরী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা। গোদাবরী এমনই মহাপুণ্যময় তীর্থ। বস্তুতঃ আর্য্যাবর্ত্তে যেমন ভাগীরথী, দক্ষিণাপথে তেমনি গোদাবরী।

নাসিক জেলায় ব্রহ্মগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া, দক্ষিণাভিমুখে গমন করতঃ গোদাবরী নদী ন্যূনাধিক সাড়ে চারিশত ক্রোশ ভূমি অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। গোদাবরী নদীর উপকূলস্থ কাননরাজির শোভা অনির্ব্বচনীয়।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M & S. M. R) মান্দ্রাজ-সেণ্ট্রাল—ওয়ালটীয়ার লাইন। ষ্টেশন—গোদাবরী অথবা কব্বুর।

(৬) বিদ্যানগর।

বিবরণ ঃ—বিদ্যানগর (Rajamundry) মান্দ্রাজের গোদাবরী জেলায় একটী নগর। বিদ্যানগর চৈতন্য দেবের সময় উৎকল রাজের দক্ষিণ প্রদেশের রাজধানী ছিল।

অতি প্রাচীন কালে 'রাজমহেন্দ্র' নামে এক রাজা পবিত্র সলিলা গোদাবরী তটে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাকে বারাণসীধামের মত পুণ্য ক্ষেত্রে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিয়া, গোদাবরী

তটস্থ পর্ব্বতে কোটী লিঙ্গ ক্ষোদাইয়া প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল না হইলেও অদ্যাবধি রাজমাহেন্দ্রীর সমীপবর্ত্তীস্থান কোটী লিঙ্গ তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M & S. M. R)

মান্দ্রাজ-সেণ্ট্রাল—ওয়ালটীয়ার লাইন। ষ্টেশন—রাজমাহেন্দ্রী এব গোদাবরী।

(৭) গৌতমী গঙ্গা।

বিবরণ ঃ—গৌতমীগঙ্গা (Goutami Godavari) পুণ্যতোয়া নদী। গৌতম ঋষি তপস্যা করিয়া গোদাবরী গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন; সেইজন্য গোদাবরী নদীর অপর নাম গৌতমী গঙ্গা।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M & S M. R)

মান্দ্রাজ-সেণ্ট্রাল—ওয়ালটীয়ার লাইন। ষ্টেশন গোদাবরী।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা ঃ—পুরাকালে মহর্ষি গৌতম গোহত্যা পাপে লিপ্ত হন। সেই গোহত্যা জনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মহর্ষি, গণপতি দেবের পরামর্শে হরশিরবিহারিনী গঙ্গাকে ভূতলে আনিতে সঙ্কল্প করিয়া ত্র্যম্বক পর্ব্বতে গমন করতঃ ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেবের তপস্যা করিতে লাগিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব মহর্ষির তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি প্রদান করেন। গৌতম ঋষির প্রার্থনা অনুসারে হরজটাস্থিতা গঙ্গা ভূতলে অবতীর্ণা হইলেন এবং সেই গঙ্গা নদীর নাম হইল গৌতমী গঙ্গা।

(৮) মল্লিকার্জ্জুন।

বিবরণ :—মল্লিকার্জ্জুন দেবতার নাম, স্থানের নাম নহে। "শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম" শ্রীশৈলে অধিষ্ঠিত অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গ, ইনি দ্বাদশ লিঙ্গের অন্যতম মল্লিকার্জ্জুন নামক মহাদেব। বোধ হয় এটী ভুল, কেন না ইহার কিছু পরেই 'শ্রীশৈল' নামের উল্লেখ আছে। চৈতন্য চরিতামৃত মতে এই স্থানের দেবতার নাম 'দাসরাম মহাদেব'। এই তীর্থের নাম 'মধ্যার্জ্জুন' হওয়া সম্ভব।

মধ্যার্জ্জুন (Madhyarjunam) ইহার অপর নাম তিরুভাদা-মারুড়ুর ; মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী, তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোণম তালুকে একটী নগর। ইহা বীরসোলনর নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট একটী বৃহৎ শিব মন্দির আছে, মন্দিরস্থ শিব লিঙ্গের নাম মহালিঙ্গ স্বামী। এই স্থানে প্রতিবৎসর কয়েকটী উৎসব হয় বৈশাখে কল্যাণোৎসব, আশ্বিনে নবরাত্রি উৎসব এবং মাঘ মাসে রথযাত্রা। ঠাকুরের রথ অতি বৃহৎ এবং পরম রমনীয়। সমগ্র ভারতের মধ্যে ঈদৃশ বিশাল রথ নিতান্ত বিরল। সুদীর্ঘ রজ্জুদ্বারা বহুসংখ্যক লোক রথ টানিয়া থাকে। রথযাত্রার সময় অগণনীয় তীর্থ যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের ভিতর Pariahs অর্থাৎ দক্ষিণাপথ বাসী নীচ অস্পৃশ্য জাতির নরনারীগণ দেবতার রথ টানে বলিয়া, অনুমান হয় শ্রীচৈতন্যদেব শিব-লিঙ্গের নামকরণ করিয়াছেন 'দাসরাম মহাদেব'।

পথ :—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R.)

মান্দ্রাজ—ভিল্লুপুরম—মায়াভরম—ত্রিচিনোপলী লাইন

ষ্টেশন—তিরুভাদা-মারুড়ুর।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা :—পূর্ব্বদিকের ফটকে ব্রহ্মহত্যার একটী মূর্ত্তি খোদিত আছে। কথিত আছে কোনও চোল রাজা ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি পাপমোচনের জন্য বহু তীর্থে ভ্রমণ করেন কিন্তু নিহত ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা তাহার পশ্চাৎ ধাবন করিতে ক্ষান্ত হন না। পরিশেষে মহালিঙ্গস্বামী দর্শন করিয়া পাপমুক্ত হইলে ব্রহ্মদৈত্য তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করেন।

(৯) আহোবল।

বিবরণ :—আহোবল (Ahobilum) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কর্ণুল জেলায় একটী গ্রাম। এখানে নৃসিংহ দেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। গ্রামটী নালামালাইস্ পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। অদ্যাপি তথায় একটি পর্ব্বত শৃঙ্গে তিনটি বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান আছে। তাহারই একটীতে নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। শ্রীরামানুজ মতাবলম্বী শ্রীবৈষ্ণবেরা উক্ত মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে এইস্থানে উৎসব হইয়া থাকে। এখন মন্দিরটী অনাদৃত অবস্থায় আছে।

পথ :—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M. & S. M. R.) বেজওয়াদা—গুণ্টাকাল লাইন। ষ্টেশন—নন্দিয়াল।

আহোবল, নন্দিয়াল ষ্টেশন হইতে প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে।

(১০) সিদ্ধবট।

বিবরণ :—সিদ্ধবট (Sidhout) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কাড্ডাপা জেলায় একটী নগর। এখানে একটী সিদ্ধি প্রাপ্ত বটবৃক্ষ আছে সেইজন্য এই স্থানের নাম সিদ্ধবট। পেন্নার নদী তীরস্থ সিদ্ধবট তীর্থ, গঙ্গার

তটস্থিত বারাণসী ধামের ন্যায় সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই কারণে ইহা 'দক্ষিণ কাশী' নামে অভিহিত। এইস্থানে সীতাপতি কোদণ্ডরাম স্বামীর মন্দির বিদ্যমান। এখানে অক্ষয় বট ও বটেশ্বর শিব আছেন।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে। (M & S. M. R) মান্দ্রাজ-সেণ্ট্রাল—রাইচুর লাইন। ষ্টেশন—সিধাউট।

(১১) স্কন্দ ক্ষেত্র।

বিবরণ ঃ—(ক) বিশাখপত্তন (Vizagapattam) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার প্রধান সহর। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিশাখ স্বামীর অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়র নাম হইতে সহরের নামকরণ হইয়াছে। কার্ত্তিকেয় স্বামীর মন্দির এক্ষণে সাগর গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। যেস্থানে ঐ মন্দির ছিল, তথায় অদ্যাপি হিন্দুরা যোগ উপলক্ষে সাগর স্নান করিয়া থাকেন।

পথ ঃ—বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে (B. N. R)
হাওড়া—ওয়ালটীয়ার লাইন। ষ্টেশন—ভিজাগাপট্টম।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা ঃ—(ক) পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা কুলতুঙ্গ চোল, বারাণসী যাত্রার পথে এই স্থানে দুই চারি দিন অবস্থান করেন। রাজা এই স্থানের শোভা দেখিয়া মোহিত হন এবং এইস্থানে বিশাখদেবের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া মন্দির মধ্যে বিশাখ দেবের পিত্তল নির্ম্মিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বিশাখের অর্থ কার্ত্তিকেয়। বিশাখদেব চোল রাজাদিগের কুল দেবতা।

বিবরণ ঃ—(খ) চেউর (Cheyur) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গেল-

পুট জেলায় একটী নগর। মাদুরাণ্টকম নগরের তের মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। চেউরে তিনটী সুপ্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে। মন্দিরস্থ দেবতার নাম ১। কৈলাস নাথর। ২। সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকেয়। ৩। বাল্মিকী নাথর।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মান্দ্রাজ—মায়াভরম্—ধনুস্কোটী লাইন। ষ্টেশন—মাদুরাণ্টকম্।

বিবরণ ঃ—(গ) তিরুত্তানি (Tiruttani) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলায় একটি পার্ব্বত্য গ্রাম। পর্ব্বতোপরি মন্দির মধ্যে সুব্রহ্মণ্যস্বামীর দণ্ডায়মান প্রস্তর মূর্ত্তি বিরাজমান। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে উৎসব উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M. & S. M. R)

মান্দ্রাজ-সেণ্ট্রাল—রাইচুর লাইন। ষ্টেশন—তিরুত্তানি।

পৌরাণিক অখ্যায়িকা ঃ—(গ) তিরুত্তানি গ্রামে দেবতার আবির্ভাব বিষয়ে স্থানীয় প্রবাদ এই, পুরাকালে সুব্রহ্মণ্যস্বামী তারকাসুর বধ করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করেন। তিরুত্তানি, "তিরুত্তানি গৌ" এই শব্দের অপভ্রংশ। ইহার অর্থ সুবিশ্রাম। ইন্দ্র স্বর্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে, সুব্রহ্মণ্যস্বামীর করে আপন কন্যা 'দেবসেনা'কে অর্পণ করেন। সুব্রহ্মণ্য স্বামী তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাহার পর 'বল্লীম্মা' নাম্নী অপর এক রমণীকে বিবাহ করেন।

মন্দিরে সুব্রহ্মণ্যস্বামীর দণ্ডায়মান প্রস্তরময় মনুষ্যাকৃতি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজমান। দেবসেনা ও বল্লীম্মার মন্দির পৃথক স্থানে অবস্থিত।

(১২) ত্রিমঠ।

বিবরণ ঃ—ত্রিমঠ-কাঞ্চিপুর (Conjeeveram)। বৌদ্ধদিগের, শৈবদিগের এবং শ্রীবৈষ্ণবদিগের মঠ আছে বলিয়া কাঞ্চীপুরকে ত্রিমঠ বলে।

(১) ৬৬০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউএনথ্ সঙ্গ আপন ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে কাঞ্চীপুর উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময় এইস্থানে বৌদ্ধদিগের একটী আবাস ছিল। কাঞ্চীপুরের রাজা বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। হিউএনথ্ সঙ্গ এর সময় বিষ্ণুকাঞ্চীতে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব ছিল, তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে একথা লিখিত আছে। তাঁহার সময়ে কাঞ্চীতে একশত বৌদ্ধসঙ্ঘরাম ছিল। ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব কাঞ্চীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধগণ কাঞ্চীকে পুণ্যতীর্থ মনে করেন। এখনও কাঞ্চীর তন্তুবায়-পল্লীর প্রান্তদেশে একটী বৌদ্ধ মন্দির আছে।

(২) ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সময় কাঞ্চীপুর একটি প্রধান শৈবতীর্থ ছিল। তিনি তাঁহার শেষ জীবন একাম্রনাথের মন্দিরে অতিবাহিত করেন।

(৩) বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদারাজ স্বামীর মন্দির আছে। ইহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীবৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান আশ্রম।

"মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গেলপুট জেলায় কাঞ্চীর নিকট দেবতা ত্রিবিক্রম বামন দেবের মন্দির বিদ্যমান। মন্দির সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে। ত্রিবিক্রম বামন দেবের অর্চ্চনা মূর্ত্তি রোমাঞ্চকারক। ভারতের কুত্রাপি এত বড় লোমহর্ষণ দেবমূর্ত্তি আর নাই। অনন্তশয্যায় শয়ান শ্রীরঙ্গমন্দিরে শ্রীরঙ্গনাথের অর্চ্চনা মূর্ত্তি বৃহৎ কিন্তু ত্রিবিক্রম দেবের

মূর্ত্তি তাহা অপেক্ষা বিরাট, বিশাল ও ভয়-ভক্তিপ্রদ। মূর্ত্তি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত, ত্রিশ ফুট উচ্চ; এক পাদ আকাশে উত্থিত, আর এক পাদ বলির মস্তকে স্থাপিত। ভগবান ভক্ত বলিকে ছলনা করিয়া বামন হইয়াও কিরূপ বিরাট বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া ছিলেন তাহা এই মূর্ত্তি দর্শনে কতকটা হৃদয়ঙ্গম হয়।"

সত্যেন্দ্রকুমার বসু 'ভারত ভ্রমণ'।

পথঃ—(১৮) কাঞ্চীপুর (Conjeeveram) দেখুন।

পৌরাণিক আখ্যায়িকাঃ—বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার বামন অবতারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপঃ—

দৈত্যরাজ বলি প্রবল হইয়া দেবতাদিগকে দেবলোক হইতে বিচ্যুত করিলে দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু দেবতাদিগের উদ্ধার কল্পে কশ্যপ মুনির ঔরসে তৎপত্নী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মপরিগ্রহ করেন।

অনন্তর বলি একদা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, ঘোষণা করিয়া ছিলেন যে, এই যজ্ঞে যে যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাকে তাহাই দেওয়া যাইবে। বামন ধীরে ধীরে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলে বলিরাজ তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে সম্মত হইলেন। তখন বামনদেব স্বীয় নাভিদেশ হইতে অন্য একটী পদ বহির্গত করিয়া ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল আবৃত করিয়া ফেলিলেন। বলিরাজ নিজের বাসের জন্য একটু স্থান চাহিলে বামনদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একশত জন মূর্খ লইয়া স্বর্গে বাস করিতে ইচ্ছা কর, অথবা পাঁচজন পণ্ডিত লইয়া পাতালে বাস করিতে চাও?" বলিরাজ পণ্ডিতসহ পাতালে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বামন তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দেবগণও নিষ্কণ্টক হইলেন।

(১৩) বৃদ্ধকাশী।

বিবরণঃ—বৃদ্ধকাশী (Vriddhachalam) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলায় মণি মুক্তাণ্ডি নদীর তীরে একটী পার্ব্বত্য নগর। বৃদ্ধাচলের নিকটে বৃদ্ধগিরীশ্বর শিবের মন্দির বিগুমান।

পথঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

ভিল্লুপুরম্—বৃদ্ধাচলম্—ত্রিচিনোপলী লাইন। ষ্টেশন—বৃদ্ধাচলম্।

পৌরাণিক আখ্যায়িকাঃ—প্রলয় কালে শেষশয্যায় শয়ান ভগবান বিষ্ণুর কর্ণ হইতে দুইটী দৈত্য বহির্গত হইয়া বিষ্ণুকে সমরে আহ্বান করে। বিষ্ণু সমরে পরাজিত হইয়া, দৈত্যদ্বয়কে তাহাদের অভিলাসানুযায়ী বর দিতে চাহিলেন। দৈতদ্বয় তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া পরাজিত বিষ্ণুকেই তাঁহার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, 'তোমরা আমার বধ্য হও' ভগবান এই বর প্রার্থনা করিলেন। দৈত্যদ্বয় বিষ্ণুর প্রার্থনায় সম্মত হইলে, ভগবান তাহাদিগকে নিধন করেন। মৃতদেহ জলে নিক্ষিপ্ত হয়। ব্রহ্মার অনুরোধে ঐ দেহ মৃত্তিকায় রূপান্তরিত করা হয় এবং ক্রমশঃ কঠিন হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে পর্ব্বতে পরিণত হয়। ইহা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম পর্ব্বত বলিয়া এই পর্ব্বতের নাম বৃদ্ধগিরি বা বৃদ্ধাচলম্।

(১৪) ত্রিপদী ত্রিমল্ল।

বিবরণঃ—ত্রিপদী—ত্রিমল্ল (Tiruvannamalai)। ইহাকেই অরুণাচলতীর্থ বলে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলায় একটী পার্ব্বত্য নগর। এখানে ভগবান আশুতোষের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির

অন্যতম তেজোমূর্ত্তি বিরাজমান। ইহা ব্যতীত পার্ব্বতী দেবী, সুব্রহ্মণ্যদেব, চণ্ডিকেশ্বর প্রভৃতি অনেক দেব দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন।

দেবতার নাম তিরবন্নমলয়েশ্বর বা অরুণাচলেশ্বর। দেবীর নাম আপীতকুচাম্বল। এইস্থানে বৎসরে দুইবার উৎসব হইয়া থাকে। প্রথম কার্ত্তিকমাসে; দ্বিতীয় চৈত্রমাসে। কার্ত্তিকমাসের উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অন্ধকারময় বিমান বা অর্চ্চনা মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গের তেজোমূর্ত্তি বিরাজমান। এইস্থানে বায়ু বা আলোক প্রবেশের উপায় নাই। পূজক আলো লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে যাত্রীগণ বাহির হইতে দেবদর্শন করেন।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R.)

কাট্‌পাড়ী—ভিল্লুপুরম লাইন। ষ্টেশন—তিরভান্নামলয়।

N. B.—ত্রিপদী—ত্রিমল্ল তিরুভান্নামলয় নাও হইতে পারে। কেননা এইস্থানে শ্রীচৈতন্যপ্রভু চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। এইটী ত্রিমল্ল (তিরুমালা) হওয়াই সম্ভব।

পথ ঃ—(১৯) ত্রিমল্ল দেখুন।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা ঃ—মহাদেবের তেজোমূর্ত্তির আবির্ভাব বিষয়ে কথিত আছে—একদা দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতী-দেবীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া দেবীকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, "তাঁহা হইতে পৃথিবীর অমঙ্গল হইয়াছে, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" পার্ব্বতী প্রথমে গঙ্গাতীরে অনেক বৎসর তপস্যা করিলেন, তৎপরে কাঞ্চীপুরে গিয়া "কামাক্ষী দেবী" নাম ধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতে থাকেন। পরিশেষে সদাশিব তিরুবন্নমলয় নামক স্থানে পর্ব্বতশিখরে যাইয়া পার্ব্বতীকে তপস্যা করিতে আদেশ করিলেন। দেবী আদিষ্টস্থানে

গিয়া কঠোর তপস্যা করিলে ভগবান্ চন্দ্রশেখর, দেবীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া জ্যোতির্ম্ময় রূপে দর্শন দিলেন এবং পর্ব্বতোপরি পার্ব্বতীদেবীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এখনও অরুণাচলে সেই মহাদেব ও মহাদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে।

(১৫) বেঙ্কটারে।

বিবরণ ঃ—বেঙ্কটারে (Venkatagiri) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেলোর জেলায় একটী পার্ব্বত্য নগর। ব্যঙ্কটেশ্বর মহাদেবের নামানুসারে পর্ব্বতের নাম ব্যঙ্কটগিরি হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে শ্রীব্যঙ্কটাচল মাহাত্ম্যে দেখা যায়, শ্রীরামানুজাচার্য্য ব্যঙ্কটশৈলে আসিয়া আকাশগঙ্গা নামক তীর্থে পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রদ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার তপে সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষীভূত হইয়া ছিলেন। রামানুজ কলির ৪১১৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব প্রায় ৯০০ শত বৎসর পূর্ব্বেও এই মহাতীর্থ প্রসিদ্ধ ছিল।

পর্ব্বত শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু ঝরণা ও তাহাদের নিকট ছোট বড় অনেক জলাশয় আছে। তাহারা সকলেই পূণ্যতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। তাহাদিগের মধ্যে ৭টী প্রধান। (১) স্বামীতীর্থ, (২) বিয়ৎগঙ্গা বা আকাশগঙ্গা, (৩) পাপবিনাশিনী, (৪) পাণ্ডবতীর্থ, (৫) তুম্বীর কোনা, (৬) কুমারবারিকা, (৭) গোগর্ভ।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M & S. M. R) ব্রাঞ্চ লাইন ঃ—কাটপাডী—গুডুর। ষ্টেশন—ভেনকাটাগিরি।

(১৬) ত্রিপদী।

বিবরণ ঃ—(ক) তিরুবাদী (Tiruvadi) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর

তাঞ্জোর জেলায় একটী সহর। ইহাকে তিরুভেয়রও বলে। সংস্কৃত ভাসায় পঞ্চনদম অর্থাৎ পঞ্চপবিত্র নদী বলে। উৎসবের সময় অন্যান্য নিকটবর্ত্তী মন্দিরের দেবতাগুলিকে এই স্থানের দেবতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এইস্থানে আনয়ন করা হয়।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মান্দ্রাজ—তাঞ্জোর—ধনুস্কোটী লাইন। ষ্টেশন—তাঞ্জোর। তাঞ্জোর হইতে ৭ মাইল দূরে, কাবেরী নদীর উত্তর তীরে তিরুবাদী নগর।

বিবরণ ঃ—(খ) তিরুপাটী (Tirupati) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলায় প্রসিদ্ধতীর্থ তিরুমালা যাইবার পথে একটী সহর। এখানে ১৫টী মন্দির আছে। তাহাদের মধ্যে শ্রীব্যাঙ্কটেশ্বর স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দরাজ স্বামী এবং রাম স্বামীর মন্দির বিখ্যাত।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M & S. M. R) ব্রাঞ্চ লাইন ঃ—কাটপাডী—গুডুর। ষ্টেশন—তিরুপাটী ইষ্ট।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা ঃ—তিরুবাদী কথার উৎপত্তি তামিল ভাসায় তিরু অর্থে পবিত্র, আই অর্থে পঞ্চ এবং আদী অর্থে নদী অর্থাৎ পঞ্চ পবিত্র নদীর দেশ। সংস্কৃত ভাসায় ইহার নাম পঞ্চনদম্। কাবেরী, কোলেরুণ, কোদামূর্ত্তি, ভেত্তার ও ভেন্নার এই পাঁচটী নদী ছয় মাইলের মধ্যে প্রায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এই পাঁচটী নদী হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এই স্থান অতি পবিত্র ও পুণ্যময় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই নগরটী কাবেরীর উত্তর তীরে অবস্থিত। নদীতীরে একটী শিবমন্দির আছে। ভগবানের নাম পঞ্চনদীশ্বর স্বামী।

(১৭) পানা নরসিংহ।

বিবরণ ঃ—(ক) মঙ্গলগিরি (Mangalgiri) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর

গণ্টুর জেলায় একটী নগর। ইহা একটী প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ। মঙ্গলগিরি দূর হইতে হস্তীর ন্যায় দেখায়। পর্ব্বতের পাদদেশে একটী বৃহৎ বিষ্ণু মন্দির আছে। পাহাড়ের উপর মন্দিরে যে নৃসিংহ মূর্ত্তি আছেন ইহা তাঁহারই ভোগমূর্ত্তি। উৎসবের সময় এই ভোগমূর্ত্তির দ্বারা উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই মন্দির পাহাড়ের মধ্যস্থলের পাথর কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। মূর্ত্তি পাহাড়ের গাত্রে যেন সংলিপ্ত, কেবল মাত্র পিত্তল নির্ম্মিত সিংহাকৃতি মুখ বাহির হইয়া আছে। ইনি গুড়ের পানা পান করিয়া থাকেন। ইনি এমনি ভক্তবৎসল যে, যত পরিমাণ পানা হউক না কেন তাহার অর্দ্ধেক প্রসাদ ভক্তের জন্য রাখিয়া দেন।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M & S. M. R) বেজওয়াদা—গুণ্টাকাল—হাবলি লাইন। ষ্টেশন—মঙ্গলগিরি।

বিবরণ ঃ—(খ) পেন্নাহোবিলাম (Pennahobilam) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলায় পেন্নার নদীর তীরে অবস্থিত একটী গ্রাম। ইহা একটী পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে ভগবান বিষ্ণুর অবতার নরসিংহ দেবের মন্দির আছে।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M & S. M. R) বেজওয়াদা—গুণ্টাকাল—বেলারি—হাবলি লাইন।

ব্রাঞ্চ লাইন ঃ—বেলারি—রায়দুর্গ ; ষ্টেশন—রায়দুর্গ, হইতে পূর্ব্বে। অথবা গুণ্টাকাল—বাঙ্গালোর লাইন, ষ্টেশন—অনন্তপুর, হইতে পশ্চিমে, পেন্নার নদী তীরে।

(১৮) কাঞ্চী।

বিবরণ ঃ—কাঞ্চী (Conjeeveram) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গেল-পুট জেলার প্রধান সহর।

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা,
পুরী, দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।

কাঞ্চী এই সাতটী মোক্ষদায়িকা তীর্থের অন্যতম। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুগণ যেমন অন্তিমে কাশীধামের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শেষ-জীবন অতিবাহিত করিবার বাসনা করেন, দক্ষিণাপথের হিন্দুগণও তেমনি শেষজীবন কাঞ্চীতে অতিবাহিত করিবার কামনা করেন। স্থল পুরাণ মতে বারাণসী, রামেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র অপেক্ষাও কাঞ্চীপুর পূণ্যতীর্থ। কাঞ্চীপুরম্ সংস্কৃত শব্দ; ইহার অর্থ স্বর্ণময় সহর। এক সময়ে কাঞ্চী 'নগরেষু কাঞ্চী' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কাঞ্চী সহর অতি প্রাচীন।

কাঞ্চীপুর দুই অংশে বিভক্ত ১। শিবকাঞ্চী, ২। বিষ্ণুকাঞ্চী।

১। শিবকাঞ্চী, ইংরাজেরা ইহাকে Big Kanchi বলে। শিবকাঞ্চীর দেবতার নাম একাম্রনাথ; দেবীর নাম কামাখ্যা বা কামাক্ষী। ইহা ব্যতীত কচ্ছপেশ্বর মহাদেব, কৈলাশ নাথ, ত্রিবিক্রম প্রভৃতি নানা দেবতা আছেন। শিবকাঞ্চী, কাশীধামের ন্যায় শিবভক্তগণের প্রধান তীর্থ। এখানে ভগবান্ ভবানীপতির পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম ক্ষিতি মূর্ত্তি বিরাজমান। লিঙ্গ মৃত্তিকায় নির্ম্মিত। দক্ষিণ দেশের অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এই মন্দিরের গোপুরম অর্থাৎ তোরণ দ্বার ভারতে অদ্বিতীয়। এরূপ বিশাল উচ্চ গোপুরম মাদুরা, রামেশ্বর কিম্বা শ্রীরঙ্গমেও নাই। বিমান মধ্যে ভগবান 'একাম্র-নাথ' শিবলিঙ্গ বিরাজমান। ইহাই ভগবানের অর্চ্চনামূর্ত্তি। ইহার ভোগমূর্ত্তি পঞ্চধাতু নির্ম্মিত চতুর্ভূজ মনুষ্য মূর্ত্তি। মহোৎসবের সময় এই ভোগমূর্ত্তিকে সহর প্রদক্ষিণ করান হয়।

২। বিষ্ণু কাঞ্চীর দেবতার নাম শ্রীবরদারাজ স্বামী। শিবকাঞ্চীর

মন্দির অপেক্ষা এই মন্দির আড়ম্বরে ও সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ। সম্ভবতঃ শ্রীরামানুজাচার্য্য এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা ইহাকে Little Kanchi বলিয়া থাকেন। শ্রীবরদারাজ স্বামীর কিরীট-কুণ্ডল শোভিত নানা অলঙ্কারমণ্ডিত কৃষ্ণ প্রস্তরের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অতি সুন্দর ও সৌম্য। ইহাই ভগবানের অর্চ্চনামূর্ত্তি। বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীর দিন গরুড়োৎসব কালে দেবতার ভোগমূর্ত্তিকে রথে চাপাইয়া সহর প্রদক্ষিণ করান হয়।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মান্দ্রাজ—ভিল্লুপুরাম—ত্রিচিনোপলী—মাদুরা—ধনুষ্কোটী লাইন।

ব্রাঞ্চলাইন ঃ—চিঙ্গেলপুট—আরকোনাম (S. I. R) ষ্টেশন—কাঞ্জী-ভেরম্।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা ঃ—(১) কামাক্ষী দেবীর আবির্ভাব বিষয়ে স্থলপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—কোনও সময়ে পার্ব্বতী দেবী কৌতুক করিয়া মহাদেবের চক্ষু আবরণ করিলে বিশ্বসংসার অন্ধকার হইয়া যায়। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য দেবী মহাদেবের আদেশে কাঞ্চীপুরের একাম্রনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিয়া ছয়মাস যাবৎ 'কামাক্ষী দেবী' রূপে তপস্যা করিলে মহাদেব তাঁহার পাপমোচন করেন। তদবধি দেবী উক্তনামে পৃথক মন্দিরে বিরাজিতা আছেন।

(২) একাম্রনাথের মন্দির অতি পুরাতন। এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটী পুরাতন আম্র বৃক্ষ আছে। এই আম্র বৃক্ষের চারিটী ডালে মিষ্ট, কটু, তিক্ত ও অম্ল এই চারি রসের আম্র জন্মিয়া থাকে। অর্চ্চকেরা কহিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে ঐ আম্র বৃক্ষ হইতে প্রত্যহ একটী করিয়া পক্ক আম্র পাওয়া যাইত এবং সেই আম্র ভোগ দেওয়া হইত। সেই কারণ মহাদেব একাম্রনাথ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

(১৯) ত্রিমল্ল।

বিবরণঃ—ত্রিমল্ল (Tirumala) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলায় একটী পার্ব্বত্য নগর। ইহা একটী প্রধান বৈষ্ণব তীর্থ। তিরুপতি-ইষ্ট ষ্টেশনের নিকট তিরুমালার মহান্ত মহারাজ বাস করেন। ব্যাঙ্কটপর্ব্বতের উপরে দেব মন্দির। বিষ্ণুর অবতার ভগবান শ্রীব্যাঙ্কটেশ্বর স্বামী বা বালাজী এই মন্দিরে বিরাজমান। এখানে অনেকগুলি পবিত্র সরোবর আছে। পূর্ব্বে ইহা শৈবতীর্থ ছিল। সুব্রহ্মণ্যস্বামীর মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেন। শ্রীরামানুজচার্য্যের সময় কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অপূর্ব্ব বিষ্ণু মূর্ত্তি শোভা পাইতে লাগিল। তদবধি এই মূর্ত্তির শ্রীরামানুজা-চার্য্যের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পূজা হইতেছে।

পথঃ—তিরুপতিতে দুইটী ষ্টেশন আছে (১) তিরুপতি-ইষ্ট, (২) তিরুপতি-ওয়েষ্ট। দুইটী ষ্টেশন একমাইল দূরবর্ত্তী।

মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M. & S. M. R)

কাট্পাডী—পাকালা—গুডুর লাইন। ষ্টেশন—তিরুপতি-ইষ্ট ও তিরুপতি-ওয়েষ্ট।

পৌরাণিক আখ্যায়িকাঃ—কোন সময়ে শেসনাগের সহিত পবনদেবের কলহ হয়। দুই জনের মধ্যে কে অধিকতর বলবান ইহার মীমাংসা করিবার জন্যই কলহের উৎপত্তি। অনেক বাদানুবাদের পর এই স্থির হয় যে, শেষনাগ মেরুপর্ব্বতের অংশ বেঙ্কটগিরিকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। পবনদেব শেষনাগকে তথা হইতে অপসারিত করিতে পারিলেই বায়ু বলবত্তর বলিয়া প্রমাণিত হইবেন। পবনদেব প্রচণ্ড ঝড় উৎপাদন করিয়া বেঙ্কটগিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করতঃ সুবর্ণমুখী

নদীর বাম তটে ফেলিয়া দিলেন। শেষনাগ অপমানিত হইয়া নাগ তীর্থে গমন পূর্ব্বক ভগবান বিষ্ণুর তপস্যা করেন। ভগবান বিষ্ণু তাহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাহার প্রার্থনানুসারে বেঙ্কটগিরিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যে মূর্ত্তি অদ্যাপি বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া কথিত তাহা সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মূর্ত্তি। এতৎসম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। কোনও সময়ে রামানুজাচার্য্য আসিয়া মূর্ত্তির হস্তে শঙ্খ, চক্র নাই দেখিয়া বিয়ৎ গঙ্গা তীর্থে বিষ্ণুর উপাসনা করেন। পরে প্রকাশ করেন যে, এই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মূর্ত্তি নহে, উহা বিষ্ণু মূর্ত্তি। পর দিবস দ্বার উন্মোচন হইলে দেখা গেল যে, শঙ্খ, চক্র ধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি মন্দির মধ্যে শোভা পাইতেছে। তদবধি বিষ্ণুপূজা প্রচলিত হইয়াছে।

(২০) ত্রিকালহস্তি।

বিবরণ ঃ—ত্রিকালহস্তি (Kalahasti) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলায় সুবর্ণমুখী নদীর দক্ষিণ তীরস্থ একটী নগর। ভগবান ভবানীপতি আশুতোষের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম বায়ুমূর্ত্তি এখানে বিরাজমান। শিবমন্দিরের দক্ষিণ দিকে স্বামী মণিকুণ্ডেশ্বর নামক আর একটি শিবলিঙ্গ আছে। মণিকুণ্ডেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণে চতুরানন ব্রহ্মার মূর্ত্তি এবং মন্দির আছে। মন্দিরের দক্ষিণে একটী সরোবর আছে, উহার পার্শ্বে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম এবং ভরদ্বাজ স্বামীর মূর্ত্তি বিরাজমান। শিবলিঙ্গের মাথার উপর যে দীপালোক ঝুলান আছে তাহা সর্ব্বদাই যেন বায়ুভরে দুলিতেছে। অন্যান্য প্রদীপ আদৌ আন্দোলিত হয় না। এই কারণে উক্ত শিবলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ নামে অভিহিত হয়।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M. & S. M. R) গুড়ুর—পাকালা—কাট্‌পাডী লাইন। ষ্টেশন—কলহস্তী।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা ঃ—মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম অনাদি বায়ুমূর্ত্তি এখানে বিরাজমান। বায়ুরূপী মহাদেব চতুষ্কোণাকৃতি। বিমানের কোনও দিক দিয়া বাতাস প্রবেশের পথ নাই; কিন্তু লিঙ্গের মাথার উপর যে দীপালোক ঝুলান আছে তাহা সর্ব্বদাই ঈষৎ দুলিতেছে। অন্য কোনও দীপ আন্দোলিত হয় না। লিঙ্গের মস্তকোপরি প্রদীপ আপনাপনি আন্দোলিত হয় বলিয়া উক্ত লিঙ্গ বায়ুলিঙ্গ নামে অভিহিত। কথিত আছে যে ব্রহ্মা কৈলাসের একটী শৃঙ্গ আনিয়া, এইস্থানে স্থাপন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া এই পর্ব্বত দক্ষিণ কৈলাস নামে অভিহিত।

(২১) পক্ষতীর্থ।

বিবরণ ঃ—পক্ষতীর্থ (Tirukkalikkunram) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গেলপুট জেলায় একটী পার্ব্বত্য গ্রাম। ইহাই প্রসিদ্ধ পক্ষীতীর্থ। পর্ব্বতোপরি বৈদ্যলিঙ্গেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ইহা একটী বিখ্যাত তীর্থস্থান। এখানে একটী সরোবর আছে তাহাকে শ্রীপক্ষীতীর্থ বলে। সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিলে নানারূপ ব্যাধি আরোগ্য হয়। প্রত্যহ কাকাতুয়ার ন্যায় দুইটী পক্ষী এই পর্ব্বতে আগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত সরোবরে স্নান করে। পাণ্ডারা ঐ দুইটী পক্ষীকে আহার করান। আহার শেষ হইলে তাহারা চলিয়া যায়। লোকে বলে—তাহারা বারাণসীধাম হইতে আইসে এবং আহারান্তে তিনবার দেবালয় প্রদক্ষিণ করিয়া সেতুবন্ধরামেশ্বর গমন করে। তথা হইতে

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাশীতে গমন করিয়া রাত্রি যাপন করে। ইহারা পক্ষিরূপ-ধারী হরপার্ব্বতী।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S I. R)

মান্দ্রাজ—ভিল্লুপুরম্—মায়াভরম—ত্রিচিনোপলী লাইন। ষ্টেশন—চিঙ্গেলপুট। পক্ষতীর্থ, চিঙ্গেলপুট ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত।

(২২) বৃদ্ধকোলতীর্থ।

বিবরণ ঃ—(ক) মহাবলীপুরম্ (Seven-pagodas) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গেলপুট জেলায় একটী গ্রাম। দক্ষিণাপথের মধ্যে ইহা অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ। এইস্থানে ভগবান বিষ্ণুর স্থলশয়ান মূর্ত্তি বিরাজিত। এই মন্দিরে তিনটী গোপুরম্ আছে। বিমান ও মণ্ডপের গঠন অতি পুরাতন। কথিত আছে এইস্থানেই ভগবান, বামন অবতারে বলিরাজকে ছলনা করিয়াছিলেন।

মন্দির মধ্যে প্রস্তরোপরি বিষ্ণুমূর্ত্তি শয়ানভাবে অবস্থিত আছেন। ইহার কিয়দ্দূরে আরও দুইটী মনোহর মন্দির আছে। প্রথমটীতে গণেশের মূর্ত্তি এবং দ্বিতীয়টীতে মহাবলি চক্রবর্ত্তীর মূর্ত্তি।

মহাবলিপুরের মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য ভারতীয় ভাস্করগণের অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক ; আমেরিকার ও ইউরোপের পর্য্যটকগণ ইহা একবাক্যে স্বীকার করেন। মন্দির হইতে অল্পদূরে পর্ব্বতগাত্রে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। তাহাদের মধ্যে অর্জ্জুনের প্রায়শ্চিত্ত, বামনভিক্ষা, ভগবানের বরাহ অবতারের মূর্ত্তি, বলিপীঠ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

পথ :—মহাবলীপুরম্, চিঙ্গেলপুট ষ্টেশন হইতে ২০ মাইল। এই-স্থানে যাইবার দুইটী পথ আছে।

(১) চিঙ্গেলপুট ষ্টেশনে নামিয়া স্থলপথে হাঁটিয়া যাইলে ২০ মাইল

(২) মান্দ্রাজ হইতে ৭ মাইল দূরে পাপাঞ্চৌরী নামক ঘাট। সেই স্থান হইতে খাল দিয়া জলপথে ৩ মাইল যাইতে হয়।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা :—পুরাকালে পুণ্ডরীক ঋষি বহুদিবস ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাবিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্থলশয়ান মূর্ত্তিতে ভক্তকে দর্শন দিয়াছিলেন। সেইস্থান অবলম্বন করিয়া স্থলশয়ান স্বামীর মন্দির বলিরাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিবরণ :—(খ) শ্রীমুষ্ণম্ (Srimushnam) মান্দ্রাজের দক্ষিণ আর্কট জেলায় একটী গ্রাম। মন্দিরস্থ বিগ্রহের নাম ভূবরাহ। তীর্থ-যাত্রীগণ চিদাম্বরমে মহাদেব দর্শন করিয়া শ্রীমুষ্ণম দর্শন করেন। শ্রীমুষ্ণমে ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতারের একটী মূর্ত্তি বিরাজমান। সেই মূর্ত্তি কষ্টি প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত। কিন্তু প্রবাদ এই যে মৌলিক বিগ্রহটী শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের ছিল।

পথ :—শ্রীমুষ্ণম চিদাম্বর হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। মোটর-বাস সার্ভিস আছে। (২৩) পীতাম্বর দেখুন।

(২৩) পীতাম্বর।

বিবরণ :—পীতাম্বর (Chidambaram) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলায় একটী সহর। চিদাম্বরম অতি প্রাচীন তীর্থ। এখানে ভগবান পশুপতির পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম ব্যোমমূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরমধ্যে কোনরূপ বিগ্রহ বা লিঙ্গ নাই। দেবতা আকাশরূপী বলিয়া মানবচক্ষের অগোচর থাকেন। এইস্থানে অনেক

অনেক দেবালয় আছে। তন্মধ্যে নটরাজ, চিদাম্বর, মহাবিষ্ণু, মহাকালী এবং বিশ্বেশ্বর প্রভৃতির মন্দির বিখ্যাত।

চিদাম্বরমের মন্দির বিরাট, বিশাল ও অদ্ভুত। এই মন্দির অতি প্রাচীন। প্রফেসার ইষ্ট উইক বলেন ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। প্রায় ১১৭ বিঘা জমির উপর উক্ত মন্দির বিদ্যমান।

পথ :—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মান্দ্রাজ—ভিল্লুপুরম—মায়াভরম্—ত্রিচিনোপলী—মাদুরা — ধনুষ্কোটী লাইন। ষ্টেশন—চিদাম্বরম্।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা :—স্থল পুরাণ মতে পঞ্চম মনুর শ্বেতবর্ণ নামে এক পুত্র ধবলরোগাক্রান্ত হইয়া তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে কাঞ্চীপুরে অবগত হইলেন যে, চিদাম্বরম নগরে ব্যাঘ্রপদ ঋষি বাস করিতেছেন। তখন চিদাম্বরমে একটী সামান্য মন্দিরে আকাশরূপী মহাদেব বিরাজ করিতেন। ঋষিবর ঐ মন্দির সন্নিকটে বাস করিতেন। শ্বেতবর্ণ রাজা ঋষির আদেশে হেমতীর্থে স্নান করিবামাত্র ধবলরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। তিনি আকাশরূপী মহাদেবের উৎকৃষ্ট নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আকাশরূপী মহাদেবের মন্দির মধ্যে কোনও বিগ্রহ বা লিঙ্গ নাই।

(২৪) শিয়ালী।

বিবরণ :—শিয়ালী (Shiyali) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলায় একটী নগর। এখানকার মন্দিরে ব্রহ্মপুরীশ্বর মহাদেব আছেন। স্বতন্ত্র মন্দিরে ত্রিপুরাসুন্দরী নামে এক দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। এখানে জ্যৈষ্ঠ মাসে অশ্বোৎসব, আশ্বিন মাসে নবরাত্রোৎসব, মাঘ মাসে শিবরাত্রোৎসব ও চৈত্রমাসে বসন্তোৎসব হইয়া থাকে।

পথ :—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মান্দ্রাজ—ভিল্লুপুরম—মায়াভরম—ত্রিচিনোপলী--মাদুরা—ধানুষ্কোটী লাইন। ষ্টেশন—শিয়ালী।

(২৫) কাবেরী।

বিবরণ :—কাবেরী (Cauvery River) গঙ্গার ন্যায় পুণ্য-তোয়া নদী। পূজাকালীন জলশুদ্ধির সময় ইহারও নাম উল্লেখ করিতে হয়। কার্ত্তিকমাসে দক্ষিণদেশের লোক কাবেরীতে স্নান করে। বৃহস্পতি তুলারাশিতে গমন করিলে মায়াভরমের ঘাটে পুষ্কর যোগ হইয়া থাকে।

পথ :—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মাদ্রাজ—ভিল্লুপুরম—মায়াভরম—ত্রিচিনোপলী—ধনুষ্ককোটি লাইন ষ্টেশন—মায়াভরম এবং ত্রিচিনোপলী।

(২৬) গোসমাজ।

বিবরণ :—গোসমাজ (Mayavaram) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলায় কাবেরী নদীর তীরে একটী নগর। এখানে মহাপ্রভু শিবদর্শন করিয়া ছিলেন। ইহা একটি শৈবতীর্থ। এই স্থানটী মায়াভরম্ বলিয়া বোধ হয় কারণ, কাবেরী নদীর তীরে মায়া-ভরমের ন্যায় বিখ্যাত তীর্থ স্থান আর নাই। মায়াভরম ময়ূর বরম্ শব্দের অপভ্রংশ। মন্দিরমধ্যে ময়ূরনাথস্বামী নামক শিবলিঙ্গ আছেন। স্বতন্ত্র মন্দিরে অভয়ম্বানাম্নী দেবী মূর্ত্তি।

এখান হইতে একক্রোশ দূরে কাবেরীনদীর তীরে তিরুইন্দুলু নামক স্থানে 'পেরুমল রঙ্গনাথের' বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দির। বিগ্রহ

অনন্ত-শয্যায়-শয়ান বিষ্ণুমূর্ত্তি। কথিত আছে ত্রিচিনোপলীর শ্রীরঙ্গ মূর্ত্তি 'আদিরঙ্গম' নামে, কুম্ভকোণমের শার্ঙ্গপাণি 'মধ্যরঙ্গম' নামে এবং মায়াভরমে তিরুইন্দুলুর পেরুমল রঙ্গনাথ 'অন্তরঙ্গম' নামে অভিহিত। মাঘমাসে সমস্ত মাসব্যাপী মাঘোৎসব হইয়া থাকে। বৃহস্পতি তুলারাশিতে গমন করিলে মায়াভরমের ঘাটে পুষ্করযোগ হইয়া থাকে।

পথ :—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মান্দ্রাজ—ভিল্লুপুরম—মায়াভরম—ত্রিচিনোপলী—মাদুরা—ধনুষ্কোটি লাইন। ষ্টেশন—মায়াভরম্।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা :—দেবোৎপত্তির বিবরণ।

মহারাজ অম্বরীষ কাবেরীতটে তিরু-ইন্দুলুতে মহাবিষ্ণুর তপস্যা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শেষপর্য্যঙ্কশয়ান মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষীভূত হন। অম্বরীষ সেই স্থান অবলম্বন করিয়াই মূলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

(২৭) বেদাবন।

বিবরণ :—বেদাবন (Vedaranniyan) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলায় একটী নগর। ইহা মূলীয়ার নদীর সাগরসঙ্গমে অবস্থিত। এই স্থানে একটী পুরাতন শিবমন্দির আছে। বেদারণ্য সমুদ্রস্নানের জন্য বিখ্যাত। মান্দ্রাজ প্রদেশের যে সকল তীর্থে সমুদ্র স্নানের নিমিত্ত যাত্রীসমাগম হয় তন্মধ্যে ধনুষ্কোটীর স্থান প্রথম এবং বেদারণ্যের স্থান দ্বিতীয়।

পথ :—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মান্দ্রাজ—ভিল্লপুরম—মায়াভরম লাইন।

ব্রাঞ্চ লাইন (১) মায়াভরম—তিরুতুরাইপাণ্ডী

(২) তিরুতুরাইপাণ্ডী আগস্তিয়ামপালী। ষ্টেশন—ভেদারানিয়্যান।

(২৮) দেবস্থান।

বিবরণ :—দেবস্থান ইহার অপর নাম তিরুমালা কিম্বা তিরুপতি দেবস্থানম্। (১৯) ত্রিমল্ল দেখুন।

(২৯) কুম্ভকর্ণকপাল।

বিবরণ :—কুম্ভকর্ণ কপাল (Mahamagham tank) কুম্ভকোণম্ নগরের নিকট মহামোক্ষম নামক সরোবর। ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। (৩৫) কামকোষ্ঠী দেখুন।

(৩০) শিবক্ষেত্র।

বিবরণ :—(ক) তাঞ্জোর (Tanjore) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলার প্রধান সহর। শিবগঙ্গা ফোর্টের মধ্যে প্রধান দেবালয় আছে। দুইটী প্রাকার বেষ্টিত প্রাঙ্গণে বৃহদীশ্বর বা বৃদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। প্রাঙ্গণটি বৃহৎ দৈর্ঘ্যে ৮০০ ফুট এবং প্রস্থে ৪১৫ ফুট।

বৃহদীশ্বর মন্দিরের পশ্চাতে শিবগঙ্গা নামে বৃহৎ পুষ্করিণী। এই প্রাঙ্গণে (১) প্রস্তর বেদীর উপর এক প্রকাণ্ড গ্রানইট প্রস্তর নির্ম্মিত শিববাহন বৃষভদেব নন্দী চরণ মুড়িয়া উপবিষ্ট। (২) পার্ব্বতীর মন্দির, দেবীর নাম 'পেরিয়ানা গিরাম্মল'। (৩) সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মন্দির। সুব্রহ্মণ্য কোভিল—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়। দক্ষিণাপথে এই মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, বৃহৎ ও বিখ্যাত। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণ-রায় এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

তাঞ্জোর সহরের সন্নিকটে তিরুভেট্টুরে বিখ্যাত অচলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের তাঞ্জোর নেগাপট্টম ব্রাঞ্চ লাইন জংশনের নিকট অবস্থিত।

পথ : সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মান্দ্রাজ—ভিল্লুপুরম—মায়াভরম—তাঞ্জোর লাইন। ষ্টেশন— তাঞ্জোর।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা :—সংস্কৃত তঞ্জাবুর মাহাত্ম্যে তঞ্জাবুরের উৎপত্তির এই বিবরণ আছে :—তান্‌জাম্ নামে কোন রাক্ষস ঐ স্থানে নিয়ত দৌরাত্ম্য করিত বলিয়া বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। রাক্ষস মৃত্যু-কালে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, যেন তাহার নামে এই নগরের নামকরণ হয়। ভগবান বিষ্ণু "তথাস্তু" বলিয়া সেই স্থান হইতে প্রয়াণ করেন। তদনুসারে ইহার সংস্কৃত নাম তঞ্জাপুর ; তামিল তঞ্জাবুর।

বিবরণ :—(খ) তিনেভেলী (Tinnevelly) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনেভেলী জেলার প্রধান সহর। তাম্রপর্ণী নদীর তীরে একটি বৃহৎ শিব মন্দির আছে। দেবতার নাম বংশেশ্বর মহাদেব। কথিত আছে মধুরাপুরীর বিশ্বনাথ নায়ক, বংশেশ্বর মহাদেবের মন্দির নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান তিনেভেলী তালুকের মধ্যে ৮০টিরও অধিক বৃহৎ শিবমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

পথ :—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মান্দ্রাজ—মায়াভরম—মাদুরা লাইন।

ব্রাঞ্চলাইন—(১) মাদুরা—মনিয়াচী।

(২) মনিয়াচী—ত্রিবেন্দ্রম্। ষ্টেশন—তিনেভেলী।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা :—তিনেভেলী সহরে তাম্রপর্ণী নদী তীরে বংশেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মহাদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে এই

কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। যেস্থানে এখন দেবালয় আছে সেই স্থানে প্রাচীনকালে বাঁশবন ছিল। এক গোপ প্রত্যহ দুগ্ধভার স্কন্ধে লইয়া বনপথ দিয়া গমনাগমন করিত। ঘটনাক্রমে একটী বাঁশ লাগিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার তাহার দুগ্ধভাণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। ঐ গোপ বাঁশ কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে যেমন বাঁশের উপর অস্ত্রাঘাত করিল অমনি বাঁশ হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে গোপ সেই বংশমূলে একটী শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইল। পরে তত্রত্য রাজাকে সংবাদ দিলে তিনি স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা সেই অনাদিলিঙ্গের উপর এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। বাঁশ বনের ভিতর ভগবান ছিলেন বলিয়া নাম হইল 'বংশেশ্বর মহাদেব।'

(৩১) পাপনাশম।

বিবরণঃ--(ক) পাপনাশম (Papanasam) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলায় একটি নগর। এখানে দুইটী শিব মন্দির এবং একটী বিষ্ণু মন্দির বিদ্যমান। পাপনাশম রেলওয়ে ষ্টেশন, কুম্ভকোণম সহর হইতে দশমাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মান্দ্রাজ—মায়াভরম—ত্রিচিনোপলী লাইন। ষ্টেশন—পাপনাশম।

বিবরণ ঃ—(খ) পাপনাশম (Papanasam) মান্দ্রাজের তিনেভেলী জেলায় সহ্য পর্ব্বতের পাদদেশে তাম্রপর্ণী নদী তীরে অবস্থিত একটী নগর। এখানে একটি বৃহৎ বিখ্যাত শিবমন্দির আছে। অতি সন্নিকটে একটি চমৎকার জলপ্রপাত আছে। এই জলপ্রপাত অতি পবিত্র বলিয়াই বিবেচিত হয়। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এখানে

আগমন করে। পাপনাশম, অম্বাসমুদ্রম্ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

পথ :—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R.)

মনিয়াচী—তিনেভেলী—ত্রিবেন্দ্রম লাইন। ষ্টেশন—অম্বাসমুদ্রম।

(৩২) শ্রীরঙ্গক্ষেত্র।

বিবরণ :—শ্রীরঙ্গক্ষেত্র (Srirangam) মান্দ্রাজের ত্রিচিনোপলী জেলায় একটী নগর। সহ্যাদ্রিনিঃসৃতা পবিত্রসলিলা কাবেরী ও কোলেরুণ নদীর মধ্যে এক চরদ্বীপ আছে। এই চরদ্বীপ ১৭ মাইল দীর্ঘ ও দেড় মাইল বিস্তৃত। এই চরদ্বীপের মধ্যেই শ্রীরঙ্গ মন্দির ও শ্রীজম্বুকেশ্বর মন্দির।

শ্রীরঙ্গ মন্দির বিরাট ও বিশাল। এই মন্দির সপ্ত প্রাকার বেষ্টিত এবং ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টী গোপুরম্ আছে। এরূপ বৃহৎ মন্দির ভারতে আর নাই। ইহার বিমান বা দেবার্চ্চনা নগণ্য কিন্তু প্রাকার ও গোপুরম্ সমূহ বিস্ময়কর। দেবার্চ্চনা ও অভ্যন্তরস্থ তিন প্রাকার বেষ্টিত স্থানের নাম অন্তরঙ্গ; উহার মধ্যে অহিন্দুকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। এক একটী প্রাকার বেষ্টিত স্থান যেন এক একটী পল্লী। ইহার মধ্যে ধর্ম্মশালা, দোকান, বাজার, হাট ও অসংখ্য লোকের বাস। বিমান ক্ষুদ্র বটে কিন্তু শ্রীসম্পদহীন নহে। বিমান সম্মুখস্থ মণ্ডপ বৃহৎ ও কারুকার্য্যময়। বিমানের ভিতর ঘোর অন্ধকার; শত শত প্রদীপ উহার অন্ধকার দূর করে। ভগবান বিষ্ণুর অর্চ্চনামূর্ত্তি প্রাচীর গাত্রে সংলগ্ন। তিনি অনন্ত শয্যায় শায়িত; লক্ষ্মীদেবী পদসেবায় নিযুক্তা। এই মূর্ত্তিটি উজ্জ্বল কৃষ্ণ-প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত। মন্দির মধ্যে একটী পুষ্করিণী আছে। তাহার নাম

'চন্দ্র পুষ্করিণী' ; ইহা একটি মহাতীর্থ। শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে ঃ—শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চন্দ্র পুষ্করিণী ব্যতীত বিল্ব, শ্রীনিবাস, জম্বুক, অশ্বত্থ, পলাশ, পুন্নাগ, বকুল, কদম্ব ও আম্র এই নয়টি তীর্থ বিদ্যমান। শ্রীনিবাস তীর্থে একটী জম্বুক বৃক্ষ আছে। ঐ জম্বুক বৃক্ষের তলায় ভগবান স্বয়ং তপস্যা করিয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বিষ্ণু পূজা, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্যের ধর্ম্মপ্রচারের ফল।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R.)

মান্দ্রাজ—ভিল্লুপুরম—বৃদ্ধাচলম্—ত্রিচিনোপলী লাইন। ষ্টেশন—ত্রিচিনোপলী।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা ঃ—ব্রহ্মপুরাণের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গ মাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করেন। তদনন্তর তিনি ক্ষীরোদ সাগরে গিয়া বিষ্ণুর তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং বিষ্ণুর পরমগুহ্য সনাতন রূপ দেখিতে অভিলাষী হইলেন। কূর্ম্মরূপী নারায়ণ চতুরাননকে "ওঁ নমঃ নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষরী মন্ত্র সংযতচিত্তে জপ করিতে উপদেশ দিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা, সহস্র বৎসর "ওঁ নমঃ নারায়ণায়" এই মন্ত্র জপ করিলে ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্রীরঙ্গধাম আবির্ভূত হন। চতুরানন চতুর্ম্মুখে চতুর্ব্বেদোক্ত স্তব পাঠ করিতে করিতে শ্রীরঙ্গধাম দেখিতে লাগিলেন। সেই শ্রীরঙ্গধামের মধ্যে চরাচর বিশ্ব দৃষ্টিগোচর করিলেন এবং নারায়ণকে, দক্ষিণহস্ত উপাধান ও পদযুগল সঙ্কুচিত করিয়া শেষনাগোপরি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অবলোকন করিলেন। ব্রহ্মা নারায়ণের উপদেশে পরার্দ্ধকাল শ্রীরঙ্গবিমান ও বিগ্রহএর পূজা করিলেন।

পরার্দ্ধকাল গত হইলে বৈবস্বত মনুর অধিকার সময়ে মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যাপুরীর রাজা হইলেন। তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য কুলগুরু বশিষ্ঠের পরামর্শে অষ্টাক্ষরী মন্ত্র জপ করিয়া শ্রীরঙ্গদেবের আরাধনা করিতে থাকেন। তাঁহার তপোনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া পিতামহ দেবগণের সহিত শ্রীরঙ্গধামে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা জপপরায়ণ ইক্ষ্বাকুর নিকট আগমন করিয়া, শ্রীরঙ্গবিমানের সহিত বিগ্রহ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইক্ষ্বাকু বিমান ও বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় মস্তকোপরি রক্ষা করতঃ অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বিমানের সহিত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধিমতে পূজা করিতে লাগিলেন।

ভগবান শ্রীপতি রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে নিধন পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া বিভীষণাদি ভারতবর্ষের সমস্ত রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ করিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে রঘুনাথ বিভীষণকে শ্রীরঙ্গধাম প্রদান করিলেন। বিভীষণ রাক্ষসদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, শ্রীরঙ্গধাম মস্তকোপরি লইয়া প্রফুল্লচিত্তে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বিশ্রামকরণার্থ বিভীষণ কাবেরী তটে শ্রীরঙ্গবিমান স্থাপন করিয়া পঞ্চদশ দিবস তথায় অতিবাহিত করিলেন। লঙ্কাগমনোদ্দেশে শ্রীরঙ্গধামকে মস্তকোপরি তুলিতে যাইলে তুলিতে পারিলেন না; শ্রীরঙ্গধাম অচল। বিভীষণ কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলে শ্রীরঙ্গনাথ বলিলেন, "বৎস্য বিভীষণ! তুমি বিলাপ করিও না। আমি এই স্থানে অধিষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব তুমি লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে তোমার রাজ্য ভোগ কর। চরমে তোমার সদ্গতি হইবে।" শ্রীভগবান কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া রাক্ষসরাজ নিজ পুরীতে গমন করিলেন। বিভীষণ প্রস্থান করিলে চোল-

রাজ ধর্ম্মবর্ম্মা শ্রীরঙ্গনাথের পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি শ্রীরঙ্গধাম চোলশৃঙ্গে অবস্থিত।

জম্বুকেশ্বর।

বিবরণ :—শ্রীজম্বুকেশ্বর মহাদেবের মন্দির শ্রীরঙ্গম হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। মন্দির পার্শ্বে একটী জম্বুক বৃক্ষ আছে। আশুতোষ ঐ জম্বুবৃক্ষের তলে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবানের নাম জম্বুকেশ্বর। এখানে ভগবান মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম অপমূর্ত্তি বিরাজমান।

এই মন্দিরের গঠন প্রণালী অতি উত্তম। ইহার চারিটি প্রাকার। চতুর্থ প্রাকারস্থ দ্বারের পর একটি চাতাল ; তাহার পর বিমান। বিমানের বহির্ভাগে একটি কূপ হইতে অনবরত জল উঠিতেছে। লিঙ্গমূর্ত্তিটি সর্ব্বদাই জল মগ্ন। অনেকেই ইহা বিশ্বাস করেন যে, ভগবান জলরূপী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। মন্দিরের ভিতর একটি পুষ্করিণী আছে। জলমগ্ন লিঙ্গমূর্ত্তি অর্চ্চনামূর্ত্তি।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা :—ত্রিশিরা পল্লীর উৎপত্তির বিষয় নিম্নলিখিত প্রবাদটি প্রচলিত আছে। পুরাকালে ত্রিশিরা নামে এক রাক্ষস এই স্থানের পর্ব্বতকন্দরে বাস করিত। সেই রাক্ষসের ভয়ে কেহ তথায় যাইতে সাহস করিত না। তাহার তিনটি মস্তক ছিল বলিয়া সে ত্রিশিরা নামে অভিহিত হইত। সুরবদিত্তান নামক এক বীর ঐ ত্রিশিরা রাক্ষসকে বধ করেন। তদবধি ঐ স্থান ত্রিশিরা নামে অভিহিত। সুরবদিত্তান, ত্রিশিরা রাক্ষস হইতে জনপদ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া সুব্রহ্মণ্য নামে অভিহিত হইয়া কাবেরী নদীর তীরস্থ দেবালয়ে পূজা পাইয়া থাকেন। ত্রিচিনোপলী ত্রিশিরা পল্লীর ইংরাজী নাম।

(৩৩) ঋষভ পর্ব্বত।

বিবরণ ঃ—ঋষভ পর্ব্বত (Palnihill) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মাদুরা জেলার পালনী পর্ব্বত। কেহ কেহ ইহাকে মাদুরার উত্তরে আনাগড় মালাই পর্ব্বত বলিয়া থাকেন।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মান্দ্রাজ—ত্রিচিনোপলী – ডিণ্ডিগুল—ধনুষ্কোটী লাইন।

ব্রাঞ্চ লাইন ঃ—ডিণ্ডিগুল পোল্লাচী। ষ্টেশন – পালনী।

(৩৪) শ্রীশৈল।

বিবরণ ঃ—শ্রীশৈল (Srisailam) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কর্ণুল জেলায় একটী পার্ব্বত্য গ্রাম। পর্ব্বতের উপর প্রকাণ্ড মন্দির ৬৬০ ফুট লম্বা ও ৫১০ ফুট চওড়া। ইহার মধ্যস্থলে বিমান বা অর্চ্চনা গৃহ। অর্চ্চনা গৃহে 'মল্লিকার্জ্জুন' মহাদেব বিরাজমান।

'সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্'

দ্বাদশটী প্রসিদ্ধ অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে 'মল্লিকার্জ্জুন' মহাদেব অন্যতম। মহাভারতে বনপর্ব্বে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে, শ্রীপর্ব্বতে ভগবান ভবানীপতি পার্ব্বতীর সহিত প্রীতমনে বাস করিতেন।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M. & S. M. R)

গুণ্টাকাল—বেজওয়াদা লাইন। ষ্টেশন—ভিনকুণ্ডা, হইতে ৭০ মাইল। ষ্টেশন—মারকাপুর, হইতে ৫০ মাইল।

(৩৫) কামকোষ্ঠি।

বিবরণ ঃ—কামকোষ্ঠী (Kumbhkonam) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলায় একটী প্রাচীন নগর। শ্রীমদ্ভাগবতে

(১০।৮১।১৪) ইহাকে কামকোষ্ঠী বলা হইয়াছে। ইহা কাবেরী নদীতীরে অবস্থিত। এখানে বেদাধ্যয়ন ও বিশেষরূপে সংস্কৃত চর্চ্চা হয়। উত্তরে যেমন কাশী, দক্ষিণে সেইরূপ কুম্ভকোণম্। কুম্ভকোণম্ এ ১৬টী মন্দির আছে। ৪টী বিষ্ণু মন্দির এবং ১২টী শিব মন্দির। তন্মধ্যে ৬টী প্রসিদ্ধ। যথা ঃ—

(১) কুম্ভেশ্বর স্বামী। কুম্ভেশ্বর লিঙ্গাকৃতি মহাদেব।

(২) সোমেশ্বর স্বামী।

(৩) নাগেশ্বর স্বামী। নির্ম্মাণ কালে নাগেশ্বরের মন্দিরশিখরে এরূপ সুকৌশলে একটী ছিদ্র রক্ষিত হইয়াছে যে সূর্য্যকিরণ ঐ ছিদ্র মধ্য দিয়া বৎসরে মাত্র তিন দিন বিগ্রহের উপর পতিত হয়।

(৪) শার্ঙ্গপাণি স্বামী। শার্ঙ্গপাণি শেষনাগশয্যায় অর্দ্ধশয়ান বিষ্ণুমূর্ত্তি। ইহাকে 'মধ্যরঙ্গম' বলে। বাম হস্তে শার্ঙ্গধৃত শেষনাগ ফণা বিস্তার করিয়া ভগবানের মস্তক রক্ষা করিতেছেন।

(৫) চক্রপাণি স্বামী। চক্রপাণি দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্ত্তি।

(৬) রাম স্বামী। শ্রীরাম লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বান হস্তে দণ্ডায়মান ও তৎপার্শ্বে সীতাদেবী।

এখানে ব্রহ্মার একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরটী অতি পুরাতন।

এখানে মহামোক্ষম নামক একটী সরোবর আছে। দক্ষিণ ভারতে ইহা একটী পবিত্র ও প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। এই সরোবরের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী এবং উপরে ছোট ছোট মন্দির চারিদিক বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছে।

মাঘ মাসে প্রত্যেক বৎসর এখানে মেলা হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে মহামাঘ উৎসব হইয়া থাকে। দ্বাদশ বৎসর অন্তর বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করিলে এই যোগ হয়। এই যোগে

মহামোক্ষম সরোবরে মুক্তি স্নান করিবার জন্য এখানে প্রায় ৫,০০,০০০ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মান্দ্রাজ—মায়াভরম— ত্রিচিনোপলী — মাদুরা — ধনুষ্কোটী লাইন। ষ্টেশন—কুম্ভকোণম্।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা ঃ—(স্থলপুরাণমতে) প্রলয়ের সময় এককুম্ভ অমৃত মহামেরুর পর্ব্বত গাত্রে সিকা করিয়া ঝুলান ছিল। জল বর্দ্ধিত হইতে হইতে সিকা স্পর্শ করিল এবং সেই কুম্ভ সিকা হইতে বাহির হইয়া জলে ভাসিতে লাগিল। বায়ুভরে তথা হইতে কুম্ভ ভাসিতে ভাসিতে দক্ষিণ দিকে আইসে। প্রলয়ান্তে জল শুখাইয়া গেলে, কুম্ভ সেই স্থলে পতিত হয় এবং কুম্ভের ঘোণ অর্থাৎ কানা ভাঙ্গিয়া গিয়া অমৃত পড়িতে থাকে। তখন ভগবান শশীশেখর সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া অমৃত পান করেন এবং কুম্ভেশ্বর নাম গ্রহণান্তর সেই স্থানে অধিষ্ঠিত হন। এইজন্য সেইস্থানের নাম হইল কুম্ভ-ঘোণম্।

(৩৬) দক্ষিণ মথুরা।

বিবরণ ঃ—দক্ষিণ মথুরা (Madura) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মাদুরা জেলায় কৃতমালা নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত প্রধান সহর। এখানকার দেবতা সুন্দরেশ্বরস্বামী (শিবলিঙ্গ) ও দেবী মীনাক্ষী। এরূপ সুন্দর বৃহদায়তন প্রাচীন মন্দির দক্ষিণ ভারতে আর নাই। এই মন্দিরের প্রাকার উত্তর দক্ষিণে ৮৩৭ ফুট এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭৪৪ ফুট লম্বা। এই প্রাকারে ৯টী গোপুরম্ আছে। গোপুরমের ভিতর দিয়া বৃহৎ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটী দুই ভাগে বিভক্ত ; একটীর

নাম সুন্দরেশ্বর মন্দির, অপরটীর নাম মীনাক্ষী মন্দির। সুন্দর লিঙ্গের পার্শ্বে অন্য প্রকোষ্ঠে মীনাক্ষী দেবী বিরাজ করেন।

সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপ—এই মণ্ডপ দৈর্ঘ্যে ৩০০ ফুট এবং প্রস্থে ৬০ ফুট। এই মণ্ডপে ৯৯৭টী স্তম্ভ আছে। ইহার ছাদ চারি সার প্রস্তর স্তম্ভশ্রেণীর উপর নির্ম্মিত। প্রত্যেক স্তম্ভ ২০ ফুট উচ্চ।

সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপের পর বসন্ত মণ্ডপ। এই মণ্ডপে সুন্দরলিঙ্গ দেবের বসন্ত উৎসব হইয়া থাকে।

এই প্রাঙ্গণ মধ্যে তেপ্পাকুলম (পুষ্করিণী) বিদ্যমান, ইহার নাম শিবগঙ্গা তীর্থ। সেই সরোবরের মধ্যস্থলে দ্বীপের উপর একটী উচ্চ মন্দির এবং চারিকোণে চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোহর মন্দির আছে। প্রতিবৎসর মাঘ মাসে মাদুরাতে দেবতার ভাসন উৎসব (floating festival) হইয়া থাকে।

পথ ঃ সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে। (S. I. R)

মান্দ্রাজ—মায়াভরম্— ত্রিচিনোপলী— মাদুরা— ধনুষ্কোটী লাইন। ষ্টেশন—মাদুরা।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা ঃ—দক্ষিণ মথুরা সুন্দরেশ্বর মহাদেবের মন্দির জন্য বিখ্যাত। সুন্দরেশ্বরলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্থল পুরাণে এই বিবরণ আছে ঃ—একদিন দেবরাজ ইন্দ্র অন্যমনস্ক বশতঃ দেবগুরু বৃহস্পতিকে সম্ভাষণাদি করেন নাই। বৃহস্পতি আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া গুরুপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ গমন করেন। ইন্দ্র ব্রহ্মার পরামর্শে ত্বষ্টাপুত্র ত্রিশিরাকে গুরুপদে বরণ করেন। কোনও ত্রুটি দেখিয়া দেবরাজ ত্রিশিরার শিরশ্ছেদ করেন। ত্রিশিরা দ্বিজাতি বলিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হন।

এদিকে ত্বষ্টা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া বৃত্র নামে মহাবলশালী এক পুত্র

লাভ করেন। বৃত্র ইন্দ্রকে পরাভূত করিয়া অমরাবতী অধিকার করিলে ইন্দ্র চতুরাননের উপদেশে দধিচিমুনির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া বৃত্রকে বধ করেন। বৃত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র পুনরায় ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া মহা কষ্ট পাইতে লাগিলেন। দেবরাজ স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পাপক্ষয় উদ্দেশ্যে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। দেবরাজের স্বর্গ ত্যাগের পর স্বর্গে অরাজকতা হইল দেখিয়া দেবগণ বৃহস্পতির স্মরণাপন্ন হওয়ায় দেবগুরু, ইন্দ্রের পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। ইন্দ্র তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে কল্যাণপুরের সন্নিকট কদম্ববনে আসিবামাত্র ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া সেই কদম্ববনে এক অনাদিলিঙ্গ শিব দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া উক্ত লিঙ্গের উপর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং বৃহস্পতি দ্বারা বৈদিক মন্ত্রে শিবপূজা করাইলেন। তদবধি লিঙ্গের নাম হইল সুন্দরেশ্বর।

(৩৭) কৃতমালা নদী।

বিবরণ ঃ—কৃতমালা নদী (Vaigai River)। মলয় গিরি হইতে যে সমস্ত নদী উদ্ভূতা হইয়াছে কৃতমালা তাহাদের অন্যতমা।

"কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পজাত্যুৎপলাবর্তী
মলয়াদ্রি সমুদ্ভূতা নদ্যঃ শীতজলস্থিমাঃ।"

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

পথ :—মাদুরা ষ্টেশন। (৩৬) দক্ষিণ মথুরা দেখুন।

(৩৮) দুর্ব্বেশন।

বিবরণ ঃ—দুর্ব্বেশন, (Darvashayan) ইহার নাম 'দর্ভশয়ন তীর্থ'। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মাদুরা জেলায় রামনাদ একটী প্রসিদ্ধ সহর।

দর্ভশয়ন রামনাদের নিকট একটী গ্রাম। এই সহরে রামনাদের রাজা সেতুপতি বাস করেন। কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্র সেতুপতির উপর সেতুরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া যান। এখনও তাহার এইজন্য এত সম্মান যে তণ্ডিমান রাজা (পোদু কোটাইয়ের রাজা) এবং অন্যান্য রাজারা সেতুপতির সম্মুখে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান থাকেন। রামনাদ হইতে সাত মাইল পশ্চিমে দর্ভশয়ন তীর্থ। ভগবান রামচন্দ্র রামনাদ হইতে সাত মাইল পশ্চিমে সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হন এবং বরুণদেবের সাহায্য গ্রহণ অভিলাষে তথায় দর্ভশয্যায় প্রায়োপবেশন করেন। এই জন্য এই তীর্থের নাম দর্ভশয়ন।

"লক্ষণ রামচন্দ্রকে বলিলেন, 'আমাদের বিশ্বাস মহাসমুদ্রে সেতুবন্ধন না করিয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে সুরপতিও লঙ্কা প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতে পারে না......সেজন্য কালব্যাজ না করিয়া সমুদ্রকে এই কার্য্যে নিয়োগ কর।' তদনন্তর রামচন্দ্র সমুদ্রতীরে কুশসকল বিস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি পূর্ব্বাভিমুখে শয়ন করিলেন। কুশশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রির তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপাসনা করিলেন।"

রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১৯-২১ সর্গ।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R.)

মান্দ্রাজ—মাদুরা—ধনুষ্কোটী লাইন। ষ্টেশন—রামনাদ।

(৩৯) মহেন্দ্র শৈল।

বিবরণ ঃ—মহেন্দ্রশৈল (Mahendragiri) ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে সহ্য পর্ব্বতের অংশ বিশেষ। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ৪১ অধ্যায়ে মহেন্দ্র শৈলের এই বিবরণ আছে। "মলয় পর্ব্বতে ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে দর্শন করিবে। তদনন্তর তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাম্রপর্ণী মহানদী পার

হইবে। তৎপরে সমুদ্রতটে যাইয়া সমুদ্রপার বিষয়ে সামর্থ্য অবধারণ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইবে। মহর্ষি অগস্ত্য তত্রস্থিত সমুদ্রের অভ্যন্তরে শ্রীমান মহেন্দ্র পর্ব্বত নিবেশিত করিয়াছেন। এই স্বর্ণময় মনোহর গিরির এক পার্শ্ব সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। এই সমুদ্রের অপর পারে এক দ্বীপ আছে ; সেই স্থান রাবণের বাসভূমি।"

"তদনন্তর রামচন্দ্র সহ্য ও মলয় গিরি অতিক্রম করিয়া মহেন্দ্রাচলে উপনীত হইলেন। তিনি তদুপরি আরোহণ করিয়া কূর্ম্ম মীন সমাকুল মহাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন।" রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড চতুর্থ-সর্গ।

(৪০) সেতুবন্ধ।

বিবরণ ঃ—সেতুবন্ধ (Mandapam) দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী বন্দর। ইহার পূরা নাম বিটলে মণ্ডপ। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই মণ্ডপ হইতে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

রামনাদ হইতে দশ মাইল পূর্ব্বে নবপাষাণম্ বা দেবীপত্তনম্ তীর্থ ও মন্দির আছে এবং সাত মাইল পশ্চিমে দর্ভশয়ন তীর্থ আছে। এই দুইটী রামসেতুর প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর। সম্ভবতঃ 'মণ্ডপম' সেতুর মূলদেশের এক অংশ। সেতুমূলের পরেই সেতুর অপর অংশের নাম গন্ধমাদন। গন্ধমাদনের কতকাংশ জলমগ্ন ; অপরাংশ পাম্বানদ্বীপে অবস্থিত।

"সীতে! এই দেখ, এইস্থানে আমি সেনা-নিবাস করিয়া ছিলাম। এইস্থানে দেবাদিদেব মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এই অগাধ অপার সাগরে 'সেতুবন্ধ' নামক ত্রিলোকপূজিত বিখ্যাত তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে। এই তীর্থ পরম পবিত্র ও মহাপাতক নাশন।"

রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১২৫ সর্গ।

পথঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R.)

মান্দ্রাজ—মাদুরা—ধনুষ্কোটী লাইন। ষ্টেশন—মণ্ডপম্।

(৪১) ধনুতীর্থ।

বিবরণঃ—ধনুতীর্থ (Dhanuskoti) একটী গ্রাম। ধনুষ্কোটী, রেলপথে রামেশ্বর হইতে একাদশ মাইল পথ। ষ্টেশন হইতে বহুদূরে স্নান তীর্থ অবস্থিত।

পথঃ—সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে (S. I. R.)

মান্দ্রাজ—মায়াভরম্—ত্রিচিনোপলী—মাদুরা—ধনুষ্কোটী লাইন। ষ্টেশন—ধনুষ্কোটী।

পৌরাণিক আখ্যায়িকাঃ—শ্রীরামচন্দ্র, দশানন রাবণকে নিধন করিয়া, বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করেন। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র, বিভীষণ ও সুগ্রীব-প্রমুখ-কপিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, লক্ষ্মণ ও জানকী সমভিব্যাহারে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। গন্ধমাদনে উপস্থিত হইলে, বিভীষণ প্রার্থনা করিলেন ঃ—

"সেতুনানেন তে রাম! রাজানঃ সর্ব্বএবহি।
বলোদ্রিক্তা সমভ্যেত্য পীড়েয়েয়ুঃ পুরীং মম॥
অতঃ সেতুমিমং ভিন্ধি ধনুষ্কোট্যা রঘূদ্বহ!
ইতি সম্প্রার্থিতস্তেন পৌলস্ত্যেন স রাঘবঃ॥
বিভেদ ধনুষঃকোট্যা স্ব সেতুং রঘুনন্দন।"

সেতুমাহাত্ম্য ৩০ অধ্যায়।

"এই সেতুর আর প্রয়োজন নাই। ইহা থাকিলে অন্যান্য রাজারা অনায়াসে আমার লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিবে; অতএব আপনি ধনুষ্কোটী দ্বারা সেতু ভেদ করিয়া দিন।" রঘুনন্দন বিভীষণের প্রার্থনা অনুসারে

নিজের সেতু ধনুষ্কোটীদ্বারা (ধনুর অগ্রভাগ) বিভেদ করিয়া দিয়াছিলেন।

(৩২) রামেশ্বর।

বিবরণঃ—রামেশ্বর (Rameswaram) দক্ষিণাপথের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। প্রসিদ্ধ রামেশ্বর মন্দির পাম্বান্ দ্বীপে অবস্থিত। মন্দিরের দুইটী প্রাকার। বাহিরের প্রাকার হইতে ভিতরের প্রাকার পর্য্যন্ত গোপুরম্ বিস্তৃত। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রেণীবদ্ধ অত্যদ্ভুত স্তম্ভশোভিত ছাদ বিশিষ্ট অলিন্দ পথ। ইহাকে ইংরাজিতে The long Colonnade or The great Corridor বলে। এই অলিন্দ প্রায় ৭০০ ফুট দীর্ঘ এবং ৬০ ফুট বিস্তৃত। এরূপ স্তম্ভশোভিত অলিন্দপথ ভারতের কোথাও আর নাই।

বিমানের সম্মুখে অর্চ্চনা মণ্ডপ। ইহাই মূল মন্দির। ইহার সম্মুখে একখানি প্রস্তর খণ্ড হইতে নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড বৃষ বা নন্দীর প্রতিমূর্ত্তি। দেবার্চ্চনা বা মূল মন্দিরে প্রবেশ করিতে লইলে ইহার অনুমতি লইতে হয়।

রামেশ্বরদেব দ্বাদশটী অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম। ইহাই দেবতার অর্চ্চনামূর্ত্তি। ভোগমূর্ত্তি স্বুবর্ণ নির্ম্মিত মনুষ্যাকৃতি। মণ্ডপের নিকটে শ্রীরাম-সীতা, হনুমান ও সুগ্রীবের মূর্ত্তি আছে। অদূরে ভগবতী রামেশ্বরী পার্ব্বতীর মন্দির। প্রত্যহ রাত্রে রামেশ্বরদেবের ভোগমূর্ত্তিকে রামেশ্বরী পার্ব্বতী দেবীর মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। বিমানের মধ্যে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকলের প্রবেশ নিষেধ।

রামেশ্বর ও রামেশ্বরী দেবীর নিত্য পূজা ব্যতীত প্রত্যেক মাসেই

উৎসব হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বৈশাখ মাসে বসন্তোৎসব, আশ্বিন মাসে নবরাত্রোৎসব এবং মাঘ মাসে মাঘোৎসব ও শিবরাত্রির উৎসব বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মান্দ্রাজ—মাদুরা—ধনুষ্কোটী লাইন।

ব্রাঞ্চ লাইন ঃ—পাম্বান্—রামেশ্বরম্। ষ্টেশন—রামেশ্বরম্।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা ঃ—রামেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিবরণ—

জানকীর অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেলে শ্রীরামচন্দ্র গন্ধমাদনে বিশ্রাম করিলেন। ঋষিগণ মহর্ষি অগস্ত্যকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন ও বলিলেন ঃ—

সত্যব্রত জগন্নাথ জগদ্রক্ষাধুরন্ধর।
সর্ব্বলোকাপকারার্থং কুরু রাম শিবার্চ্চনম্॥
গন্ধমাদন শৃঙ্গেঽস্মিন্ মহাপুণ্যে বিমুক্তিদে।
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাং ত্বং লোক সংগ্রহ কাম্যয়া॥
কুরু রাম দশগ্রীব বধ দোষাপনুত্তয়ে।

সেতু মাহাত্ম্য ৪৪ অধ্যায়। ৮৭—৮৮

"হে সত্যব্রত রাম! সর্ব্বজীবের উপকারের নিমিত্ত আপনি শিবার্চ্চনা করুন। এই মহাপুণ্য মুক্তিপ্রদ গন্ধমাদন শৃঙ্গে দশানন বধের দোষ লক্ষনার্থে এবং লোকশিক্ষার জন্য আপনি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করুন।" শ্রীরামচন্দ্র ঋষিগণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া হনুমানকে লিঙ্গ আনিতে কৈলাস পর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন। হনুমান ঠিক সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলেন না দেখিয়া, পুণ্য-মুহূর্ত্ত-কাল অতীত হইবার আশঙ্কায় ঋষিগণের পরামর্শে রামচন্দ্র গন্ধমাদন পর্ব্বতে সীতা-নির্ম্মিত সৈকত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। লক্ষ্মীর হস্তে নির্ম্মিত ও

ভগবানের দ্বারা স্থাপিত বলিয়া লিঙ্গের নাম করণ হইল রামেশ বা রামেশ্বর লিঙ্গ সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ।

(৪৩) তাম্রপর্ণী।

বিবরণ ঃ—তাম্রপর্ণী নদী (Tambrapurni River)। মলয় গিরি হইতে যে সমস্ত নদী উদ্ভূতা হইয়াছে তাম্রপর্ণী তাহাদের অন্যতমা। এই নদী মান্নার উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

বৃহস্পতি যখন বৃশ্চিক রাশিতে গমন করেন তখন তাম্রপর্ণীতে পুষ্কর যোগ হয়।

"তাম্রপর্ণীর বিষয় কহিতেছি—দেবগণ রাজ্যলাভেচ্ছায় ঐ স্থানে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।" মহাভারত বনপর্ব্ব।

পথ ঃ—ষ্টেশন—তিনেভেলী, (৩০) শিবক্ষেত্র দেখুন।

ষ্টেশন—আলভার তিরুনগরী, (৪৪) নয় ত্রিপদী দেখুন।

(৪৪) নয়ত্রিপদী।

বিবরণ ঃ—নয়ত্রিপদী (Alvar Tirunagari) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনেভেলী জেলায় তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত একটী নগর। ইহার চারিদিকে নয়টী ত্রিপদীর (শ্রীপতি) মন্দির বিদ্যমান।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মাদুরা—মনিয়াচি—তিনেভেলী—ত্রিবেন্দ্রম্ লাইন।

ব্রাঞ্চ লাইন ঃ—তিনেভেলী—তিরুচন্দর। ষ্টেশন—আলভার তিরু-নগরী।

(৪৫) চিয়ড়তলা।

বিবরণ ঃ—চিয়ড়তলা (Shertala) ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে নাগেরকয়েল নগরের নিকট। বিগ্রহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ মূর্ত্তি বিরাজমান।

(৪৬) তিলকাঞ্চী।

বিবরণ ঃ—তিলকাঞ্চী (Tenkasi) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনেভেলী জেলায় একটী নগর। তিনেভেলী সহর হইতে ৩৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর শিব মন্দির আছে।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R.)

মান্দ্রাজ—ত্রিচিনোপলী—বিরুদ্ধনগর—টেনকাশী—ত্রিবেন্দ্রম্ লাইন। ষ্টেশন—টেনকাশী।

(৪৭) গজেন্দ্র মোক্ষণ।

বিবরণ ঃ—গজেন্দ্র মোক্ষণ (Suchindrum) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনেভেলী জেলায় তাম্রপর্ণী নদীতীরস্থ একটী নগর। তিনেভেলী সহর হইতে ২২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এই স্থানে বিষ্ণু বিগ্রহ বিরাজিত।

কাহারও মতে ইহার নাম দেবেন্দ্র মোক্ষণ। ইহা ত্রিবঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। গ্রামের মধ্যস্থলে "স্থানুমলয় পরিমল" নামক বিখ্যাত মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান। এই গ্রামটী একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

ষ্টেশন—তিনেভেলী। তিনেভেলী হইতে নাগেরকয়েল পর্য্যন্ত রাস্তা আছে। সুচীন্দ্রম, নাগেরকয়েল হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

(৪৮) পানাগড়ি তীর্থ।

বিবরণ ঃ—পানাগড়িতীর্থ (Panagodi) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনেভেলী জেলায়। তিনেভেলী সহর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে শ্রীরাম মূর্ত্তি ছিলেন। পরে শৈবগণ তাঁহাকে 'রামেশ্বর বা রামলিঙ্গ শিব, বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন।

(৪৯) চামতাপুর।

বিবরণ ঃ—চামতাপুর (Chengannr) ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে। বিগ্রহ শ্রীরামলক্ষ্মণ।

(৫০) শ্রীবৈকুণ্ঠ।

বিবরণ ঃ—শ্রীবৈকুণ্ঠ (Srivaikuntam) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনেভেলী জেলায় তাম্রপর্ণী নদীর বামতীরে অবস্থিত একটী নগর। এখানে সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট একটী মন্দির আছে। ঐ মন্দির মধ্যে শ্রীবিষ্ণু বিগ্রহ বিরাজমান।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মাদুরা—মনিয়াচি—তিনেভেলী—ত্রিবেন্দ্রম্ লাইন।

ব্রাঞ্চ লাইন ঃ—তিনেভেলী—তিরুচন্দর। ষ্টেশন—শ্রীবৈকুণ্ঠম্।

(৫১) মলয় পর্ব্বত।

বিবরণ ঃ—মলয় পর্ব্বত (Agastyakutam) ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে অবস্থিত। ইহা সপ্তকুল পর্ব্বতের অন্যতম।

মহেন্দ্রোমলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান ঋক্ষপর্ব্বতঃ
বিন্ধ্যশ্চ পরিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ।

বিষ্ণুপুরাণ ২য় অংশ ৩য় অধ্যায়।

এই পর্ব্বত হইতে দুইটী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। (১) পবিত্র-সলিলা তাম্রপর্ণী, তিনেভেলী জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে, (২) নিয়ার, ত্রিবঙ্কুর রাজ্যের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে।

শাস্ত্র বিশ্বাসী হিন্দুগণের ধারণা এই যে, মহর্ষি অগস্ত্য এই নির্জ্জন পর্ব্বত শিখরে এখনও ঈশ্বরারাধনায় কালাতিপাত করিতেছেন।

(৫২) কন্যাকুমারী।

বিবরণ :—কন্যাকুমারী (C. Comorin)। কুমারিকা অন্তরীপ ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এবং ত্রিবঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার তিনদিকে তিনটী সমুদ্র; পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর। এই তিনটী সাগরের সন্ধিস্থলের নিকটেই সুপ্রসিদ্ধ কন্যাকুমারী তীর্থ। দেবী এখানে কুমারী মূর্ত্তিতে বিরাজিতা।

দেবীর মন্দির বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। মন্দিরটী উচ্চ প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। বৃহৎ না হইলেও দেবায়তনটি পরম রমণীয়। কুমারিকায় দেবীর কুমারী মূর্ত্তি ব্যতীত আর একটী তীর্থ আছে, ইহার নাম মাতৃতীর্থ। প্রবাদ এই যে পরশুরাম পিতৃআজ্ঞায় মাতৃহত্যা করিয়া পাপ মোচনার্থ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন। তিনি কুমারিকায় আসিয়া যে স্থানে সমুদ্রস্নান করেন সেই স্নানঘাট মাতৃতীর্থ নামে বিখ্যাত।

পথ :—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

ষ্টেশন—তিনেভেলী। তথা হইতে নাগেরকয়েল পর্য্যন্ত মোটর বাস আছে। পুনরায় নাগেরকয়েল হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বাসে যাতায়াত করা যায়।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা :—বাণাসুর দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই অভীপ্সিত বর লাভ করেন যেন. কোনও পুরুষ তাহাকে বধ করিতে সমর্থ না হয়। ব্রহ্মার বর প্রভাবে বাণাসুর মৃত্যুঞ্জয় হইয়া ত্রিলোক বিজয়ী হইলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভূত করিয়া অমরাবতী হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিলেন। সহস্রলোচন, ভগবান বিষ্ণুর পরামর্শে যজ্ঞ করিলে, যজ্ঞাগ্নি হইতে এক অনুপম রূপ-লাবণ্যবতী কন্যা আবির্ভূতা হইলেন। বাণাসুর কুমারীর উদ্ভব সংবাদ প্রাপ্ত

হইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলে কুমারী অসুরকে সমরে নিধন করেন।

কুমারী-দেবী, মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিয়া দক্ষিণ সমুদ্র গর্ভস্থ শৈল শিখরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন তবে ইহা স্থির হইল যে, বিবাহের নির্দ্দিষ্ট লগ্ন উত্তীর্ণ হইলে আর বিবাহ হইবে না।

মহাদেব যথা সময়ে বিবাহ করিতে যাত্রা করিলেন। পথে শুচীন্দ্রম নামক স্থানে মহর্ষি দুর্ব্বাসার সহিত সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরে অভিনন্দন করিতে করিতে বিবাহের লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মহাদেব আর অগ্রসর হইলেন না সুতরাং বিবাহ হইল না। কুমারী-দেবী চির কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবের কল্যাণার্থ সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। দেবীর নাম অনুসারে ঐ স্থানের নাম হইল 'কন্যাকুমারী'।

(৫৩) আমলকীতলা।

বিবরণ :—আমলকীতলা (Amalitala) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনেভেলী জেলায় তাম্রপর্ণী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত একটী নগর। সহ্যাদ্রিস্থিত বলিয়া ইহাকে 'সহ্য আমলকা'ও বলা হয়। বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র।

(৫৪) মল্লার দেশ।

বিবরণ :—মল্লার দেশ (Malabar) বর্ত্তমান ত্রিবঙ্কুর ও কোচিন রাজ্য এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মালাবার জেলা ইহার অন্তর্গত। ইহাই পৌরাণিক কেরল দেশ।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা :—কেরল প্রদেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে—পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া

করিয়া বিশ্বামিত্র ঋষির সাহায্যে একটী বৃহৎ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে পরশুরাম কশ্যপ মুনিকে দক্ষিণা স্বরূপ এই ভারতভূমি প্রদান করতঃ ঋষিদিগের পরামর্শে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া, বহুদিবস কন্যাকুমারিকাতে বরুণদেবের তপস্যা করেন। বরুণদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, পরশুরাম যতদূর পর্য্যন্ত আপন পরশু নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, ততদূর পর্য্যন্ত ভূমি তাঁহার বাসস্থানের জন্য সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রদান করা হইবে। পরশুরাম কন্যা কুমারিকা হইতে উত্তরদিকে আপন পরশু নিক্ষেপ করিলেন। পরশু দক্ষিণ কানাড়ার অন্তর্গত গোকর্ণ নামক স্থানে পতিত হয়। বরুণদেব কুমারিকা অন্তরীপ হইতে গোকর্ণ পর্য্যন্ত একখণ্ড ভূমি সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া পরশুরামকে প্রদান করেন। উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড পরশুরাম ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত। এই ভূমি খণ্ডের নাম কেরল দেশ।

(৫৫) তমালকার্ত্তিক:

বিবরণ :—(ক) ভাদাক্কুভেলিয়র (Vadakkuvalliyur) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনেভেলী জেলায় একটী নগর। এখানে সুব্রহ্মণ্যদেব কার্ত্তিকেয়র মন্দির আছে। ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, এখানে অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়।

পথ :—তিনেভেলী হইতে ত্রিবেন্দ্রম যাইবার একটী পাকা রাস্তা আছে, সেই রাস্তার উপর ভাদাক্কুভেলিয়র নগর।

বিবরণ :—(খ) কালগুমলয় (Kalagumalai) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনেভেলী জেলায় একটী গ্রাম। এখানে বিখ্যাত সুব্রহ্মণ্যদেব কার্ত্তিকেয়র মন্দির আছে। ঐ দেবালয় পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে মোটর বাস যাতায়াত করে।

পথ :—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R.)

ব্রাঞ্চ লাইন :—বিরুদ্ধনগর—টেনকাশী—সেনকোটা। ষ্টেশন—শঙ্কর নারায়ণ-কোভিল।

বিবরণ :—(গ) সাণ্ডার, (Sundur) মহীশূরের উত্তর সাণ্ডার নামক করদ রাজ্যের রাজধানী সাণ্ডার নগরের সন্নিকট একটী পর্ব্বতোপরি কুমার স্বামী কার্ত্তিকেয়র মন্দির আছে।

পথ :—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M. & S. M. R) হাব্‌লি—হসপেট—গুণ্টাকাল লাইন।

ব্রাঞ্চ লাইন :—হসপেট—সামিহালি। ষ্টেশন—রমনদুর্গ।

(৫৬) বাতাপানী।

বিবরণ :—বাতাপানী (Bhutapundi) ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে। নাগের-কয়েলের উত্তর। বিগ্রহ রঘুনাথ।

(৫৭) পয়স্বিনী নদী।

বিবরণ :–(ক) পয়স্বিনী নদী (Payaswini River) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কানাড়া জেলায় কুর্গ প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত। সহ্যাদ্রি হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া কাসারগাড়ের নিকট আরবসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম চন্দ্রগিরি নদী (Chandragiri River)।

(খ) পয়স্বিনী নদীতীরস্থ মন্দিরে মহাপ্রভু আদিকেশব দর্শন করিয়াছিলেন। পরলার নদী তীরস্থ তিরুবাত্তর নামক গ্রামে আদিকেশবের মন্দির আছে। বোধ হয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত পয়স্বিনী নদীই এই পরলার নদী। নাগের কয়েল ও ত্রিবেন্দ্রমের মধ্যবর্ত্তী স্থলে মোটর বাস হইতে নামিয়া তিরুবাত্তর গ্রামে যাইতে হয়।

(৫৮) অনন্ত পদ্ম নাভ।

বিবরণ :—অনন্তপদ্মনাভ ত্রিবঙ্কুর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ত্রিবেন্দ্রম সহরে তাঁহার মন্দির। ত্রিবেন্দ্রম (Trivendrum) এর অপর নাম তিরু অনন্তপুরম্। ইহা ত্রিবঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী।

মূল মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীপদ্মনাভ দেবের অতি বৃহৎ অনন্তশয্যায় শয়ান মূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরের তিনটী দ্বার। সম্মুখে মণ্ডপম্। মণ্ডপ হইতে দেখিলে প্রথম দ্বারের মধ্য দিয়া পদ্মনাভের শিরোদেশ ও তাহার উপর শেষ নাগের প্রসারিত ফণা সকল, দ্বিতীয় দ্বারের মধ্য দিয়া নাভিকমল এবং তৃতীয় দ্বারের মধ্য দিয়া চরণকমল দৃষ্টিগোচর হয়।

শ্রীপদ্মনাভদেব ত্রিবঙ্কুর রাজ্যের অধিকারী, ত্রিবঙ্কুরের মহারাজ, ঠাকুরের সেবায়েৎ। বৎসরে দুইবার মন্দির হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত শ্রীপদ্মনাভের শোভাযাত্রা হয়।

প্রতি ছয় বৎসরে মহাসমারোহে প্রায় দুই মাস ব্যাপী 'মুরাজপম্' নামে এক উৎসব হব। উৎসবের শেষ দিনে লক্ষ দীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়।

পথ :—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মনিয়াচি—তিনেভেলী—টেনকাশী— কুইলন — ত্রিবেন্দ্রম লাইন। ষ্টেশন—ত্রিবেন্দ্রম।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা :—ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে তিরুভল্লম্, ত্রিবেন্দ্রম ও ত্রিপ্পাপুর নামক স্থানে শ্রীপদ্মনাভ স্বামীর মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে অনন্ত শয্যায়শয়ান ভগবান বিষ্ণুর বিগ্রহ বিরাজমান। ত্রিবেন্দ্রম মান্দ্রাজ প্রদেশে ত্রিবঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী। তিরুভল্লম্ গ্রাম ত্রিবেন্দ্রম সহরের তিন মাইল দক্ষিণে এবং ত্রিপ্পাপুর গ্রাম ত্রিবেন্দ্রম সহরের

পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রবাদ এই যে, ভগবান অনন্ত পদ্মনাভ স্বামী, তিরুভল্লমের মন্দিরে তাঁহার মস্তক, ত্রিবেন্দ্রমের মন্দিরে তাঁহার কলেবর এবং ত্রিপ্পাপুরের মন্দিরে তাঁহার পদযুগল স্থাপন করিয়া ত্রিবঙ্কুর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে বিরাজ করিতেছেন।

(৫৯) শ্রীজনার্দ্দন।

বিবরণ :—শ্রীজনার্দ্দন বিগ্রহ। ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে ভরক্কলাই (Varkkallai) নগরে ইহার মন্দির। ভরক্কলাই ষ্টেশনের প্রায় এক ক্রোশ দূরে পর্ব্বতোপরি সমতল ক্ষেত্রে শ্রীজনার্দ্দন দেবের বিখ্যাত মন্দির। পর্ব্বত গাত্রে উৎকৃষ্ট সোপান আছে। মন্দিরে শ্রীজনার্দ্দন স্বামীর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান।

পর্ব্বতের নিম্নদেশে চক্রতীর্থ নামক সরোবর ; একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া ঐ জলাশয়ে পতিত হইয়াছে। ভারত বর্ষের নানা স্থান হইতে তীর্থযাত্রীরা দেবদর্শন করিতে এখানে আগমন করেন।

পথ :—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মনিয়াচি—তিনেভেলী—টেনকাশী— কুইলন— ত্রিবেন্দ্রম লাইন। ষ্টেশন—ভরক্কলাই।

(৬০) পয়োষ্ণী নদী।

বিবরণ :—(ক) পয়োষ্ণী নদী (River Purna)—

তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা প্রমুখা ঋক্ষ সম্ভবাঃ

বিষ্ণুপুরাণ ২ অংশ ৩য় অধ্যায়।

পয়োষ্ণী নদী সপ্তকুল পর্ব্বতের অন্যতম ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে উৎপন্না হইয়া তাপী (তাপ্তী) নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের

পূর্ব্বভাগকে ঋক্ষ পর্ব্বত কহে। ইহা বেরার প্রদেশের নদী। Gawilgarh পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। ইহার বর্ত্তমান নাম পূর্ণা (Purna)।

(খ) পোন্নানী নদী (River Ponnani) মালাবার জেলায়। পোন্নানী নগর এডোক্কোলাম ষ্টেশন (Edokkolam station) হইতে আট মাইল দূরে পোন্নানী নদীর সাগর সঙ্গমে অবস্থিত।

ওট্টাপলম (Ottapalam) পোন্ননীর ৩০ মাইল পূর্ব্বে, পোন্নানী নদী সন্নিহিত নগর। ওট্টাপলমের নিকটস্থ ত্রিকোণগড় নামক স্থানে শ্রীশঙ্করনারায়ণ (হরিহর) মন্দির অবস্থিত।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

জালারপেট—পোডান্নুর—সোরান্নুর—কালিকাট—মাঙ্গালোর লাইন। ষ্টেশন—ওট্টাপলম্।

(৬৯) সিংহারী মঠ।

বিবরণ ঃ—সিংহারী মঠ (Sringeri) মহীশূর প্রদেশে। হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন; সিংহারী মঠ তাহাদের একতম। প্রধান শিষ্য চতুষ্টয়কে চারিমঠের আচার্য্য পদে বরণ করেন। ১। উত্তরে, বদরিকায় জ্যোতির্ম্মঠ। ২। পূর্ব্বে, পুরুষোত্তমে গোবর্দ্ধন মঠ। ৩। দক্ষিণে, মহীশূরে শৃঙ্গেরী মঠ। ৪। পশ্চিমে, দ্বারকায় সারদা মঠ।

শৃঙ্গেরীকে শৃঙ্গগিরি বা ঋষ্যশৃঙ্গ গিরি বলা হয়। প্রবাদ আছে এই স্থানে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রম ছিল এবং মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ এই স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M & S M R) বাঙ্গালোর সিটী—বিরুর জং—হাবলী—পুনা লাইন।

ব্রাঞ্চ লাইন ঃ—বিরুর—রাগিহোসাহালি। ষ্টেশন —টারিকিয়ার কিম্বা শিমোগা।

শিমোগা ও টারিকিয়ার ষ্টেশন হইতে মোটর বাস সার্ভিস আছে। উভয়ের দূরত্ব প্রায় ৬০ মাইল।

(৬২) মৎস্যতীর্থ।

বিবরণ ঃ—মৎস্যতীর্থ (Matsyatirtha) কৃতমালা নদীর অনতিদূরে তিরুপারাণ কুণ্ড্রমের ৮।১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত পর্ব্বতোপরি একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। এই হ্রদটী মৎস্যে পরিপূর্ণ। সকাল সন্ধ্যায় ঐ হ্রদ হইতে সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হয়।

অন্যমতে মালাবার উপকূলে ফরাসী রাজ্যে মাহি নামক নগর।

পথ ঃ—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

মাদুরা—মনিয়াচী—টিউটীকরিণ লাইন। ষ্টেশন—তিরুপারানকুণ্ড্রম্।

(৬৩) তুঙ্গভদ্রা নদী।

বিবরণঃ—তুঙ্গভদ্রানদী (Tungabhadra River) কৃষ্ণানদীর উপনদী। তুঙ্গ ও ভদ্রা নামে দুইটী ক্ষুদ্র নদী মহীশূর রাজ্যে উৎপন্ন হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া তুঙ্গভদ্রা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রা নদী মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ও হায়দ্রাবাদ রাজ্য হইতে পৃথক করিয়াছে।

বৃহস্পতি গ্রহ যখন মকর রাশিতে গমন করেন তখন তুঙ্গভদ্রা নদীতে পুষ্কর-যোগ হয়।

(৬৪) উদিপি।

বিবরণ ঃ—উদিপি (Udipi) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সার দক্ষিণ কানাড়া জেলায় একটী নগর। এখানকার প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বিগ্রহের নাম উড়ুপ কৃষ্ণ।

উড়ুপকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, কোনও এক বণিকের অর্ণব-পোত, তুলব দেশের সমুদ্রোপকূলে জলমগ্ন হয়। ঐ পোতে গোপীচন্দন মৃত্তিকার মধ্যে বালগোপাল মূর্ত্তি লুক্কায়িত ছিল। মধ্বাচার্য্যের প্রতি স্বপ্নাদেশ হওয়ায় তিনি ঐ বালগোপাল মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া উদিপি নগরে প্রতিষ্ঠা করেন।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M & S. M. R.) মান্দ্রাজ—সেণ্ট্রাল—জালারপেট—বাঙ্গালোর সিটী লাইন।

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S I. R)

জালারপেট—মাঙ্গালোর লাইন। ষ্টেশন—মাঙ্গালোর। মাঙ্গালোর হইতে উদিপি পর্য্যন্ত মোটর বাস সার্ভিস আছে।

(৬৫) ফল্গুতীর্থ।

বিবরণ ঃ—ফল্গুতীর্থ (Anantapur) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলায় অবস্থিত; ইহার অপর নাম ফাল্গুন। শ্রীমদ্ভাগবতের বিখ্যাত টীকাকার শ্রীধর স্বামী ফাল্গুনকে অনন্তপুর বলিয়াছেন। অনন্তপুর, বেলারী নগরের ৫৬ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M & S. M. R)

মান্দ্রাজ—রাণিগুণ্টা—গুণ্টাকাল—রাইচুর লাইন।

গুণ্টাকাল—বাঙ্গালোর লাইন। ষ্টেশন—অনন্তপুর।

(৬৬) ত্রিতকূপ।

বিবরণ ঃ—ত্রিতকূপ (Trichur) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোচিন রাজ্যে পশ্চিম উপকূলের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন নগর। ইহার অপর নাম তিরুশিবপুর। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে পরশুরাম এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এখানে ভদাকুন্নাথমের বিখ্যাত মন্দির, পশ্চিম উপকূলের অন্য সকল মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বিবেচিত হয়।

কেরল দেশের মধ্যে ত্রিচুর পুণ্যভূমি। পরশুরাম স্বয়ং ত্রিচুরে থাকিয়া শিবালয় স্থাপন করেন এবং ঐ স্থানকে তিরুশিবপুর নামে অভিহিত করেন।

পথ :—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M. & S. M. R)

মান্দ্রাজ—জালার পেট লাইন।

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (S. I. R)

জালার পেট—সোরানুর—মাঙ্গালোর লাইন।

ব্রাঞ্চ লাইন :—সোরানুর—এরনাকুলাম। ষ্টেশন—ত্রিচুর।

(৬৭) বিশালা।

বিবরণ :—বিশালা (Bisale) মহীশূর রাজ্যের হাসান জেলায় সহ্যাদ্রির মধ্যে অপ্রশস্ত গমন পথ। বিশালা একটী গিরিশঙ্কট।

পথ :—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M. & S. M. R.)

মান্দ্রাজ—বাঙ্গালোর সিটী লাইন।

ব্রাঞ্চলাইন :—(১) বাঙ্গালোর—মাইশোর (M. & S. M. R)

(২) মাইশোর—হাসান—আরসিকেরী (My. Ry.) ষ্টেশন—হাসান।

(৬৮) পঞ্চাপ্সরাতীর্থ।

বিবরণ :—পঞ্চাপ্সরা তীর্থ (Anantapur) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলায়। শ্রীমদ্ভাগবতের বিখ্যাত টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলেন যে পঞ্চাপ্সরাতীর্থ ফাল্গুনম্ বা অনন্তপুরের নিকট।

দেবরাজ ইন্দ্র শাতকর্ণিমুনির তপস্যায় ভীত হইয়া তাহার তপস্যা ভঙ্গ

করিবার জন্য (১) লতা, (২) বুদ্ধুদা (৩) সৌরভেয়ী (৪) সমীচী (৫) বর্ণা এই পাঁচটী অপ্সরা প্রেরণ করেন। অপ্সরাগণ অভিশপ্তা হইয়া কুম্ভীর রূপে যে সরোবরে বাস করেন সেই সরোবরের নাম পঞ্চাপ্সরাতীর্থ।

পথ :—(৬৫) ফল্গুতীর্থ দেখুন। ষ্টেশন—অনন্তপুর।

(৬৯) গোকর্ণ।

বিবরণ :—গোকর্ণ (Gokarn) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর কানাড়া জেলায়। এখানে মহাবালেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। এই মন্দিরটী দ্রাবিড় প্রথায় নির্ম্মিত। ইহা **একটী** প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান; অনেক তীর্থকামী এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

মহাভারতে ও রামায়ণে গোকর্ণ তীর্থের উল্লেখ আছে। ভগবান শ্রীবলরাম তাঁহার তীর্থ পর্য্যটনকালে, শিবের সাক্ষাৎ আবাসস্থান এই গোকর্ণ নামক শিবক্ষেত্র দর্শন করিয়াছিলেন।

পথ :—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M & S. M. R) বাঙ্গালোরসিটী—হাব্‌লী—পুনা লাইন। ষ্টেশন—লোণ্ডা জংশন। লোণ্ডা জংশন হইতে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণে গোকর্ণ তীর্থ।

(৭০) দ্বৈপায়নী।

বিবরণ :—দ্বৈপায়নী স্থানের নাম নহে; ইহা দেবতার নাম। দ্বৈপায়নী শব্দের অর্থ দ্বীপম্ অয়নম্ যস্যাঃ সা দ্বৈপায়নী, দ্বীপ বাসিনী। পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই ব্যতীত আর কোনও দ্বীপ নাই। সুতরাং ঐ দ্বীপের নাম বোম্বাই (Bombay)। দ্বৈপায়নী দ্বীপবাসিনী পার্ব্বতী, ইনি বোম্বাই দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী মুম্বাদেবী। মুম্বাদেবীর নামানুসারে 'বোম্বাই' নামকরণ হইয়াছে।

বোম্বাই, ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রাজধানী ও প্রধান সহর, ইহা একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। কাম্বাদেবী রোড এবং আবদার রহমান ষ্ট্রীটের মিলনস্থলে মুম্বাদেবীর আধুনিক মন্দির বিরাজমান। বোম্বাইএর ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনের নিকটে মুম্বা দেবীর পুরাতন মন্দির ছিল।

পথ ঃ— বম্বে—বরদা এবং সেণ্ট্রাল—ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (B. B. & C. I. R) এবং গ্রেট্—ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে (G. I. P, Ry.) প্রধান ষ্টেশন—বম্বে।

(৭১) সুর্পারকতীর্থ।

বিবরণ ঃ—সুর্পারক তীর্থ (Sopara) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর থানা জেলায়। "সূর্পারকে মাহাত্মা জামদগ্নির পরম রমণীয় পাসাণময় সোপান শোভিত বেদী তীর্থ আছে।"

মহাভারত বনপর্ব্ব অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

পথ ঃ—বম্বে—বরদা এবং সেণ্ট্রাল—ইণ্ডিয়ান—রেলওয়ে। (B. B & C. I. R)

বম্বে সেণ্ট্রাল—বরোদা লাইন। ষ্টেশন—নালা সোপারা।

(৭২) কোলাপুর।

বিবরণ ঃ—কোলাপুর (Kolhapur) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোলাপুর রাজ্যে একটী নগর। ইহা একটী প্রাচীন সমাদৃত পবিত্র তীর্থ। এখানে মহালক্ষী দেবীর মন্দির আছে।

পথ ঃ—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M. & S. M. R.)

মান্দ্রাজ—বাঙ্গালোর লাইন।

বাঙ্গালোর—হাব্লি—মিরাজ—পুনা লাইন।

ব্রাঞ্চ লাইন ঃ—মিরাজ—কোলাপুর। ষ্টেশন—কোলাপুর।

(৭৩) পাণ্ডুপুর।

বিবরণ ঃ—পাণ্ডুপুর (Pandharpur) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শোলাপুর জেলায় ভীমা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটী নগর। ভগবান বিষ্ণুর অবতার বিখ্যাত বিঠ্ঠল দেব বা বিঠোবার মন্দির এখানে বিরাজমান। পাণ্ডুপুর মহারাষ্ট্র দেশের এক প্রসিদ্ধ ও পবিত্র তীর্থস্থান। আষাঢ়ী ও কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় অসংখ্য যাত্রী বিঠোবা দর্শনে সমাগত হয়। সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় কবি ও ভক্ত তুকারামের কবিতাবলী বা অভঙ্গ, বিঠোবার স্তুতি গীতে পরিপূর্ণ। শিবাজীর রাজত্ব সময়ে তুকারাম আবির্ভূত হন।

"দক্ষিণাপথে ভীমানদীর দক্ষিণ তীরে পাণ্টারপুরে বিথলদেবের একটী মন্দির আছে। বিথল ভক্তের অপর নাম বৈষ্ণববীর। ইহাদের উপাস্য দেবতার নাম পাণ্ডুরঙ্ বিথল ও বিথোবা। ইহারা তাঁহাকে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব বলিয়া বিশ্বাস করে। অতএব ইহাদিগকে বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হয় না।"

ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়। ১ম ভাগ, ২৪৪ পৃঃ।

পথ ঃ—গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে (G. I. P. Ry)

বম্বে—কুরদুওয়াদী—রাইচুর লাইন।

ব্রাঞ্চ লাইন ঃ—কুরদুওয়াদী - পান্ধারপুর—মিরাজ। বারসি লাইট রেলওয়ে (B. L. R)। ষ্টেশন—পান্ধারপুর।

(৭৪, ৭৫) ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণ্ণা নদী।

বিবরণ ঃ—ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণ্ণা নদী (Bhima & Kistna River) কৃষ্ণা নদী মহাবালেশ্বর পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভীমরথী বা ভীমা এবং তুঙ্গভদ্রা এই দুইটী কৃষ্ণার উপনদী। কৃষ্ণা তীর্থ হিসাবে

গঙ্গার মত পুণ্যপ্রদা। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে গঙ্গার ন্যায় ভক্তি করে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণাও গঙ্গার ন্যায় বিষ্ণু পাদোদ্ভবা। জনসাধারণ এই কৃষ্ণানদীকে গঙ্গামায়ী বলে। কৃষ্ণানদী গঙ্গার ন্যায় দীর্ঘায়তন বিশিষ্টা। কৃষ্ণানদীর তীরে অনেক শিব মন্দির ও তীর্থ আছে; কনক দুর্গার মন্দির তাহাদের অন্যতম। স্থানীয় হিন্দুগণের এই দেবীর উপর প্রগাঢ় ভক্তি। বৃহস্পতি গ্রহ যখন কন্যারাশিতে গমন করেন তখন কৃষ্ণায়, এবং যখন ধনুঃ রাশিতে গমন করেন তখন ভীমায় পুষ্কর-যোগ হয়।

(৭৬) তাপীনদী।

বিবরণঃ—তাপী নদী (Tapti River) মহাদেব নামক পর্ব্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। পূর্ণা নামে ইহার একটী উপনদী আছে।

তাপী হিন্দুদিগের একটী পূণ্যতোয়া নদী। ইহার তীরে অনেক তীর্থ আছে, তাহাদের মধ্যে 'অক্ষমালা' এবং 'গজতীর্থ' বিখ্যাত। আষাঢ় মাসে তাপ্তী নদীতে স্নান করিলে বিশেষ পূণ্য হয় যথা ঃ—

"কুরুক্ষেত্র তথাকাশ্যাং নর্ম্মদায়ন্ত যৎফলং
তৎফলং নিমেষার্দ্ধেন তপত্যাষাঢ় সেবনাৎ।"

বিষ্ণুপুরাণ মতে তাপী নদী ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "তাপী, পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা প্রমুখা ঋক্ষ সম্ভবা" বিষ্ণুপুরাণ ২য় অংশ ৩য় অধ্যায়।

(৭৭) মাহিষ্মতীপুর।

বিবরণঃ—মাহিষ্মতীপুর (Maheswar) মহারাজ হোলকারের ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। ইহা নর্ম্মদা নদীর উত্তর দিকে অবস্থিত। রামায়ণে এবং মহাভারতে মাহিষ্মতীপুরের উল্লেখ আছে।

"তিনি (সহদেব) তথা হইতে মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় মহারাজ নীলের সহিত সহদেবের সৈন্যক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।" মহাভারত সভাপর্ব্ব ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

পথ :—বম্বে বরদা এবং সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

(B. B. & C. I. R)

আজমীর—খাণ্ডয়া লাইন। ষ্টেশন—মৌ।

(৭৮) নর্ম্মদা নদী।

বিবরণ :—নর্ম্মদা নদী (Narbada River)

'নর্ম্মদা সুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্রি নির্গতাঃ'

বিষ্ণুপুরাণ ২য় অংশ ৩য় অধ্যায়।

নর্ম্মদা গঙ্গার ন্যায় বিষ্ণু পাদোদ্ভবা। অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

ইহার তীরে অনেক মহাতীর্থ আছে। নর্ম্মদা-সাগরসঙ্গমে স্নান করিলে জন্ম জন্মান্তরের পাপক্ষয় হয়। যখন বৃহস্পতি বৃষ রাশিতে গমন করেন তখন নর্ম্মদা নদীতে পুষ্কর-যোগ হয়।

(৭৯) নর্ম্মদাতীরস্থ তীর্থ।

বিবরণ :—(ক) মান্ধাতা ওঁকারম (Mandhata) মধ্যভারতের নিমার জেলায় নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। নর্ম্মদা নদীর এক দ্বীপে ওঁকারেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ওঁকারেশ্বর মহাদেব দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। নর্ম্মদার উত্তরপারে 'অমরেশ্বর তীর্থ'।

পথ :—বম্বে বরদা এবং সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

(B. B & C. I. R)

আজমীর—খাণ্ডয়া লাইন। ষ্টেশন—বারওয়াহা।

বিবরণ :—(খ) ভেড়াঘাট (Bheraghat)। ইহার অপর নাম

ভৃগুক্ষেত্র। ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। মধ্য ভারতে জব্বলপুর জেলায় নর্ম্মদা তীরস্থ গ্রাম। বাণগঙ্গা, নর্ম্মদা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল বলিয়া ইহা ত্রিবেণী সঙ্গম নামে অভিহিত।

ভেড়াঘাটে একটী জলপ্রপাত আছে। ইহার নাম ধুয়াধার। প্রসিদ্ধ মার্ব্বেল পর্ব্বত (Marble rocks) ইহার অতি সন্নিকট, এই স্থান চৌষট্টি যোগিনী ও গৌরীশঙ্করের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

পথ :—গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে (G. I. P. Ry)

ষ্টেশন—জব্বলপুর হইতে ১৩ মাইল। ষ্টেশন মীরগঞ্জ, হইতে ২॥ মাইল।

(৮০) ধনুতীর্থ।

বিবরণ :—ধনুতীর্থ (Broach) বোধহয় ভৃগুতীর্থ। নর্ম্মদা নদী তীরে নর্ম্মদা সাগর সঙ্গমে ভৃগুতীর্থই বিখ্যাত তীর্থ। ইংরাজিতে ইহাকে ব্রোচ্ কহে। ইহা গুজরাটের ব্রোচ্ জেলায় অবস্থিত। কিংবদন্তী এই যে, এই সহর মহর্ষি ভৃগুদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নাম ভৃগুপুর বা ভরুয়াকচ্ছ।

পথ :—বম্বে- বরদা এবং সেণ্ট্রাল—ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।
(B. B. & C. I. R.)

বম্বে সেণ্ট্রাল—বরোদা লাইন। ষ্টেশন—ব্রোচ্।

(৮১) নির্ব্বিন্ধ্যা নদী।

বিবরণ :—নির্ব্বিন্ধ্যানদী (Kali Sindh River) বিষ্ণুপুরাণ মতে ঋক্ষপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা প্রমুখা ঋক্ষসম্ভবাঃ

বিষ্ণুপুরাণ ২ অংশ ৩য় অধ্যায়।

বর্ত্তমান কালী সিন্ধু নদী, বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া যমুনার উপনদী চম্বলের সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৮২) ঋষ্যমুখ পর্ব্বত।

বিবরণ :—ঋষ্যমুখ পর্ব্বত (Kudramukh) আনিগন্ধি বা আনাগণ্ডী হইতে ৮ মাইল দূরে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। কিষ্কিন্ধ্যা সহরের আধুনিক নাম আনিগন্ধি। ঋষ্যমুখ পর্ব্বতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়। এই পর্ব্বতে সুগ্রীব ও হনুমানের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

"রামচন্দ্র মনোরম পম্পা প্রদেশ পরিক্রম করিতে লাগিলেন। রামলক্ষ্মণ ক্রমে ক্রমে ঋষ্যমুখ পর্ব্বতের সমীপদেশে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে বানরগণের অধিপতি সুগ্রীব ঋষ্যমুকে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন।" রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড প্রথমসর্গ।

পথ :—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M & S. M. R.)

হাওড়া—ওয়ালটীয়ার—বেজওয়াদা—মান্দ্রাজ লাইন।

বেজওয়াদা—হসপেট—হাবলী লাইন। ষ্টেশন—হস্‌পেট।

হস্‌পেট ষ্টেশনের ৭ মাইল দূরে হাম্পি। তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে হাম্পি এবং উত্তর তীরে ঋষ্যমুখ পর্ব্বত।

(৮৩) দণ্ডকারণ্য।

বিবরণ :—দণ্ডকারণ্যের (Dandak) বর্ত্তমান নাম খান্দেশ, ইহা পুনা জেলায় অবস্থিত। উত্তরে নর্ম্মদা নদী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত অরণ্য প্রদেশের নাম দণ্ডকারণ্য।

অতি পূর্ব্বকালে এখানে দণ্ডক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মশাপে পরিবার ও প্রজাবর্গের সহিত ভস্মীভূত হওয়ায় তদীয় রাজত্ব

অরণ্যে পরিণত হয়। তাঁহার নামানুসারে ঐ ভূভাগের নাম দণ্ডকারণ্য হইয়াছে।

"প্রাচীনকালে বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রের অধিকাংশস্থল দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত হইত। ঐ প্রদেশ ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। উহার উত্তর দিকে সুরাট ও সাতপুরা গিরিশ্রেণী, দক্ষিণে কর্ণাট প্রদেশ, পূর্ব্বদিকে গোণ্ডবন ও ত্রৈলিঙ্গ পশ্চিমে আরব সমুদ্র।"

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী দক্ষিণাপথ ভ্রমণ।

(৮৪) পম্পাসরোবর।

বিবরণ :—পম্পানদী ঋষ্যমুখ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া তুঙ্গভদ্রার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে একটী হ্রদ আছে। তাহার নাম পম্পা সরোবর (Pampa Lake)। পম্পাসরোবরের তীরে পম্পেশ্বরের মন্দির। গ্রহণাদি পর্ব্বদিনে বহুদূর হইতে তীর্থকামীগণ পম্পাসরোবরে স্নানার্থ আসিয়া থাকেন।

"পম্পার তীরে ঋষ্যমুখ নামক বিখ্যাত শৈল রহিয়াছে। মহাত্মা ঋক্ষরাজের পুত্র সুগ্রীব নামে বিখ্যাত মহাবীর বানর শ্রেষ্ঠ তথায় বাস করেন"। রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড ৭৫ সর্গ।

ভারতবর্ষে চারিটী প্রসিদ্ধ পুণ্য সরোবর আছে, যথা দক্ষিণে পম্পাসরোবর, উত্তরে মানস সরোবর (তিব্বতে), পশ্চিমে নারায়ণ সরোবর (কচ্ছদেশে) এবং পূর্ব্বে বিন্দু সরোবর (উৎকলে ভুবনেশ্বর তীর্থে)।

পথ :—(৮২) ঋষ্যমুখ পর্ব্বত দেখুন।

(৮৫, ৮৬) পঞ্চবটী, নাসিক।

বিবরণ :—পঞ্চবটী ও নাসিক (Panchabati & Nasik) বোম্বাই

প্রেসিডেন্সীর নাসিক জেলায় গোদাবরী নদীর উত্তরে **পঞ্চবটী** এবং দক্ষিণে নাসিক অবস্থিত।

পঞ্চবটী বনে শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বাস করিতেন। সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ এইস্থানে সূর্পণখার নাক কাটিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম নাসিক। বর্ত্তমান সময়ে নাসিক ভারতবাসীর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। নাসিকে গোদাবরীতীরে অনেক দেবালয় আছে।

পথ :—গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলা রেলওয়ে (G. I. P. Ry) বম্বে—কল্যান—ভূসাভাল জং লাইন। ষ্টেশন—নাসিক রোড।

(৮৭) ত্র্যম্বক।

বিবরণ :—ত্র্যম্বক (Trimbak) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নাসিক জেলায় গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা হিন্দুদিগের একটী তীর্থস্থান। "ত্র্যম্বকং গোমতী তটে।" এখানে 'ত্র্যম্বকেশ্বর' মহাদেব দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম শিবলিঙ্গ বিরাজমান।

বার বৎসর অন্তর যখন বৃহস্পতিগ্রহ সিংহ রাশিতে গমন করেন তখন গোদাবরীতে কুম্ভ-যোগ হয়।

১। হরিদ্বার ২। প্রয়াগ ৩। উজ্জয়িনী ৪। গোদাবরীতট নাসিক, এই চারি স্থানে কুম্ভ-যোগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক স্থানে ঠিক বার বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা হয়।

পথ :—ষ্টেশন—নাসিক রোড। (৮৫) নাসিক দেখুন।

(৮৮) ব্রহ্মগিরি।

বিবরণ :—ব্রহ্মগিরি (Brahmagiri) পর্ব্বত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নাসিক জেলায় ত্র্যম্বকের নিকট। এই পর্ব্বত হইতে গোদাবরী নদী উৎপন্ন হইয়াছে।

(৮৯) কুশাবর্ত্ত।

বিবরণ :—কুশাবর্ত্ত (Kushabarta) সরোবর ত্র্যম্বকের নিকট নাসিক হইতে ২১ মাইল দূরে অবস্থিত।

(৯০) সপ্ত গোদাবরী।

বিবরণ :—গোদাবরীর স্রোত দুই অংশে বিভক্ত, উত্তর ও দক্ষিণ। উত্তর স্রোতের নাম গৌতমী, দক্ষিণের নাম বিশিষ্টা। গৌতমী হইতে তুল্যা, আত্রেয়ী ও ভরদ্বাজী এবং বিশিষ্টা হইতে বৃদ্ধা গৌতমী ও কোশিকী নামে শাখা প্রবাহিতা। এই তিন শাখা সমন্বিতা গৌতমী ও দুই শাখা সমন্বিতা বিশিষ্টা সপ্ত গোদাবরী নামে প্রখ্যাতা।

প্রত্যেক শাখার সঙ্গম স্থান মহাপুণ্যপ্রদ। যেখানে সপ্ত শাখা সাগরে মিলিত হইয়াছে সেই স্থানের নাম সপ্ত গোদাবরী (Seven Godavari) সাগর সঙ্গম ইহা অতি পুণ্য তীর্থ।

ইহার এক শাখা কোকনদ বন্দরের নিকট বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। কথিত আছে শ্রীমন্তসদাগর সিংহল যাইবার সময় এই সঙ্গম স্থলে জগজ্জননী কমলে কামিনীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

সপ্ত গোদাবরী সঙ্গম উৎপত্তির বিষয় ও তাহার মাহাত্ম্য ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত গৌতমী মাহাত্ম্যে আছে—

তুল্যাত্রেয়ী ভারদ্বাজী গৌতমী বৃদ্ধগৌতমী।
কৌশিকী চ বশিষ্ঠা চ সপ্তভাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
তেষাং নামানি মুনিভির্নির্দ্দিষ্টানি স্বনামভিঃ॥

পথ :—মান্দ্রাজ এবং সাদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে (M. & S. M R) ষ্টেশন—গোদাবরী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

মহাপ্রভুর দক্ষিণাপথ তীর্থ-পর্য্যটন কথা শেষ হইল। এই তীর্থ ভ্রমণ তাহার কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়া এবং কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি বিলাইয়া জগতের লোককে পরিত্রাণ করিবার লীলার এক অংশ মাত্র।

"মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিকে পাঠাইলা গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ-বিশেষে॥
আপনি দক্ষিণ-দেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার॥" আদি. সপ্তম।

তিনি এই তীর্থ-ভ্রমণ ব্যপদেশে আপনার অনুমোদিত ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া লোকশিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি এই ধর্ম্ম-প্রচার করিবার জন্য কোথায়ও বক্তৃতা করেন নাই অথবা উপযাচক হইয়া কাহারও সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার পদ্ধতি, তাঁহার শিক্ষাদিবার প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন এবং মৌলিক। শিক্ষাদিবার এরূপ সুন্দর উপায় কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাঁহার শিক্ষাদিবার প্রধান সূত্র—

"আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥" আদি, তৃতীয়।

প্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শিক্ষার্থীর ন্যায় ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন; নিজের ধর্ম্মজীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আবালবৃদ্ধবনিতার সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া, গুণমুগ্ধ ও চরণাশ্রিত ভক্তগণের অন্তঃকরণে প্রেরণা দিয়া আপনার অভিলাষানুযায়ী ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভু সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইয়াও লোকশিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে রাজা রামানন্দ রায়ের নিকট তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। একদিকে তিনি জনসাধারণকে দেখাইলেন কিরূপে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা করিতে হয়; কিরূপ আগ্রহ ও বিনয়ের সহিত শিক্ষাদাতার নিকট তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হয়। আবার অপরদিকে তাহার পরিকল্পিত উপদেষ্টা রাজা রামানন্দ রায়ের হৃদয়মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া, সেই সেই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়া দিয়া তাঁহারই প্রশ্নের উত্তর রাজা রামানন্দ রায়ের মুখ হইতে বাহির করিয়াছিলেন। রাজা রামানন্দ রায় বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥
অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়:
বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥" মধ্য, অষ্টম।

সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরিনাম প্রচার করিবার জন্য এবং প্রেমভক্তি শিক্ষাদিবার জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥" অন্ত্য, বিংশ।

প্রভু, ভক্তগণসমভিব্যাহারে নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে, কৃষ্ণলীলামৃত-রস

আস্বাদন করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার অন্তঃকরণমধ্যে যাবতীয় অলৌকিক ভাবের উদ্রেক হইত এবং তিনি চিরবাঞ্ছিত কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাসে বিভোর হইয়া যাইতেন। তিনি ভক্তগণকে উপদেশ দিতেন,

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥" আদি, নবম।

নিজে ইহার অনুসরণ করিয়া, ভক্তগণের কল্যাণার্থে সকলকে কৃষ্ণনামামৃত পান করাইতে করাইতে, তাহাদের হৃদয়মধ্যে অনুরাগাদি স্থায়ীভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়া প্রেমানন্দ লাভ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

'রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে॥" আদি, চতুর্থ।

যখন প্রভু জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, জনসাধারণ চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ করিয়া তাঁহারই প্রেরণায় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিল। এবং তিনি স্বয়ং কি শৈশবে, কি যৌবনে, কি গার্হস্থ্যাশ্রমে, কি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সকল সময়ে কৃষ্ণকথা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি নিজে হরি-গুণগান করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন; সুদক্ষ অভিনেতার ন্যায় আচার ব্যবহারে আপনার অন্তর্নিহিত ভাবগুলি প্রকাশ করিয়া, ভক্তগণের হৃদয়ে সেই সেই ভাবের বিকাশ করিয়া দিতেন; পরিশেষে তাহাদের সহিত কৃষ্ণপ্রেমানন্দ উপভোগ করিতেন।

শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী, প্রভুর লীলা এবং তাহার নিজের কৃষ্ণনামামৃত আস্বাদন ব্যপদেশে লোকদিগকে কৃষ্ণ প্রেমরসাস্বাদন শিক্ষা, সূত্রাকারে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়॥

হরি হরি বলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে॥
বাল্য-বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সংকীর্ত্তন॥
পৌগণ্ডবয়সে পড়েন পড়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম॥
কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
রাত্রিদিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপগ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম নামে॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য গীত প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন॥
প্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ॥

এই মধ্য-লীলা নাম লীলার মুখ্য-ধাম।
শেষে অষ্টাদশ বর্ষ অন্তলীলা নাম ॥
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্যগীত রঙ্গে ॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে ॥
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফূরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ-বচন ॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে ॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডিদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥" আদি, ত্রয়োদশ।

প্রভুর দক্ষিণাপথ তীর্থ-পর্য্যটন এক অলৌকিক ঘটনা। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন ॥
সেই সব তীর্থস্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥" মধ্য, নবম।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলদেবের তীর্থযাত্রা বিবরণে দক্ষিণ দেশের ৩২টী তীর্থ-স্থানের উল্লেখ আছে। প্রভু সকলগুলিতেই পদার্পণ করিয়াছিলেন। রামায়ণ এবং মহাভারতেও অনেক তীর্থ স্থানের কথা আছে। দক্ষিণদেশের তীর্থ সকল অতি পুরাতন, পবিত্র ও পূণ্যময়; ঋষি ও হিন্দুরাজদিগের অক্ষয় কীর্ত্তি। আবহমানকাল হইতে অনেক সাধুসন্ন্যাসী ঐ সকল তীর্থ

দর্শন করিতে সমাগত হইয়াছিলেন কিন্তু মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে ঐ সকল তীর্থের মাহাত্ম্য প্রচুরপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

মহাপ্রভুর তীর্থ-পর্য্যটন এক অপার্থিব ব্যাপার। ইহার পূর্ব্বে এরূপ ব্যাপার পৃথিবীর কোনও স্থানে কোনও কালে সংঘটিত হয় নাই। এরূপ বিরাট ব্যাপার যে হইতে পারে তাহাও কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। তিনি বিশ্বসংসার প্রেমে ভরাইয়া তাঁহার বিশ্বম্ভর নাম ধারণ সার্থক করিয়াছিলেন। প্রভু বলিয়াছিলেন :—

"জগৎ ভরিয়া আমার হবে পুণ্য-খ্যাতি।
সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি॥ আদি, নবম।

তিনি তাঁহার অপরিসীম দয়া, অনন্ত বিশ্বজনীন প্রেম, অবিরলধারে বিশ্ব-সংসারে বর্ষণ করিয়া পবিত্র, অনুপম আনন্দরসে যাবতীয় জীবহৃদয় আপ্লুত করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় ভগবৎ-প্রেম-তরঙ্গ দেশের একপ্রান্ত হইতে উত্থিত হইয়া, অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিপুল আকার ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই প্রেম-প্রবাহ রোধ করিবার কাহারও সামর্থ্য ছিল না। সকলকে সেই স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইয়াছিল।

"সর্ব্বলোক মত্ত হইল আপন সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥" আদি, নবম।

এই প্রেম-প্রবাহ জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-বিদ্যা নির্ব্বিশেষে সকলকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া ব্রজের নিগূঢ় রসাস্বাদন করিবার জন্যই তাঁহার এ ধরাধামে অবতরণ। নিজে যাবতীয় রস পরমপরিতোষসহকারে উপভোগ করিতে করিতে প্রেমানন্দঘন রূপ পরিগ্রহ করিয়া ত্রিভুবন প্রেমময় করিয়াছিলেন। এখনও সেই কীর্ত্তি দক্ষিণাপথের তীর্থ সকল ঘোষণা করিতেছে।

প্রভু জনসাধারণের দেবদর্শন আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস, উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য, দেবদর্শন করিতেই দক্ষিণাপথ তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণ বিগ্রহে কোন ভেদ নাই।

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥ মধ্য, সপ্তদশ।

বস্তুতঃ দেববিগ্রহ দর্শন করিতে তাঁহার অলৌকিক আগ্রহ ছিল। তিনি প্রাণ ভরিয়া শ্রীকূর্ম্মদেব, মল্লিকার্জ্জুন, নৃসিংহদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীরঙ্গদেব, রঘুনাথ, শ্রীরামলক্ষ্মণ, আদিকেশব, অনন্তপদ্মনাভ, শ্রীজনার্দ্দন, শঙ্কর-নারায়ণ, দ্বৈপায়নী, বিঠ্ঠলদেব প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন; দেবতার গুণগান করিতে করিতে তন্ময় হইয়া সকলকে মাতাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং দক্ষিণাপথবাসী নরনারীগণকে কিরূপ ব্যাকুলতার সহিত, কিরূপ তন্ময়তার সহিত দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়, কিরূপে দর্শন করিলে শরীরে সাত্ত্বিক ভাব সকলের উদয় হইয়া প্রেমভক্তি লাভ হয়, তাহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রভু একদিকে জ্ঞানদৃপ্ত পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রবিচার করিয়া, তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের ভ্রম প্রদর্শন করাইয়া কৃষ্ণভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; আবার অপরদিকে নিজে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া দেবতার সম্মুখে নর্ত্তন কীর্ত্তন করিতে করিতে আপামরজনসাধারণকে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা করিয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমলাভই মনুষ্যজীবনের পরম পুরুষার্থ, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য দক্ষিণাপথ তীর্থ-পর্য্যটন করেন।

মহাপ্রভুর তীর্থ-পর্য্যটন কালে যাহারা তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ-নিঃসৃত হরিনাম গান শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া মহাভাগবত হইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন॥ আদি, তৃতীয়।

এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল মানসচক্ষে আপনাপন ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেবে স্ফূর্ত্তি॥" মধ্য, নবম।

তিনি দক্ষিণ ভারতের তীর্থে তীর্থে বিগ্রহদর্শন করিয়া দেবতার সম্মুখে নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিতে করিতে আবালবৃদ্ধবনিতাকে শিখাইলেন কি করিয়া দেবপ্রতিমা দর্শন করিতে হয়। প্রস্তর, মৃন্ময় অথবা ধাতু মূর্ত্তির ভিতর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ বা ইষ্টদেব দর্শন করিবার পন্থা ও কৌশল শিখাইয়া দিলেন। তিনি অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মানবের নয়নাবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়া দেবতার অন্তর্নিহিত বিশ্বরূপ দেখিবার অধিকারী করিয়াদিলেন। তিনি একটীও বাক্যব্যয় না করিয়া, কোনরূপ বাদানুবাদ না করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা অভিভূত হইয়া, এবং কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হইয়া দেখাইলেন কৃষ্ণপ্রেম কি?

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম অবলোকন করিয়া সমাগতজনমণ্ডলী চমৎকৃত হইয়াছিল। তাহাদের হৃদয়মন্দিরও কৃষ্ণপ্রেমে ভরিয়া গেল। পরিশেষে কৃষ্ণপ্রেম উচ্ছলিত হইয়া জলপ্লাবনের ন্যায় সমস্তদেশ প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল।

"প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্যগীত কৈলা।
দেখি সর্ব্বলোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা॥
আশ্চর্য্য শুনি সবলোক আইল দেখিবারে।
প্রভু-রূপ-প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে॥

দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বলে কৃষ্ণ হরি।
প্রেমাবেশে নাচেলোক ঊর্দ্ধবাহু করি॥
কৃষ্ণনাম লোক মুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥
এই মত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণ নামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল॥" মধ্য, সপ্তম।

মহাপ্রভু শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া

"রাম রাঘব! রাম রাঘব! রাম রাঘব! পাহিমাম্।
কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব! রক্ষ মাম্॥"

এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি নিঃসম্বলে একজনমাত্র সহচরসমভিব্যাহারে সমস্ত দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্রভু, হিংস্রজন্তুসমাকুল কত বিজন অরণ্য, কত দুরারোহ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়াছিলেন; কোথাও কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই; কাহারও মুখাপেক্ষী হন নাই। শ্রীভগবান রক্ষাকর্ত্তা এই বিশ্বাস সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়-মধ্যে জাগরূক থাকিত।

প্রভু যাবতীয় জীবের সহিত মিত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন কাহারও সহিত অযোগ্য ব্যবহার করেন নাই। শ্রীরঙ্গধামে ব্রাহ্মণের গীতাপাঠ অশুদ্ধ হওয়ায় অন্যে তাহাকে উপহাস করিলেও, প্রভু ব্রাহ্মণের ঐকান্তিকতা দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "তোমারই গীতাপাঠে অধিকার আছে এবং তোমারই গীতাপাঠ সার্থক।" শ্রীরঙ্গধামে বেঙ্কটভট্টের সহিত সখার ন্যায় হাস্য-পরিহাস করিয়া কালযাপন করিয়াছিলেন।

প্রভু পরদুঃখকাতর, সহানুভূতি-পরায়ণ বলিয়া দক্ষিণমথুরার রামভক্ত ব্রাহ্মণের সীতাহরণ জনিত ক্ষোভ অপনোদন করিবার জন্য রামেশ্বরের

বিপ্রসভায় সংগৃহীত কূর্ম্মপুরাণের পত্রখানি লইয়া পুনরায় দক্ষিণমথুরায় আগমন করতঃ ব্রাহ্মণকে সেই পত্রখানি অর্পণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার শত্রুমিত্রে কোনও ইতরবিশেষ ছিল না। বৌদ্ধগণ তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য অপবিত্র অন্নপূর্ণ পাত্র আনিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া তাঁহার সম্মুখে রক্ষা করিলে এক বৃহদাকার পক্ষী আসিয়া সেই থালি লইয়া গেল। দৈবাৎ সেই থালি বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তকোপরি পতিত হইলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হন এবং শিষ্যগণ হাহাকার করিতে করিতে প্রভুর শরণাপন্ন হয়। তখন প্রভু কোনওরূপ বিদ্বেষভাব না দেখাইয়া শিষ্যগণকে আচার্য্যদেবের কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, শরীরধারণের উপযোগী ভিক্ষাগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনও দ্রব্য পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি ফলাকাঙ্খা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন করিয়া, সিদ্ধি অসিদ্ধি, সুখ দুঃখ, মান অপমান, শীত গ্রীষ্ম, নিন্দা স্তুতি, কল্যাণ অকল্যাণ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভগবানে মনোবুদ্ধি অর্পণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তীর্থ-পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশঅধ্যায়ে বর্ণিত ভক্তের লক্ষণনিচয় শ্রীঅঙ্গের ভূষণ করতঃ, আদর্শ ভগবদ্ভক্তের ন্যায় তীর্থ-পর্য্যটন করিতে করিতে স্বকীয় আচরণ ও দৃষ্টান্ত আপামরজনসাধারণের গোচর করিয়া, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, সাধুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এবং পাপীদিগকে শাসন করিবার জন্য মানবদেহ ধারণ পূর্ব্বক যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্য অবতার॥" আদি, তৃতীয়।

নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন প্রভৃতি সেনাপতি এবং বিপুল ভক্ত-সেনা-বাহিনীর সাহায্যে, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণভক্তি প্রচাররূপ জয়ঢক্কা বাজাইতে বাজাইতে, হরিনাম সংকীর্ত্তনরূপ তুরীধ্বনিতে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করতঃ, রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-পতাকা উড্ডয়ন করিয়া, শান্তিখড়্গ করে লইয়া, দয়াময় গৌরহরি কৃষ্ণভক্তি-হীন নরগণের হৃদয়স্থিত অজ্ঞান-অসুর নিধনার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। কোনও রূপ প্রাণীহিংসা না করিয়া, এমন কি বিন্দুমাত্র রক্তপাত না করিয়া, প্রীতিশৃঙ্খলে আততায়ীগণকে সুদৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক, কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণরূপ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া, বিজয়োল্লাসে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমধন বিলাইতে বিলাইতে আপনার অভীপ্সিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং মানবের পরিত্রাণ পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

"বন্দে তপ্তসুবর্ণাভং ফুল্লারবিন্দলোচনম্।
অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং সুন্দরং শচীনন্দনম্॥
রাধাকান্তিধরং দেবং রাধাভাবসমন্বিতম্।
পাতকীতারণং বন্দে চৈতন্যচরণাম্বুজম্॥
সদাসত্ত্বগুণাধারং সর্ব্বভূতহিতে রতম্।
ভক্তচূড়ামণিং বন্দে কলিকল্মষহারিণম্॥
সংকীর্ত্তনরসোন্মত্তং হরিপ্রেমামৃতার্ণবম্।
মহাসন্ন্যাসিনং বন্দে নির্ম্মমং করুণাময়ম্॥
সমদুঃখসুখং ধীরং প্রসন্নং সংযতেন্দ্রিয়ম্।
মুক্তকামাশয়ং বন্দে সত্যসারল্যমণ্ডিতম্॥
রাসানন্দরসোৎফুল্লং ভক্তমানস রঞ্জনম্।
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুং বন্দে সগণং শান্তরূপিণম্॥"

সমাপ্ত